পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 80 Thursday, 19 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৮০ সংখ্যা ✱ ৬ ফাল্গুন ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ পাকাপাকি ভাবে বিদায়ের পথে ঠান্ডার মরশুম। এতদিন দিনের তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়েছিল। সোয়েটার-মাফলারের প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। কিন্তু রাতে ঠান্ডার একটা ভাব ছিল। তবে এবার রাতের তাপমাত্রাও ২-৩ ডিগ্রি বাড়ার পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। মূলত, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্যই উত্তরে হাওয়ার জোগানে পড়েছে কোপ। যার ফলে রোদের তেজে আরও বাড়বে বলছে আবহাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকার নিম্নচাপ শক্তি বাড়াচ্ছে। এটি শক্তিশালী হয়ে পূর্ব ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করবে। তবে এর জেরে বৃষ্টি হবে কি না তা এখনও জানা যায়নি। তবে চলতি সপ্তাহে কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় এক থেকে দুই ডিগ্রি মত নিচে রয়েছে। তবে সেটাও ধীরে ধীরে কিছুটা বাড়বে। সপ্তাহের শেষের দিকে দু-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

শুক্রবার থেকে রবিবারের মধ্যে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ১৮ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। উপকুলের জেলা যেমন-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে তাপমাত্রা ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। আর পশ্চিমের জেলা যেমন-বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে তাপমাত্রা ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে। সকালের দিকে হালকা শিশির কিংবা কুয়াশা। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুস্ক আবহাওয়া। এই সপ্তাহে বৃষ্টির কানও সম্ভাবনা নেই। আগামী দু'দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে আগামী দু-তিন দিন। সপ্তাহের শেষে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুটোই বাড়তে পারে। দার্জিলিং ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় আগামী কয়েক দিনে ৬ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। কালিম্পং-সহ সমতল সংলগ্ন এলাকায় ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। শিলিগুড়ি, মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ২৭ থেকে ৮২ শতাংশ।

শূন্যপদ যাচাই না করেই বদলি!
এসএসসি'র ভূমিকায় বিস্মিত হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ শূন্যপদ আছে কিনা তা যাচাই না করেই বদলির নির্দেশ! স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, প্রশাসনিক অব্যবস্থার খেসারত কোনও কর্মী দেবেন তা হবে না। মামলার সূত্রপাত বীরভূমের বাসিন্দা পার্থসারথি দলুইকে ঘিরে। ২০১৩ সালে গ্রুপ-ডি পদে চাকরি পান তিনি। কর্মস্থল ছিল বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে। দীর্ঘদিন সেই দূরত্ব সামলেও ২০২০ সালে শারীরিক অসুস্থতা এবং স্ত্রীর গুরুতর কিডনি সমস্যার কারণে বাড়ির কাছাকাছি কোনও স্কুলে বদলির আবেদন জানান। স্কুল শিক্ষা দফতরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা পড়ে। পরে স্কুল সার্ভিস কমিশন সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে তাঁকে নিকটবর্তী একটি স্কুলে যোগদানের নির্দেশ দেয়। কিন্তু নির্দেশ হাতে নিয়ে নতুন স্কুলে পৌঁছতেই বিপত্তি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, সেখানে কোনও শূন্যপদই নেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে - যেখানে পদ খালি নয়, সেখানে বদলির অনুমোদন এল কীভাবে? এই অসঙ্গতি নিয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শক

এবং এসএসসি চেয়ারম্যানের দফতরে একাধিকবার দরবার করেন পার্থসারথি। অভিযোগ, তাঁর কোনও আবেদনেই স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। পরিস্থিতির জট কাটাতে শেষ পর্যন্ত তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। শুনানিতে তাঁর আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী জানান, মানবিক দিক বিবেচনা করে এবং নিয়ম মেনেই বদলির আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই না করেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যেখানে শূন্যপদ নেই, সেখানে একজন কর্মীকে পাঠিয়ে কার্যত তাঁকে অনিশ্চয়তায় ফেলা হয়েছে। আদালতের কাছে আর্জি জানানো হয়, যথাযথ শূন্যপদযুক্ত স্কুলে পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হোক। মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, শূন্যপদের মতো মৌলিক তথ্য যাচাই না করে বদলির নির্দেশ জারি হওয়া প্রশাসনিক গাফিলতির উদাহরণ। এভাবে কোনও কর্মীকে ঝুলিয়ে রাখা যায় না। আদালত স্পষ্ট জানায়, বদলি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করা সংশ্লিষ্ট দফতরের দায়িত্ব। শেষ পর্যন্ত আদালত নির্দেশ দিয়েছে, দ্রুত উপযুক্ত শূন্যপদ রয়েছে এমন কোনও স্কুলে পার্থসারথির বদলির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়াজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টকে অমান্য!
হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দিয়ে চলেছেন মুরুগান, স্ক্রিনশট দেখালেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ আবারও নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি হোয়াটস অ্যাপে স্ক্রিন শট শেয়ার করেছেন। তারপর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন স্পেশাল রোল অবজারভার সি মুরুগান। অভিষেকের অভিযোগ, মরুগান সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানছেন না। কারণ, হোয়াটস অ্যাপে আবারও নির্দেশ দেওয়া চলছে। এর আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা কমিশন মানছে না বলে অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সর্বভারতীয় সাধারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু অভিষেক এবার স্ক্রিনশট ধরে ধরে সি মুরুগানের নাম উল্লেখ করে পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। তৃণমূল সাংসদ লিখেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য? হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ জারি করে নির্বাচন কমিশন কি সত্যিই মনে করছে যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এর নির্দেশ প্রকাশ্যে অমান্য করা যায়? দেশের সর্বোচ্চ আদালত বারবার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, যথাযথ পদ্ধতি ও সরকারি যোগাযোগের নির্দিষ্ট চ্যানেল অনুসরণের ওপর জোর দিয়েছে। অথচ সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে দেখা যাচ্ছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হোয়াটসঅ্যাপের মতো অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হচ্ছে- যা কোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে। তৃণমূল সাংসদ এও লিখেছেন, 'স্পেশাল রোল অবজারভার সি. মুরুগান একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে সরাসরি মাইক্রো অবজারভারদের কাছে জন্ম শংসাপত্র গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত নির্দেশ দিচ্ছেন। যার উদ্দেশ্য ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সংখ্যা কৃত্রিমভাবে বাড়ানো। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কি সুপ্রিম কোর্টের সেই সুস্পষ্ট নির্দেশ মনে নেই- যেখানে বলা হয়েছে, মাইক্রো অবজারভারদের ভূমিকা কেবল সহায়ক, সিদ্ধান্তমূলক নয়? তাহলে কোন নির্দেশে ও কার অনুমোদনে এই বিধিবদ্ধ পদ্ধতি উপেক্ষা করা হচ্ছে?'' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের সামনে এই একই অভিযোগ করেছিলেন। আর এবার খোদ অভিষেক এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন। কিন্তু কীভাবে সেই সব চ্যাট প্রকাশ্যে এল, তা নিয়েই উদ্বিগ্ন কমিশন। অভিষেকের অভিযোগ প্রসঙ্গে কমিশনের দাবি, হোয়াটসঅ্যাপে কোনও ইন্সট্রাকশন দেওয়া হয়নি। কিছু প্রশ্নের উত্তর আছে। নির্বাচন কমিশনের দাবি, এসআইআর নিয়ে যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম নিয়ে জিজ্ঞাস্য থাকায় হোয়াটসঅ্যাপে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে কারা এই তথ্য শেয়ার করছে, সে দিকে নজর রাখছে কমিশন।

ঈদে তিনদিন ছুটির জন্য মমতাকে চিঠি অধীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ ঈদের ছুটি বাড়িয়ে তিন দিন করার দাবি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও লিখে ফেলেছেন তিনি। শুধু ছুটি নয়, রমজান মাসে রেশন বরাদ্দ সহ জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি। ভোটের মুখে অধীরের দাবি ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখার কথা জানান অধীর। বলেন, ''ঈদের দিন এতদিন একদিন ছুটি দেওয়া হয়। আমি সেটাই তিনদিন করতে বলছি।

যেমন দুর্গাপুজোতে কয়েকদিন ধরে উৎসব পালিত হয়, তেমনই ঈদেও কয়েকদিন ধরে উৎসব পালিত হয়। অন্তত যেন তিন দিন দেওয়া হোক। ঈদের আগের দিন, ঈদের দিন ও ইদের পরের দিন যেন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়।'' কিন্তু ভোটের আগেই এই দাবি কেন? প্রশ্ন ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে। কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল কংগ্রেস। খোঁচা দিচ্ছেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয় প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলছেন, ''এগুলো হচ্ছে আসলে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা। সম্পূর্ণভাবে একটা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করার চেষ্টা করছেন অধীরবাবু। এই বিষয়ে নিশ্চয় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেবেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি সব ধর্মের জন্যই, ধর্মাচারণের জন্যই, সবরকমের সুযোগ-সুবিধা করে দেন।'' এরপরই অধীরের দিকে প্রশ্নবান ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, ''অধীরবাবু হঠাৎ আজকে এ কথা বলছেন কেন? ঈদ কী এ বছরের প্রথম হচ্ছে! নাকি এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য! এই সব ছেদো কথা বলার কোনও অর্থ হয় না। এটা না মুসলমানদের কথা ভেবে, না পশ্চিমবঙ্গের কথা ভেবে। উনি শুধু চাইছেন ঘোলা জল তৈরি করতে। উনি যখন আরও অনেক বেশি ক্ষমতা পেয়েছিলেন তখন এসব কথা মনে হয়নি কেন?''

বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বাংলায় আরও একটা ভোট ঘোষণা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। তবে এখনও ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্য ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দেশজুড়ে রাজ্যসভার ৩৭টি আসনে ভোটের দিনক্ষণ জানাল তারা। ওই ৩৭টি আসনের মধ্যে বাংলা থেকে রাজ্যসভার ৫টি আসনে ভোট হবে। বুধবার নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ১০টি রাজ্যের রাজ্যসভার ৩৭টি আসনে ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি। এই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ৫ মার্চ। মনোনয়নপত্রগুলির স্ক্রুটিনি হবে ৬ মার্চ। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আগামী ৯ মার্চ। ভোটগ্রহণ হবে ১৬ মার্চ। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। ওইদিনই বিকেল ৫টায় ভোটগণনা হবে। রাজ্যসভায় বাংলা থেকে পাঁচটি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। রাজ্যসভার

সাংসদ পদে মেয়াদ শেষ হচ্ছে তৃণমূলের সাকেত গোখলে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুব্রত বক্সীর। আর মৌসম নুর তৃণমূল ছাড়ার পর চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন। সেই থেকে তাঁর আসনও খালি রয়েছে। এছাড়া বামফ্রন্টের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের আসন খালি হচ্ছে। রাজ্যসভার ভোটে বিধায়করা শুধু ভোট দেন। বাংলার বিধানসভায় রাজনৈতিক দলগুলির বর্তমান আসনসংখ্যা অনুসারে রাজ্যসভার ৪টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত। আর একটি আসন বিজেপির পক্ষে যাবে। ফলে বাংলা থেকে এবার রাজ্যসভায় বামেদের কোনও প্রতিনিধি থাকছে না। রাজ্যসভায় এবার বাংলা থেকে তৃণমূল কাদের পাঠাবে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে বিজেপির প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে রাজনৈতিক মহলে। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে যখন চাপানউতোর বাড়ছে, তার আগে রাজ্যসভার ৫ আসনে নির্বাচন নিয়ে নিজেদের রণকৌশলে ব্যস্ত তৃণমূল ও বিজেপি। বাংলা থেকে এই ৫ আসনে কারা রাজ্যসভায় যান, সেটাই এখন দেখার।

চমকে গেল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ প্রায় তিন মাস ধরে চলেছে এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া আর শুনানির পর্ব। সাধারণ মানুষের হয়রানির অভিযোগ সামনে এসেছে। অসুস্থ বা বৃদ্ধ ভোটাররাও ভোটাধিকার হারানোর ভয়ে ছুটেছেন শুনানি কেন্দ্রে। কিন্তু এসআইআর পর্বের শেষের দিকে সামনে আসছে একের পর এক অভিযোগ। এবার তালিকায় উঠল মৃত ভোটারের নাম। শুনানি পর্ব শেষ হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন চলছে নথি পুনর্যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। আপলোড করা নথির সঙ্গে সব তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই তালিকা দেখতে গিয়েই চোখ কপালে আধিকারিকদের। মৃত ভোটারের নাম রয়েছে তালিকায়। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। তার আগেই ধরা পড়ল এই ভুল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের ঘটনা। মৃত ভোটারকে ক্লিনচিট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

সংখ্যালঘু এলাকায় নাম রিভিউতে পাঠানো হচ্ছে, অভিযোগ তৃণমূলের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আরও এক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, অনেক ভোটারের নথি ইআরও 'ফাউন্ড ওকে' (অর্থাৎ সব নথি যাচাই হয়েছে) করে দিলেও তাঁদের অনেকের নামের ক্ষেত্রে 'টু বি রিভিউড' (অর্থাৎ রিভিউ করতে হবে) করে দেওয়া হচ্ছে রোল অবর্জাভারদের লগ-ইন থেকে। সূত্রের খবর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামগুলি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার। বিকেলে সিইও দফতরে গিয়ে এই ইস্যু নিয়েই সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার সিইও দফতরে যায় তৃণমূলের পাঁচ প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন পার্থ ভৌমিক, প্রতিমা মণ্ডল, ব্রাত্য

বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং মহুয়া মৈত্র। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আবারও প্রশ্ন তুলে এই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় নাম বাদ সংক্রান্ত অভিযোগ তোলেন মহুয়া। তিনি স্পষ্ট বলেন, রোল অবজার্ভাররা লগ-ইন করে নথি রিভিউতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সংখ্যালঘু এলাকায় এগুলি বেশি হচ্ছে। সূত্র মারফত জানা গেছে, রাজ্যের একটি জেলায় মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত এমন ভোটারের সংখ্যা (টু বি রিভিউড) ছিল দেড় হাজার। তবে বুধবার সকালেই সেই সংখ্যা পৌঁছয় প্রায় ৮ হাজারে! এই বিষয় নিয়েই মহুয়া গর্জে ওঠেন। বলেন, ''প্রত্যেক ডিইও-দের নিজস্ব লগ-ইন থাকে। কিন্তু তাঁদের লগ-ইন ব্যবহার করে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে আর সংখ্যালঘু এলাকায় তা বেশি হচ্ছে।'' এখানেই তাঁর প্রশ্ন, কেন এইভাবে লগ-ইন ব্যবহার করে নথি রিভিউতে পাঠানো হচ্ছে? যদিও এই ঘটনা শুধুমাত্র সংখ্যালঘু এলাকায় হচ্ছে বা সংখ্যালঘুদের নামের ক্ষেত্রেই বারবার 'টু বি রিভিউড' করা হচ্ছে এমন অভিযোগ মানতে নারাজ সিইও দফতর। উদাহরণস্বরূপ এক আধিকারিক বলেন, পূর্ব মেদিনীপুরে এমন ঘটনা ঘটেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, শেখ রাজেশ আলি নামের একজন ভুবনচন্দ্র বেরা নামের এক ব্যক্তিকে বাবা হিসেবে দেখিয়েছেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট কোনও নথিই জমা দেননি। অর্থাৎ প্রমাণ হিসেবে কোনও নথি আপলোড হয়নি তবুও এইআরও সেটিকে 'ফাউন্ড ওকে' করে দিয়েছেন! সূত্র মারফত আরও জানা গেছে, পশ্চিমাঞ্চল বাদ দিয়ে রাজ্যের অন্যান্য জেলার বেশিরভাগ বিধানসভা থেকে এমন ঘটনার খবর আসছে। বিধানসভা প্রতি গড়ে কমবেশি ১০ হাজার এমন ভোটারের সংখ্যা পৌঁছতে পারে। সংখ্যালঘুদের কিছু পদবী ধরে ধরে 'সিস্টেম' প্রশ্ন তুলছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তাও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর খারিজ করে দিয়েছে। সিইও মনোজ আগরওয়ালের বক্তব্য, ''এমন কিছু হতেই পারে না। সিস্টেম কী করে বুঝবে কার নাম কী! এতজন অবজার্ভার, মাইক্রো অবজার্ভার কাজ করছেন, এমন যদি হত তাহলে আমাদের নলেজে আসত।'' তবে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে জানিয়েছেন, ''যাঁরাই নির্দিষ্ট ১৩টি নথির বাইরে নথি জমা দিয়েছেন কিংবা লিংকড হওয়ার পর প্রমাণ দিতে পারেননি, কেবল তাঁদের ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকার পরও 'ফাউন্ড ওকে' করলে এমন হলে হতে পারে।'' অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার সি মুরুগানকে নিয়ে যে অভিযোগ তুলেছেন তার প্রেক্ষিতে মুরুগানের পদত্যাগ দাবি করেছে তৃণমূল। মহুয়ার কটাক্ষ - উনি 'কুইক গান মুরুগান', ওঁকে এখনই পদত্যাগ করতে হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল হোয়াটসঅ্যাপে কোনও নির্দেশ দিতে পারবে না নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে, মাইক্রো অবজার্ভারদের ভূমিকা সহায়ক মাত্র, সিদ্ধান্তমূলক নয়। কিন্তু তিনি সি মুরুগানের হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে দাবি করেন, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অমান্য করছে কমিশন। মুরুগান সরাসরি মাইক্রো অবজার্ভারদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বার্থ সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে স্পেশ্যাল অবজার্ভার মুরুগান জানান, যে স্ক্রিনশটের কথা বলা হচ্ছে তাতে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নির্বাচন কমিশনের যে নির্দেশ রয়েছে তারই ক্ল্যারিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। আলাদা করে কাউকে কোনও নির্দেশ বা কোনও কিছুর নির্দেশিকা জারি করা হয়নি।

তারেকের প্রথম ছ'মাসের অগ্রাধিকার মূল্যবৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলাদেশে রমজান মাস কবে শুরু হবে তা ঠিক করতে ঢাকায় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক চলছে। বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার দেশটিতে পবিত্র রমজান মাসের সূচনা হবে। বুধবার তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিসভা তাদের প্রথম বৈঠকে রমজান মাসে জিনিসপত্রের দাম সহনশীল রাখার বিষয়ে আলোচনা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর তারেক রহমান মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের বলেছেন এই ব্যাপারে নিজেদের মতো করে উদ্যোগ নিতে। বাংলাদেশের জিনিসপত্রের দাম বিগত কয়েক বছর ধরেই চড়া। বরাবরের মতো এবারও রমজান মাস আসতেই নিত্য প্রয়োজনীয় বহু পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। নতুন সরকার এই বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ করতে চাইছে। প্রবীণ মন্ত্রী তথা বিএনপি-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন

''আমাদের প্রথম কাজ হবে দ্রব্যমূল্যের দাম সহনশীল মাত্রায় ধরে রাখা। কোনওভাবেই যাতে বাড়তি দাম নিতে না পারে ব্যবসায়ীরা, সে ব্যাপারে সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।'' মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি নতুন শাসকদলের অজানা নয়। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে বলা হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব পুলিশ-সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। নির্বাচন মিটতেই সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্টে ফেরা শুরু করেছে। যদিও সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, সেনাকে বলা হয়েছে কিছু জায়গায় তারা যাতে এখনও মাঠ পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের কাজ চালিয়ে যায়। নতুন সরকারের সামনে আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা। বিশেষ করে রমজান মাসে বিদ্যুতের বাড়তি চাহিদা কীভাবে মেটানো হবে, সেই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সচিবদের দ্রুত পরিকল্পনা তৈরি করতে বলেছেন। বৈঠকে রান্নার গ্যাস-সহ বিভিন্ন জ্বালানি বিষয়ক কথা হয়। ওই সব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই সরকার আগামী ১৮০ দিন বা ছ'মাসের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করবে। প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম উপদেষ্টা জাহিদুর রহমান জানিয়েছেন এই কর্মসূচি অনেকটাই তৈরি হয়ে আছে। সেটাতেই খানিকটা অদলবদল করে দ্রুত তা ঘোষণা করে দেওয়া হবে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়ন করবে নতুন সরকার।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ১৬.৯৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য, অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করে জানান অর্থমন্ত্রী অজন্তা

গুয়াহাটি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১৬.৯৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য রাজ্যের, অন্তর্বর্তী ব্যয় অনুমোদন (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) প্রস্তাব পেশ করে বিধানসভায় জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ।গত মঙ্গলবার অসম বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য ভোট-অন-অ্যাকাউন্টট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে উপস্থাপিত এই অন্তর্বর্তী বাজেটে তিনি রাজ্যের আর্থিক পূর্বাভাস ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন।চলতি ২০২৬-এর এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত ব্যয়ের জন্য উপস্থাপিত অন্তবর্তী বাজেটে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যের প্রবৃদ্ধির হার ১৬.৯৩ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানান, অসমের মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (ডিএসডিপি) ৮.৭১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ২০২৮ সালের মধ্যে রাজ্যকে ১০ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতিতে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পূর্ব নির্ধারিত সময়সীমার তুলনায় দু-বছর আগেই অর্জনের পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে রাজ্যের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়েছে, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে যা ছিল ৮৬,৯৪৭ টাকা, তা ২০২৫-২৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৮৫,৪২৯ টাকায়। অর্থাৎ ১১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে অসম বর্তমানে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল রাজ্যগুলির অন্যতম। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে অজন্তা নেওগ জানান, ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বর্তমানে আটটি সেতু চালু রয়েছে এবং আরও চারটির নির্মাণকাজ চলছে। বর্তমান সরকারের আমলে সেতুর সংখ্যা পূর্বের তিনটি থেকে বেড়ে ১২-তে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি ‘ চিকেনস নেক’ করিডরে একটি ভূগর্ভস্থ রেললাইন নির্মাণের প্রস্তাবকেও স্বাগত জানানো হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীর ‘ নিজুত মইনা’ ও ‘ নিজুত বাবু’ প্রকল্পের অধীনে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ‘ নিজুত বাবু’ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীরা মাসে ১ হাজার থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত সহায়তা পাবে। স্নাতকোত্তর পড়াশোনার জন্য অতিরিক্ত অনুদানও দেওয়া হবে।আবাসন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ক্ষেত্রে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর ‘ ঘর’ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা ৪৫ হাজার টাকা ভরতুকি পাবেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের অধীনে গত পাঁচ বছরে অসমে ১৭,০৭,৯৮৭টি বাড়ি নির্মিত হয়েছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্লড ইকোনমিক ফোরাম-এর দাভোস সম্মেলনে অংশগ্রহণের কথাও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা।‘ বাইদেউ’ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে মহিলাদের ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি গুয়াহাটি, জাগিরোড ও পালাশবাড়িকে নিয়ে একটি টুইন সিটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা এবং একটি আরবান ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর নির্মাণের ঘোষণাও করা হয়েছে। রাজ্যে গণ্ডার শিকারে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার সাফল্যের দাবিও সরকার করেছে।শিক্ষাক্ষেত্রে অ-প্রাদেশিকীকৃত শিক্ষক ও টিউটরদের জন্য সুখবর ঘোষণা করা হয়েছে। ‘ প্রকল্পের অধীনে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে এবং যোগ্য শিক্ষক-টিউটরদের প্রাদেশিকীকরণের জন্য একটি পোর্টাল চালু করা হবে।পরিকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিমানবন্দর থেকে জাগিরোড পর্যন্ত একটি এলিভেটেড করিডর এবং গুয়াহাটি থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত একটি এক্সপ্রেস করিডর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া নগাঁও, ডিফু, উমরাংসো, মাজুলি ও মানসে পাঁচটি নতুন বিমানবঃদর স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও জানান, বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২৩.৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামী মার্চ মাস থেকে প্রায় ৩.৫ লক্ষ চা-শ্রমিক পরিবারকে জমির পাট্টা প্রদান করা হবে, যার মাধ্যমে তাঁরা ভূমির অধিকার লাভ করবেন।নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উপস্থাপিত এই ভোট-অন-অ্যাকাউন্টে আগামী দিনের শাসনপর্বের প্রস্তুতি হিসেবে একাধিক আকর্ষণীয় ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত, আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রত্যাশিত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারের এটা শেষ অধিবেশন। যেহেতু বাজেটের পরিবর্তে অন্তর্বর্তী ব্যয় অনুমোদন প্রস্তাব পেশ করা হবে, তাই বাজেট পেশের পর যে বাজেট বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, তা বাতিল করা হয়েছে বলে জানান।

বিশাখাপত্তনমে আইএফআর ২০২৬-এ অংশগ্রহণ রাষ্ট্রপতির

বিশাখাপত্তনম, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ইন্টারন্যাশানাল ফ্লিট রিভিউ, আইএফআর ২০২৬-এ অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় নৌবাহিনী আয়োজিত আইএফআর ২০২৬-এ শতাধিক দেশ তাঁদের যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন, বিমান এবং প্রতিনিধি দল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে।সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসেবে, রাষ্ট্রপতি মুর্মু আনুষ্ঠানিকভাবে এদিন ভারতের নৌশক্তি এবং সামুদ্রিক সক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে এই নৌ প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশাখাপত্তনমে পৌঁছন। সেখানে রাষ্ট্রপতিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল এস আব্দুল নাজির, উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ, বিশাখাপত্তনমের সাংসদ এম. শ্রীভারত প্রমুখ।

তিনটি শাবকের জন্ম দিল গামিনী, ভারতে চিতার সংখ্যা বেড়ে ৩৮

ভোপাল, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে জন্ম নিল আরও তিনটি চিতা শাবক। এই নিয়ে ভারতে মোট চিতার সংখ্যা বেড়ে হল ৩৮। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা স্ত্রী চিতা 'গামিনী' তিনটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। এরই সঙ্গে কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতাবাঘের আগমনের তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি এই নিয়ে নবম সফল শাবকের জন্ম হল। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বুধবার টুইট করে জানিয়েছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, প্রজেক্ট চিতার অধীনে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা স্ত্রী চিতা 'গামিনী' ৩টি শাবকের জন্ম দিয়েছে। শেওপুর জেলার কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতা আসার তিন বছর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এটি নবম সফল জন্ম। ভারতে মোট চিতার সংখ্যা এখন ৩৮-এ দাঁড়িয়েছে।

এআই সামিটের তৃতীয় দিন, যোগ দিতে ভারতে একাধিক রাষ্ট্র প্রধান

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ এআই-ইন্ডিয়া ইম্প্যাক্ট সামিটের বুধবার তৃতীয় দিন। নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে চলছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত এই শীর্ষ সম্মেলন। এই সামিটে যোগ দিতে বুধবার ভারতে এলেন একাধিক রাষ্ট্র প্রধান। বুধবার সকালেই দিল্লিতে এসে পৌঁছন সুইডেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং জ্বালানি, ব্যবসা ও শিল্পমন্ত্রী এব্বা বুশ। তাঁকে দিল্লি বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো হয়।এছাড়াও স্পেনের রাষ্ট্রপতি পেদ্রো সানচেজ পেরেজ-কাস্তেজোন বুধবার ভারতে এসে পৌঁছেছেন। তাঁকে দিল্লি বিমানবন্দরে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলাম ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর জন্য ভারতে পৌঁছেছেন, তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় জলশক্তিঃ প্রতিমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী।

রোপওয়ে প্রকল্পের প্রতিবাদে কাটরায় বনধ, বন্ধ দোকানপাট

জম্মু, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের তীর্থযাত্রার পথে প্রস্তাবিত রোপওয়ে প্রকল্পের প্রতিবাদে বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় বনধ পালিত হয়েছে। সকাল থেকেই বন্ধ ছিল দোকানপাট। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বনধে সমর্থন জানিয়ে দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন।শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে দিনের বনধ ডাকা হয় বলে জানা যায়

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাজ্য সরকারগুলিকে মোটেও সম্মান করে না কেন্দ্রঃ এম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকারগুলিকে মোটেও সম্মান করে না কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্ট্যালিন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার, যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে, তারা রাজ্য সরকারগুলিকে সম্মান করে না। আর কত দিন আমাদের এমন অবস্থানে থাকতে হবে যেখানে তাঁরা দেবে আর আমরা কেবল গ্রহণ করবো? ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশের জন্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হল ভিত্তি। সমস্ত রাজ্যের স্বাযত্তশাসন থাকা উচিত। আমরা বারবার মাথা নত করার মানুষ নই। আমাদের কেন্দ্রে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন এবং ফেডারেলিজম প্রয়োজন তবেই আমরা সুশাসন পুনরুদ্ধার করতে পারব। এটি কোনও একক রাজনৈতিক দলের দাবি নয়। রাজনৈতিক পার্থক্যের বাইরে, সকলকে রাজ্যের স্বাযত্তশাসনের দাবি মেনে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, যে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে, তাঁরা রাজ্য সরকারগুলিকে সম্মান করে না।স্ট্যালিন আরও বলেন, আমরা এমন এক পরিস্থিতিতে আছি যেখানে প্রতিটি ফান্ডের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। তারা দেবে আর আমরা পাব, এই অবস্থায় আমাদের কতদিন থাকতে হবে? কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অধ্যয়নের জন্য গঠিত উচ্চ-স্তরের কমিটির রিপোর্টের প্রথম অংশ বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারে রূপান্তরিত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। সমস্ত রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন থাকতে হবে। আমরা এখনও এমন একটি পরিস্থিতিতে আছি যেখানে জমি এবং আর্থিক ক্ষমতার উপর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের জন্য যান নিয়ন্ত্রণ রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃচলছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনাসভা। বিশ্বের তাবড় ব্যক্তিত্ব হাজির সেখানে। কিন্তু তার জেরে যানজটে হয়রানিতে পড়তে হচ্ছিল মানুষকে। রাজধানীতে সামান্য পথ যেতে লাগছিল বহু সময়। যানজটে নাকাল হওয়াটাই যেন দস্তুর হয়ে উঠেছিল। দু'দিন ভোগান্তির পরে টনক নড়ল দিল্লি পুলিশের। অবশেষে ট্রাফিক সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়েছে তারা। বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, বিকেল ৪টে থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মধ্য দিল্লি এবং পূর্ব ও দক্ষিণ দিল্লি সংক্রান্ত বেশ কিছু অংশে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যানের গতিমুখ প্রয়োজনে বদলে দেওয়া হতে পারে। প্রসঙ্গত, দেশের জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে' চলছে ‘ এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬’।

ওকলাহোমায় ক্রমশ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দাবানলের

ওকলাহোমা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আমেরিকার ওকলাহোমায় দাবানল ক্রমশ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি করছে। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে আগুনের শিখা জনবসতির দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে বলে খবর। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, কোথাও কোথাও আগুনের ঘূর্ণিপাক বা ‘ ফায়ার টর্নেডো’ তৈরি হচ্ছে।সূত্রের খবর, ঘণ্টায় প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে পাক খেতে খেতে আগুনের গোলা ছোট শহর উডওয়ার্ড-এর দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। দাবানলের তাণ্ডবে ইতিমধ্যেই বিভার কাউন্টি-র প্রায় দেড় লক্ষ একর জমি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, বনাঞ্চল ও বসতবাড়ি। আগুনে বহু গবাদি পশুও মারা যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই অবস্থায় উডওয়ার্ড শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বিভিন্ন এলাকায় জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

১২ হাজার বিঘা জমি বিতর্কে তুঙ্গে রাজনীতি, ৫০০ কোটির মানহানি মামলা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের গৌরব-ভূপেশ-জিতেন্দ্রকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ

গুয়াহাটি, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃঅসমের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করল ১২ হাজার বিঘা জমি সংক্রান্ত অভিযোগ এবং তার জেরে দায়ের হওয়া ৫০০ কোটি টাকার মানহানি মামলা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী Himanta Biswa Sarma নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অবৈধ জমির মালিকানার অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মানহানিকর দাবি করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই মামলায় কংগ্রেসের তিন শীর্ষ নেতাকে সমন জারি করা হয়েছে। আগামী ৯ মার্চ তাঁদের আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অসমের অ্যাডভোকেট জেনারেল Devajit Saikia জানান, সাংসদ তথা লোকসভায় বিরোধী দলের উপনেতা এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি Gaurav Gogoi, ছত্তীসগঢ়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী Bhupesh Baghel এবং কংগ্রেস নেতা Jitendra Singh-কে আগামী ৯ মার্চ আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ১২ হাজার বিঘা অবৈধ জমির মালিকানার অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছেন এবং সেই অভিযোগ রাজনৈতিক মহলে ছড়িয়ে দিয়েছেন।অ্যাডভোকেট জেনারেল স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট তিন নেতাকে তাঁদের অভিযোগ প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। যদি তাঁরা প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁদের কাছ থেকে ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করা হবে। তাঁর কথায়, এটি কেবল রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, বরং ব্যক্তিগত সুনাম ও মর্যাদার প্রশ্ন। অভিযোগ প্রমাণিত না হলে তা সরাসরি মানহানির পর্যায়ে পড়ে।ঘটনার সূত্রপাত গত ৫ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে। সেই প্রতিবেদনে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ জমির অবৈধ মালিকানার অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগের জেরে রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিরোধী শিবির সরব হয় এবং বিষয়টি জনসমক্ষে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুরু থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছিলেন। তাঁর দাবি, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা।পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় মুখ্যমন্ত্রী আদালতের দ্বারস্থ হন। নথিপত্র পর্যালোচনা ও প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর বিচারপতি Nayanjyoti Sarma মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেন। আদালত নির্দেশ দেয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট তিন নেতা মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সম্পত্তি সম্পর্কে আর কোনও মন্তব্য বা অভিযোগ করতে পারবেন না। এই নির্দেশ কার্যত রাজনৈতিক বক্তব্যের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।শুধু রাজনৈতিক নেতারাই নন, যে সংবাদপত্রে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার স্বত্বাধিকারী Jayanta Baruah, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককেও নোটিশ জারি করা হয়েছে। আদালত তাঁদেরও আগামী ৯ মার্চ হাজির হয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে বলেছে। অর্থা, এই মামলা এখন শুধু রাজনৈতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, সংবাদমাধ্যমও এর আওতায় চলে এসেছে।আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, মামলার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ জমির মালিকানার অভিযোগ সংক্রান্ত নতুন কোনও প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় সাময়িক লাগাম পড়েছে। তবে রাজনৈতিক উত্তাপ যে প্রশমিত হয়েছে, এমনটা বলা কঠিন। বিরোধী শিবিরের একাংশের মতে, এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নও উত্থাপন করছে। অন্যদিকে শাসকদলের দাবি, ভিত্তিহীন অভিযোগ রুখতেই এই আইনি পদক্ষেপ জরুরি ছিল।অসমের রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বরাবরই বিতর্কের কেন্দ্রে থেকেছেন। তবে এই প্রথম এত বড় অঙ্কের মানহানি মামলা দায়ের করে তিনি সরাসরি আইনি লড়াইয়ে নেমেছেন। ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের দাবি নিজেই একটি বড় বার্তা বহন করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি বিরোধীদের জন্য কড়া সতর্কবার্তা, যাতে ভবিষ্যতে কোনও অভিযোগ তোলার আগে প্রমাণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।আগামী ৯ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। সেদিন আদালতে কী প্রমাণ পেশ করা হয় এবং কীভাবে আইনি লড়াই এগোয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের। অভিযোগ প্রমাণিত হলে পরিস্থিতি একরকম মোড় নেবে, আর প্রমাণে ব্যর্থ হলে মানহানির মামলা আরও জোরালো হবে।সব মিলিয়ে, ১২ হাজার বিঘা জমি বিতর্ক এখন অসমের রাজনীতির অন্যতম আলোচিত বিষয়। আদালতের নির্দেশে আপাতত মন্তব্য ও প্রতিবেদন প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও রাজনৈতিক তরজা থেমে নেই। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আইনি প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত সত্য-মিথ্যার নির্ণয় করবে-এমনটাই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। ৯ মার্চের শুনানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে সমগ্র রাজ্য।

রাজ্যসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা কমিশনের, ১৬ মার্চ হবে ভোট

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলো নির্বাচন কমিশন। বুধবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের ১০টি রাজ্যের ৩৭টি আসন পূরণের জন্য আগামী ১৬ মার্চ হবে রাজ্যসভার নির্বাচন। একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটগ্রহণের দিনেই ভোট গণনা করা হবে। ১৬ মার্চ সকাল ৯টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত হবে ভোটগ্রহণ।পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জন রাজ্যসভার সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ২ এপ্রিল। কাছাকাছি সময়ে খালি হচ্ছে ১০টি রাজ্যের মোট ৩৭টি রাজ্যসভার আসন। এই পরিস্থিতিতে ওই আসনগুলিতে ভোটের নির্ঘণ্ট জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের ওই পাঁচ আসন-সহ দেশের মোট ৩৭টি রাজ্যসভার আসনে ভোট হবে।রাজ্যসভার ভোট নিয়ে বুধবার সকালে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে কমিশন। ওই বিজ্ঞপ্তিতে অনুযায়ী, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার ৩৭টি আসনে নির্বাচনের জন্য ভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আগামী ৫ মার্চ। মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে ৬ মার্চ। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ মার্চ। ভোট হবে ১৬ মার্চ।

‘দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়, ভক্ত হিসেবে এসেছি’, মায়াপুরে বললেন শান

সংবাদ সংস্থা, মায়াপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভা ভোটের আবহে ফের রাজ্য সফরে এসে বুধবার মায়াপুরে গেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে মায়াপুরে গিয়ে নিজেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নয়, বরং চৈতন্য মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে তুলে ধরলেন তিনি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি ‘হরে কৃষ্ণ’ ধ্বনি তোলেন এবং ভক্তদের উদ্দেশে বার্তা দেন। মায়াপুরে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ জানান, বহুদিন ধরেই এখানে আসার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই সফর বারবার পিছিয়েছে। অবশেষে পুণ্যভূমিতে এসে তিনি মানসিক শান্তি পেয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন। তাঁর কথায়, ‘‘আমি এখানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আসিনি, চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত হিসেবে এসেছি।’’ অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র শুভেচ্ছাবার্তা তুলে ধরেন। শাহ জানান, মোদি মন থেকে মায়াপুরের সমস্ত ভক্তকে ‘হরে কৃষ্ণ’ অভিবাদন জানিয়েছেন। সফরের আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশে শাহ বলেন, মহাপ্রভুর পবিত্র ভূমিতে এসে চেতনা জাগ্রত করার সুযোগ পাওয়ায় তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। এই অনুষ্ঠান ছিল শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের ১২৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার অন্যতম প্রভাবশালী এই আচার্যের স্মরণে আয়োজিত কর্মসূচিতে ভক্তদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শাহের এই সফর নিছক ধর্মীয় কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এলডিপি-র বড় জয়, জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্বহাল হবেন তাকাইচি

টোকিও, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচি বুধবার তাঁর মন্ত্রিসভা-সহ পদত্যাগ করেছেন। তাকাইচি প্রশাসনের মন্ত্রি পরিষদের সদস্যরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে একত্রে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। বুধবারই নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য সংসদ নতুন অধিবেশন ডাকবে। ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এনডিপি)-র প্রেসিডেন্ট তাকাইচিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্বহাল করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।গত ৮ ফেব্রুয়ারির প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) ঐতিহাসিক জয়ের পর বুধবার সংসদীয় ভোটে সানা তাকাইচি জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হতে চলেছেন। ১৫০ দিনের অধিবেশন শুরুর আগে, সংবিধান অনুসারে তাকাইচির মন্ত্রিসভা একত্রে পদত্যাগ করে।

ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ আজহারউদ্দিনের

হায়দরাবাদ(সংবাদ সংস্থা), ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃপাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা ক্রিকেটার ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। মঙ্গলবার রাতে এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ ইমরান ভাইয়ের খবর শুনে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। ক্রিকেট আমাদের বহু স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছে এবং একজন সহ-খেলোয়া। হিসেবে তাঁর সঙ্গে একই মঞ্চ ভাগ করে নেওয়া ও তাঁর কাছ থেকে শেখার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি। আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি, তাঁর সঙ্গে যেন মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা হয়। তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং তাঁর পরিবারের জন্য শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করছি।’বর্তমানে জেলে রয়েছেন ৭৩ বছর বয়সি ইমরান খান। এর আগে ইমরানের শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পাকিস্তান সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের কাছে আবেদন জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অধিনায়কেরা। মোট ১৪ জন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক অধিনায়ক একটি আবেদনে সই করেন। সেখানে ইমরান খানের জন্য সঠিক চিকিৎসা, মানবিক পরিবেশে বন্দিত্ব এবং আইনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। চিঠিতে সই করা প্রাক্তন অধিনায়কদের মধ্যে রয়েছেন সুনীল গাভাসকর, কপিল দেব, গ্রেগ চ্যাপেল, অ্যালান বর্ডার, ক্লাইভ লয়েড, স্টিভ ওয়া-সহ আরও অনেকে।

রাজ্য সরকারের ‘ মাটির সৃষ্টি’ কর্মসূচিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

অরূপ নস্কর,কলকাতা,১৮ফেব্রুয়ারিঃরাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা রাজ্য সরকারের ‘ মাটির সৃষ্টি’ কর্মসূচিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় জানান, পশ্চিমাঞ্চলের শুষ্ক জেলাগুলিতে ২০২০ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ হিসেবে আন্তর্জাতিক সংশাপত্র পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বহু দফতরের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল অনাবাদি, শুষ্ক ও একফসলি জমিকে উর্বর করে তোলা। জমি, সেচ ও পঞ্চায়েত-এই তিন ক্ষেত্রকে একসঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়। তিনি আরও জানান যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা রাজ্যের সুপরিচিত সুগন্ধি ধান-গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি ও কানকচূড়-কেও খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাকৃতিক ঐতিহ্য, জীববৈচিত্র্য এবং খাদ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে বাংলার উদ্যোগেরই সম্মান। মুখ্যমন্ত্রী এই সম্মান রাজ্যের গ্রামীণ সমাজ, বিশেষ করে কৃষকদের উৎসর্গ করেছেন বলে খবর সূত্র জানান।

আচমকাই বৃষ্টি দিল্লিতে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃআচমকাই বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। বুধবার ভোর থেকেই দিল্লিতে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়। এই বৃষ্টির সৌজন্যে আবহাওয়ার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। অক্ষরধাম, কর্তব্য পথ, ইন্ডিয়া গেট, রাজকোরি গ্রাম, মোতি বাগ প্রভৃতি এলাকায় ভোর থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি সকালেও চলতে থাকে।দিল্লি-এনসিআরের কিছু অংশ হালকা বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রাও কিছুটা কমেছে। ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্য পথ ও অক্ষরধাম মন্দির এলাকায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে এদিন।গত সোমবারই রাজধানী দিল্লিতে অস্বাভাবিক গরম ছিল, তাপমাত্রা ৩০

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। এই দিন আপনি স্পষ্ট ভাবে আপনার চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

বৃষঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ভাগ্যবান। পরিবারের সদস্যরা আপনার জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করবে। সংসারে শান্তি হবে

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের চিন্তাভাবনায় একটি নতুন শক্তি এবং সতেজতা আসবে, যা আপনার ব্যক্তিঃত্বকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করবে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাতে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। সন্তান হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃকোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি শক্তি এবং অনুপ্রেরণায় পূর্ণ হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে বেরিয়ে আসবে।

কন্যা ঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন-যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। শুভ দিন।

তুলাঃ আপনার স্বাস্থ্যের খাতিরে চিকার করবেন না। যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। এই পদ্ধতিতে এটি আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দুর্বল করতে পারে। ।

বৃশ্চিকঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উৎসাহ এবং শক্তিতে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

ধনুঃ শ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তারা আজ সেই বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে না।

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ। আপনি আপনার কর্মে স্থিতিশীলতা অনুভব করবেন।

কুম্ভঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। সামাজির অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ থাকতে পারে-যা আপনাকে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আনবে। শুভ দিন

মীনঃজাতক জাতিকাদের জন্য একটি ইতিবাচক দিন হতে চলেছে। আপনার সংবেদনশীলতা এবং অন্তর্দৃষ্টি এই দিন সমৃদ্ধ হবে, যা আপনাকে নিজের এবং অন্যদের মধ্যে আরও ভাল সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করবে। কারও সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার বা পুরনো স্মৃতিগুলিকে তাজা করার সময় এসেছে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

আবহাওয়া

বিদায় বেলাতেও শীতের আমেজ বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধেও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকল স্বাভাবিকের নীচেই। এদিন ভোরেও শহর ও শহরতলিতে হালকা হলেও, শীতের আমেজ বেশ ভালোই মালুম হয়েছে। গ্রাম বাংলায় শীত একটু বেশিই ছিল।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। ভোরে ও রাতেই মৃদু ঠান্ডা অনুভূত হবে। তবে, আগামী দু-একদিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উভয় তাপমাত্রাই বাড়তে পারে। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি কম।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৩ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ২৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫৫মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩২মনিটে হতে পারে।

কলকাতা | মহানগরের খবর

ভাগলপুরে গোপন অস্ত্র কারখানায় হানা কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ। বিহারের ভাগলপুরে একটি গোপন অস্ত্র কারখানার হদিস মিলেছে যৌথ অভিযানে। সেখান থেকে বা।রি মালিক-সহ মোট পাঁচজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে ২০টি সেমি ফিনিস ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, ৮টি পিস্তলের ব্যারেল এবং লেদ মেশিন, ড্রিল মেশিন-সহ বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। ভোটের আগে এই বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র বাংলায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান তদন্তকারীদের। ধৃতদের দফায় দফায় জেরা করে গোটা চক্রের হদিস পাওয়ার চেষ্টা চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কলকাতার গড়িয়াহাট এলাকায় একটি অটো থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে উঠে আসে, গয়া থেকে ওই অস্ত্র কলকাতায় পাচার করা হচ্ছিল। ধৃতকে জেরা করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পান তদন্তকারীরা। সেই সূত্র ধরেই বিহারের ভাগলপুরে এই বিশেষ অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। গোপন সূত্রে সুনির্দিষ্ট খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, বিহার এসটিএফ এবং ভাগলপুরের মধুসূদনপুর থানার পুচলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ভাগলপুরের একটি বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। বাইরে থেকে দেখে কোনওভাবেই বোঝার উপায় ছিল না যে ওই বা।রি আ।।লে চলছে অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারবার। নিচের তলায় ছিল একটি

সাধারণ স্পিনিং মিল। স্থানীয়দের কাছেও সেটিই ছিল পরিচিত পরিচয়। কিন্তু পুলিশি নজরদারি ও তল্লাশিতে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তকারীরা দেখতে পান, মিলের আ।।লে গোপনে তৈরি হচ্ছে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। প্রথমে অভিযানে বাধার চেষ্টা হলেও পুলিশের কা। জেরার মুখে ফাঁস হয়ে যায় পুরো চক্র।

এই ঘটনায় বা।রি মালিক মহম্মদ নাসির আনসারি-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন মহম্মদ মোনাজির, সাদ্দাম, মহম্মদ আসলাম ওরফে টিংকু, মহম্মদ সামশের আলম ওরফে ছটু এবং মহম্মদ শেহনেওয়াজ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা সকলে ওই কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা কী ছিল, কার নির্দেশে এই কারখানা চলত এবং অস্ত্রগুলি কোথায় সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল-তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া ২০টি সেমি ফিনিস ৭.৬৫ এমএম পিস্তল থেকে স্পষ্ট, অস্ত্রগুলি প্রায় ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় ছিল। পাশাপাশি ৮টি পিস্তলের ব্যারেল ও একাধিক যন্ত্রাংশ উদ্ধার হয়েছে, যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে, আরও অনেক অস্ত্র তৈরির প্রক্রিয়া চলছিল। লেদ মেশিন, ড্রিল মেশিন-সহ আধুনিক সরঞ্জামের উপস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে, এটি ছিল সুসংগঠিত এবং পরিকল্পিত চক্র। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, এই কারবারের পিছনে কোনও ব। মাথা রয়েছে কি না। ভোটের আগে বাংলায় অশান্তি ছ।ানোর উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র মজুত করা হচ্ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে গুরুত্ব সহকারে। ইতিমধ্যেই ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রয়োজনে তাদের ট্রানজিট রিমান্ডে এনে আরও জেরা করা হতে পারে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কা। নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। এই সাফল্যকে ব। অর্জন হিসেবেই দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, সময়মতো পদক্ষেপ না করলে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র বাংলায় ঢুকে পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারত। আপাতত এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ।য়েছে প্রশাসনিক মহলে। তদন্ত যত এগোবে, ততই স্পষ্ট হবে এই চক্রের প্রকৃত পরিধি।এলাকায় সোমবার একটি ওভারহেড সাব মার্শালের উদ্বোধন করা হয়।এদিনের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর দু নং ব্লকের তৃনমুল কংগ্রেসের লড়াকু নেতৃত্ব মতিউর সেখ, গড়দেওয়ানি অঞ্চলের উপপ্রধানের সহায়ক প্রাক্তন সেনা কর্মী সালাউদ্দিন সেখ,বেলে দূর্গানগর অঞ্চল সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি আবু সালাম গাজী, সদস্য শাফি মোল্লা, শচীন মন্ডল,সাদ্দাম খান,কবিতা মন্ডল সহ আরো অনেকে।

শালিমার স্টেশনে চাঞ্চল্য, প্ল্যাটফর্মে ধাক্কা মেরে লাইনচ্যুত ট্রেন

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃশালিমার স্টেশনে বুধবার সকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল রেল চত্বরে। স্টেশনে ঢোকার মুখে লাইনচ্যুত হল একটি লোকাল ট্রেনের কামরা। তবে সৌভাগ্যবশত ট্রেনটি ফাঁকা থাকায় বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। আপাতত স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে এবং অন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে সাঁতরাগাছি থেকে শালিমারের দিকে যাচ্ছিল একটি ফাঁকা লোকাল ট্রেন। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সময় আচমকাই ট্রেনটির একটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে প।ে। লাইনচ্যুত হওয়ার পর কামরাটি ঘষতে ঘষতে কিছুটা এগিয়ে যায়। সেই সময় প্ল্যাটফর্মের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভেঙে যায় কিছু অংশ। ঘটনাস্থলে জোরালো শব্দে আতঙ্ক ছ।য়ে প।ে। স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীরা হঠা পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ছুটোছুটি শুরু করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেলের আধিকারিকরা। সঙ্গে সঙ্গে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং নিরাপত্তা বলয় গ।ে তোলা হয়। অন্য প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে ট্রেন চলাচল চালু রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ওমপ্রকাশ চরণ জানিয়েছেন, একটি ঘটনা ঘটেছে। তবে ট্রেনটিতে কোনও যাত্রী ছিলেন না। ফলে হতাহতের কোনও খবর নেই। ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে লাইনচ্যুত কামরাটি ঘষতে ঘষতে এগিয়ে যায়। ফলে প্ল্যাটফর্মের কিছুটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। ইতিমধ্যে লাইনচ্যুত কামরাটি উদ্ধারের কাজ শুরু করা হয়েছে। দ্রুতই প্লাটফর্মটিকে চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে কী কারণে এই লাইনচ্যুতি ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তিগত ত্রুটি নাকি অন্য কোনও কারণ দায়ী, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনায় সাময়িক বিঘ্ন ঘটলেও বড় বিপদ এড়ানোয় স্বস্তি রেল কর্তৃপক্ষের।

একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগে কাউন্সেলিং সূচি প্রকাশ, ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু প্রক্রিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অবশেষে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। আপাতত কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের কাউন্সেলিংয়ের সূচিও প্রকাশ করা হবে। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, কাউন্সেলিংয়ের প্রথমার্ধ শুরু হবে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে এবং দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হবে দুপুর ২টো থেকে। একই দিন ও একই সময়ে সর্বাধিক তিনটি বিষয়ের কাউন্সেলিং নির্ধারিত হয়েছে। যদিও এখনও ক্যাটেগরি ভিত্তিক স্কুলের শূন্যপদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। কমিশন জানিয়েছে, শুক্রবার শূন্যপদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করা হবে। ওইদিনই প্রার্থীরা কোন স্কুলে কত শূন্যপদ রয়েছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রার্থীরা এসএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে কাউন্সেলিংয়ের ইনটিমেশন লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন। নির্ধারিত সময় ও নিয়ম মেনে প্রার্থীদের কাউন্সেলিংয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় নথি, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সঙ্গে না থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বাতিল হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে কমিশন। প্রথম পর্যায়ে যেসব বিষয়ের কাউন্সেলিং শুরু হবে তার মধ্যে রয়েছে অ্যান্ড্রোপলজি, হোম সায়েন্স, মিউজিক, সাঁওতালি, অ্যাগ্রোনমি, অ্যাকাউঃেটন্সি (বাংলা, হিঃিদ, উর্দু) এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন। কমিশনের এই ঘোষণা ঘিরে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। এখন সকলের নজর শূন্যপদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের দিকে।

এলইডি স্ট্রিটলাইটে ঝলমল করবে কলকাতা শহর, উদ্যোগে পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শহরের আলোকব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুরসভা। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-এর সঙ্গে ' লাইটিং' প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে পুরসভা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ধাপে ধাপে শহরের বিভিন্ন বরোতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি স্ট্রিটলাইট বসানো হবে এবং চালু করা হবে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট মনিটরিং ব্যবস্থা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত প্রচলিত সোডিয়াম ভেপার ও অন্যান্য পুরনো পথবাতির পরিবর্তে নতুন প্রজন্মের এলইডি ফিক্সচার বসানো হবে। এর পাশাপাশি গড়ে তোলা হবে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে রিয়্যাল-টাইমে ত্রুটি শনাক্ত করা, বিদ্যুৎ খরচের হিসাব রাখা এবং দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আধিকারিকদের মতে, এই সেন্ট্রালাইজড কন্ট্রোল অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম চালু হলে আলোর ত্রুটি বা বিকল অবস্থা দ্রুত চিহ্নিত করে তা মেরামতের ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, ফলে নাগরিকদের ভোগান্তি কমবে। পুরসভার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের সঙ্গে এই প্রকল্প শহরের বিদ্যু ব্যয় কমাতে সাহায্য করবে এবং প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির ফলে রক্ষণাবেক্ষণ হবে আরও উন্নত ও দ্রুত। তাঁর আরও দাবি, দীর্ঘমেয়াদি এই উদ্যোগ কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমাবে এবং অপারেশনাল খরচও হ্রাস পাবে।প্রকল্পটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গিয়েছে।

ডায়মন্ড হারবার মডেলে হাওড়ার ডোমজুড়ে ২ দিনের সেবাশ্রয় শিবির' এর উদ্বোধন মন্ত্রী অরূপ রায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার মডেলে হাও।ার ডোমজুড়ে সোমবার ২ দিনের 'সেবাশ্রয় শিবির' এর উদ্বোধন হয়। ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার বাঁকড়া দোতলায় জুগনু অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠে চলছে ওই শিবির। দু'দিনের এই সেবাশ্রয় শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা নিখরচায় রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। সেইসঙ্গে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষা এবং ওষুধ প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলছে এই শিবির। এদিন 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, গুলশান মল্লিক, জেলা পরিষদের সদস্য তুষার কান্তি ঘোষ, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, ডোমজুড় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নুরাজ মোল্লা সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গতঃ এই শিবিরে গাইনোকোলজিস্ট, জেনারেল মেডিসিন, কার্ডিওলজিস্ট, নিউরোলজিস্ট, পেডিয়েট্রিস্ট, অর্থপেডিক্স, ইএনটি, অপথালমোলজিস্ট সহ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রয়েছেন। এছাড়াও এখানে প্যাথোলজি বিভাগে রক্ত পরীক্ষা, থাইরয়েড পরীক্ষা লিপিড প্রোফাইল, কেএফটি, সুগার টেস্ট প্রভৃতি করা হচ্ছে। এখানে এক্স-রে, ইসিজিও করা হচ্ছে। মূলত আর্থিকভাবে পিছিয়ে.পড়া মানুষ, যাঁদের চিকিসার জন্য পরীক্ষা করার সঙ্গতি নেই এমন মানুষের কথা ভেবেই 'সেবাশ্রয়'. প্রকল্প করা হয়েছে। দু'দিনের এই সেবাশ্রয় শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিসকরা নিখরচায় রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। সেইসঙ্গে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষা এবং ওষুধ প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, এই প্রকল্প শুধুমাত্র ডায়মন্ড হারবারেই নয়.সারা বাংলায় বিভিন্ন প্রান্তে করা হচ্ছে। ডোমজুড়েও এই সেবাশ্রয় প্রকল্প সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমরা সেই প্রকল্পেরই তত্ত্বাবধান করছি। শুধুমাত্র ডোমজুড়ের নয় পার্শ্ববর্তী বিধানসভার মানুষদেরও এখানে চিকিৎসার জন্য আহ্বান করেছি। এখানে সমস্ত ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে কার্ডিওলজিস্ট, নিউরোলজিস্ট, গাইনোকোলজিস্ট গ্যাস্ট্রো-এন্ট্রোলজিস্ট, জেনারেল মেডিসিন সহ সমস্ত ধরনের যোগ্য চিকিৎসকরা এখানে চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি এখানে রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, এক্স-রে, প্রভৃতি সমস্ত ধরনের পরীক্ষা এখানে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা হাসপাতাল, ব্লক হাসপাতালগুলির আমূল পরিবর্তন করেছেন। ১৫ দিন অন্তর ভ্রাম্যমান চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। তারপরেও রাজ্যের একটা মানুষও যাতে চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত না হন তার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সেবাশ্রয় প্রকল্প বিভিন্ন ব্লকের ব্লকে করে সমস্ত মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবার আওতায়. আনার চেষ্টা করছেন। আমরা ৩৬৫ দিনই মানুষের পাশে থাকি।

এরকম বিপদে-আপদে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে.আমরা কাজ করি। তাই এটা কোনও নির্বাচন নয়, মানুষের সেবাই আমাকে পরম ধর্ম। মন্ত্রী অরূপ রায.বলেন, আগের মুখ্যমন্ত্রী উন্নযনে ভরে দিয়েছেন। সেবাশ্রয়. প্রকল্প করে উন্নযনের মুকুটে আরেকটি পালক যুক্ত হলো। মানুষ এখানে সব ধরনের চিকিসা সুবিধা পাবেন। যাঁরা যাঁরা যেখানে উদ্যোগ নিচ্ছেন সেই সব জাযগায.সেবাশ্রয় প্রকল্প হবে।

ইফতার সামগ্রী বিতরণ জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পবিত্র রমজান মাস শুরু হচ্ছে। আর তার ঠিক আগে বুধবার দুপুরে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার পদুয়ায় আল হুসাইনী হেল্প ফাউন্ডেশন চেরিটেবল ট্রাস্ট ও ভালো কাজের মিশন এর যৌথ উদ্যোগে এলাকার অসহায় গরীব ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হাতে ইফতার সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো।এদিন এই সামগ্রী তুলে দেন আল হুসাইনী হেল্প ফাউন্ডেশন চেরিটেবল ট্রাস্টের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ শাহ সামিরুল ইসলাম (বাসুবাটি বড় হুজুর দরবার শরীফ),সহকারি সভাপতি সৈয়দ শাহ আবিরুল ইসলাম (বাসুবাটি দরবার শরীফ) ভালো কাজের মিশনের কর্ণধার জাকির হোসেন মোল্লা, মুরসালিন মন্ডল,আমির হোসেনলস্কর, নুরুল হুদা মোল্লা ,তাজউদ্দিন মোল্লা বারুইপুর, খোকন শেখ ফলতা সহ আরো অনেকে।এদিন প্রায় শতাধিক গরীব অসহায় মানুষের হাতে মুড়ি, খেজুর ছোলা চিনি সহ একাধিক খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সারা রমজান মাস ধরে তারা বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের ইফতার সামগ্রী বিতরণ করবে বলে জানা গেল।আর রমজানের ঠিক আগে এই সব খাদ্য সামগ্রী পেয়ে খুশি গরীব অসহায় মানুষেরা।

দিল্লির দরবারে কে যাবেন? রাজ্যসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী নির্বাচনে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতেই বাংলার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বাংলা থেকে মোট পাঁচটি আসন খালি হতে চলেছে, যার মধ্যে একটি আসন কার্যত নিশ্চিতভাবেই যাবে বিজেপির ঝুলিতে। আর সেই একটি আসন ঘিরেই এখন জোর রাজনৈতিক চর্চা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপি কাকে রাজ্যসভায.পাঠাবে, তা শুধুমাত্র সাংসদ বাছাইয়ের প্রশ্ন নয়-এটি বাংলায.দলের ভবিষ্য রাজনৈতিক কৌশল ও বার্তার প্রতীক বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা। বিজেপির অন্দরমহলে এখন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা হচ্ছে, অতীতের ভুল আর পুনরাবৃত্তি করা চলবে না। স্বাধীনতার পর বাংলা থেকে প্রথমবার রাজ্যসভা আসন পাওয়ার সুযোগকে ঘিরে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া.হয়েছিল, তা নিয়ে.আজও দলের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ রয়ে গেছে। সংগঠনের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে বাইরের এক মুখকে প্রাধান্য দেওয়া হযেছিল। সেই সিদ্ধান্ত যে কৌশলগতভাবে বড় ভুল ছিল, তা পরে নানা পর্যায়ে স্পষ্ট হযেছে। দলীয.কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হযেছিল, এবং সাধারণ ভোটারের চোখে বিজেপির সাংগঠনিক অবস্থান কিছুটা হলেও প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। বিশেষ করে অনন্ত মহারাজ-কে রাজ্যসভায.পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে বিতর্ক কম হয়নি। সীমিত প্রভাববলয. ও বিতর্কিত ভাবমূর্তির কারণে সেই পদক্ষেপকে অনেকেই অপ্রস্তুত সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখেছিলেন। ফলে সংগঠনের ভিতরে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সেই সময় বিজেপি বুঝতে পারেনি যে বাংলার রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক পরিশ্রমের মূল্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে অবশ্য পরিস্থিতি কিছুটা বদলায়। রাজ্যসভায. পাঠানো হয় শমীক ভট্টাচার্য-কে। দীর্ঘদিনের সংগঠক, স্পষ্টভাষী বক্তা এবং বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এক নেতা হিসেবে

শমীক সংসদে দলের মুখ উজ্জ্বল করেন। তিনি যেমন কেন্দ্রের নীতির পক্ষে দৃঢ়ভাবে সওয়াল করেছেন, তেমনই প্রয়োজনে বাংলার স্বার্থে প্রশ্ন তুলতেও পিছপা হননি। তাঁর উপস্থিতি কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে এবং সমর্থকদের কাছে বার্তা দিয়েছে যে বিজেপি কেবল চমকের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়, বরং অভিজ্ঞতা ও গ্রহণযোগ্যতাকেও গুরুত্ব দিতে জানে। এখন ফের একবার একই মোড়ে দাঁড়িয়ে দল। বিধানসভা ভোটের আগে এই রাজ্যসভা নির্বাচনকে অনেকেই ' বারোমিটার' হিসেবে দেখছেন। বিজেপি কি আবার কোনও নতুন মুখ এনে চমক দেবে, নাকি সংগঠনের ভিত শক্ত করতে পরীক্ষিত নেতৃত্বকেই গুরুত্ব দেবে-সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে রাজনৈতিক মহল। কারণ এই সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে ভোটবাক্সে। বাংলায় বিজেপির বিস্তার এখনও প্রক্রিয়াধীন। গ্রামীণ ও শহুরে দুই স্তরেই সংগঠনকে আরও মজবুত করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্যসভায় পাঠানো মুখটি যদি দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্য জোরদার করতে পারে, তবে তা বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইতিবাচক বার্তা দেবে। অন্যদিকে, আবারও যদি পরীক্ষানিরীক্ষার পথে হাঁটে দল, তবে কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি বা অসন্তোষ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যসভা আসনটি সংখ্যায় ছোট হলেও প্রতীকি গুরুত্বে বিশাল। এটি দেখিয়ে দেবে, বিজেপি বাংলায. নিজেদের কীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে-কেন্দ্রনির্ভর কৌশলে, না কি স্থানীয় নেতৃত্বকে সামনে রেখে। সব মিলিয়ে, রাজ্যসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন এখন শুধুই সাংসদ বাছাইয়ের বিষয.নয। এটি বাংলার রাজনীতিতে দলের দীর্ঘমেযাদি রণকৌশলের পরীক্ষাও বটে। কর্মী, সমর্থক এবং বিরোধী শিবির-সবাই নজর রাখছে বিজেপির পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। কারণ এই একটি সিদ্ধান্তই হযতো বলে দেবে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় বিজেপির রাজনৈতিক পথচলা কোন দিকে মোড় নিতে চলেছে।

বালিহল্ট স্টেশন লাগোয়া স্টেশনারি দোকানে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালিহল্ট , ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ গভীর রাতে বালিহল্ট স্টেশন লাগোয়া স্টেশনারি দোকানে ভয়াবহ আগুন, ভস্মীভূত দোকানঘর। দমকলের ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে হাও।ার বালিহল্ট স্টেশনে ওই ঘটনা ঘটে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা দোকানঘর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে, আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। দমকলের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিযন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে। ঘটনাস্থলে আরপিএফ এবং জিআরপি থানার পুলিশ আসে। রাতে আগুন লাগায় যাত্রীদের কোনও সমস্যা হয়নি। দোকানটি আগুনে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বালি দমকলের এক আধিকারিক বলেন, রাত ১২টা নাগাদ বালিহল্ট স্টেশনে ঘটনাটি ঘটে। একটি স্টেশনারি দোকানে আগুন লাগে।

পূর্বোত্তর রেলওয়ে ক্রীড়া সংগঠন

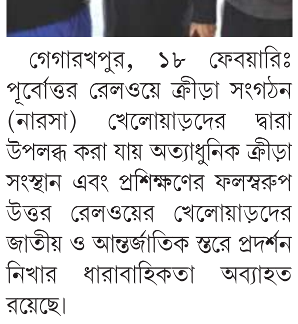

গেগারখপুর, ১৮ ফেবয়ারিঃ পূর্বোত্তর রেলওয়ে ক্রীড়া সংগঠন (নারসা) খেলোয়াড়দের দ্বারা উপলব্ধ করা যায় অত্যাধুনিক ক্রীড়া সংস্থান এবং প্রশিক্ষণের ফলস্বরূপ উত্তর রেলওয়ের খেলোয়াড়দের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শন নিখার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

ভ্রম সংশোধন

গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৬-এ ''বৈতানিক উৎসব ২০২৬' সংবাদটি ভুল ছাপা হয়েছিল। সংবাদটি 'বৈতানিক উৎসব ২০২৫' পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L25199WB1990PLC048791

রেজিঃ অফিসঃ বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেহপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫১৩, ভারত

প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, বর্ধন বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

ই-মেইলঃ **krypton@group.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.kryptongroup.com**

বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২২ সহ পঠিত, এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ডাকযোগে তার সদস্যদের অনুমোদন নেওয়ার প্রস্তাব করছে

১. ৩১.১২.২০২৫ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত শ্রী মুকুল ব্যানার্জীকে একজন অ-নির্বাহী স্বাধীন পরিচালক (DIN: 07527632) হিসেবে নিয়মিতকরণ এবং ৫ বছরের জন্য একজন স্বাধীন পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. ১৮.০২.২০২৬ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ৫ বছরের জন্য স্বাধীন পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার প্রস্তাব করেন, শ্রীমতী বৈষ্ণবী গুপ্তাকে নন-এক্সিকিউটিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর (DIN: 08509577) হিসেবে নিয়মিতকরণ।

৩. কোম্পানির পূর্ণকালীন পরিচালক শ্রী দিগ্বিজয় সিং বারদিয়া (DIN: 10220855) কে বেতন প্রদানের অনুমোদন, ধারা ১৯৬, ১৯৭ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের অধীনে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে, যা তফসিল V সহ পঠিত।

প্রযোজ্য আইনানুগ এবং নিযন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত, তাদের কাছে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে।

সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) কে নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২৪.০২.২০২৬ তারিখে শুরু হবে এবং ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে শেষ হবে।

এরপর থেকে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সদস্যদের ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬।যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে) অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট কোম্পানীর (ভৌত আকারে ধারণকৃত শেযারের ক্ষেত্রে) সাথে ইলেক্ট্রনিকভাবে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং সিডিএসএলের ওয়েবসাইটেও পোস্ট করা হবে।

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য

স্বাক্ষর /-

প্রিয়া আগরওয়াল

কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২৬

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রায়দিঘী শাখা

রায়দিঘি কলেজ রোড, পো ও পিএস - রায়দিঘি, জেলা। - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৫৪

সোনার ঋণ গ্রহণকারীর কাছে প্রত্যাহারের নোটিশ

রেফারেন্স নং **BRRAID25-26110** | তারিখঃ ২৮।০১।২০২৬

নিবন্ধিত স্বীকৃতি প্রদেয়

প্রতি,

শ্রীমতি অনুপ কুমার মাল

S.0/ W.0 ননীভূষণ মাল

ঠিকানাঃ নন্দকুমারপুর, রায়দিঘি, পিন- ৭৪৩৩৪৯

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সোনার ঋণ ম্যাক. নং. ৪৩৮৪৭৪১১০০০০০৩৩

অনুমোদিত পরিমাণঃ ১০৫০০০ /- টাকা

বর্তমান বকেয়াঃ ১০৮৮০৪ /- টাকা

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমাদের শাখা কর্তৃক ২৬.০৬.২০২৫ তারিখে আপনাকে ১০৫০০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা) ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মোট ওজন ২২.২০০ গ্রাম। উপরোক্ত ঋণ এবং সুদের জন্য ব্যাংকের কাছে এখন ১০৮৮০৪ টাকা বকেয়া এবং প্রদেয়।

আপনাকে ১৫.০২.২০২৬ তারিখের মধ্যে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে, তা না হলে উপরে উল্লিখিত বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার অলঙ্কার কয়েন বা এর পর্যাপ্ত অংশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে এবং বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কিত খরচ বাদ দিয়ে এর বিক্রয় আয় ব্যাংকের দাবির সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য বরাদ্দ করা হবে এবং ঘাটতির ক্ষেত্রে, ব্যাংক আপনার কাছ থেকে ঘাটতির পরিমাণ পুনরুদ্ধার করবে। সোনার অলঙ্কার অলঙ্কার কয়েন বিক্রি ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনও তারিখে আপনাকে কোনও নোটিশ ছাড়াই পরিচালিত হতে পারে।

স্বাক্ষর- শাখা ব্যবস্থাপক, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

মাংসের দোকানে ছুরিকাঘাত, প্রাক্তন সেনাকর্মী গুরুতর আহত, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যারাকপুরের মোহনপুরে বুধবার সকালে মাংসের দোকানে রক্তাক্ত কাণ্ড ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকাজুড়ে। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে মোহনপুর মোড়ের একটি দোকানে মাংস কিনতে এসে ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হলেন এক প্রাক্তন সেনাকর্মী। আহতের নাম দীপঙ্কর সরকার (৬০)। তিনি মোহনপুরেরই বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে শ্যাম পাসোয়ান নামে বছর পঁচিশের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতোই দীপঙ্করবাবু মোড়ের কাছে একটি মাংসের দোকানে কেনাকাটা করতে যান। সেই সময়েই দোকানে হাজির হয় শ্যাম। আচমকাই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, হঠাৎই দোকানদারের মাংস কাটার ছুরি হাতে তুলে নিয়ে দীপঙ্করবাবুর পেটে সজোরে আঘাত করে শ্যাম। ঘটনাটি এতটাই আকস্মিক ছিল যে উপস্থিত কেউই কিছু বুঝে ওঠার সুযোগ পাননি। মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন প্রাক্তন সেনাকর্মী। চিৎকারে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন দীপঙ্করবাবু। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। ঘটনার খবর পেয়ে মোহনপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

অভিযোগের ভিত্তিতে অল্প সময়ের মধ্যেই অভিযুক্ত শ্যাম পাসোয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত শ্যাম মানসিক ভারসাম্যহীন। অভিযুক্তের মা শান্তি দেবী জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক সমস্যায় ভুগছে এবং চিকিসাধীন। পরিবারের সদস্যরা সাধারণত তাকে ঘরের মধ্যেই রাখতেন। মাঝে মধ্যে বাইরে যেতে দেওয়া হতো। বুধবার সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটায় সে। তবে স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য ভিন্ন। তাঁদের দাবি, শ্যাম প্রায়ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এলাকায় ঘোরাফেরা করত। এর আগেও সে একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এমন নৃশংস ঘটনার নজির এর আগে নেই। তাঁদের দাবি, দোকানে তাকে অপমানজনক কিছু বলা হয়েছিল বলেই হয়তো হঠা উত্তেজিত হয়ে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে শ্যাম। ঘটনার প্রকৃত কারণ কী, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মানসিক ভারসাম্যহীনতা নাকি অন্য কোনও ব্যক্তিগত বা সামাজিক কারণ এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে, তা জানতে অভিযুক্তকে জেরা করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানও সংগ্রহ করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে যাতে নতুন করে কোনও উত্তেজনা না ছড়ায়। দিনদুপুরে জনবহুল এলাকায় এমন ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে মোহনপুরে। একজন প্রাক্তন সেনাকর্মীর উপর এমন হামলার ঘটনায় ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন নজর সকলের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৮০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ ফাল্গুন, ১৪৩২

সীমান্তের ওপারে নতুন সমীকণ, স্বস্তির আড়ালে শঙ্কার ছায়া!

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক অন্দরে যেন এক নতুন সমীকরণের সূচনা হল। দিল্লি থেকে ঢাকা- দুই রাজধানীতেই স্বস্তি, বিস্ময়, প্রত্যাশা এবং আশঙ্কা মিলেমিশে তৈরি করেছে এক জটিল আবহ। ভারতের জন্য এই ফল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে নয়াদিল্লি যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের প্রত্যাশা করছিল, ভোটের রায়ে তার আভাস মিলেছে। বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। একসময় যাদের দিল্লির 'চোখের বালি' বলা হত, সেই দলই আজ ভারতের সম্ভাব্য কৌশলগত সঙ্গী। ভোটের ফল ঘোষণার পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিনন্দন জানিয়েছেন তারেক রহমান-কে। বার্তাটি স্পষ্ট-অতীতের তিক্ততা পেরিয়ে নতুন করে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী দুই দেশ। অথচ ইতিহাস খুব পুরনো নয়। খালেদা জিয়া-র আমলে দুই দেশের সম্পর্ক নিমপাতার মতো তেতো হয়েছিল। সীমান্ত উত্তেজনা, জঙ্গি কার্যকলাপের অভিযোগ, বাণিজ্যগত টানাপোড়েন-সব মিলিয়ে অবিশ্বাস ছিল প্রবল। রাজনীতির প্রবাহ সত্যিই বিস্ময়কর গতকাল যে ছিল দূরত্বের প্রতীক, আজ সে-ই হয়ে উঠছে সম্ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে এই স্বস্তির আবহে শঙ্কার কাঁটা বিঁধে আছে। কারণ, এবারের নির্বাচনে উল্কাগতির উত্থান ঘটেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-র। বিশেষত খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর-ভারতীয় সীমান্ত-লাগোয়া অঞ্চলগুলিতে তাদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। খুলনার ৩৬টির মধ্যে ২৫টি, রংপুরের ৩৩টির মধ্যে ১৬টি এবং রাজশাহীর ৩৯টির মধ্যে ১১টি আসনে জয় কেবল একটি রাজনৈতিক পরিসংখ্যান নয় এটি একটি মানসিক মানচিত্রের পরিবর্তনের ইঙ্গিত। দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের প্রভাব ও প্রশাসনিক কঠোরতার কারণে যে সংগঠন মাথা তুলতে পারেনি, আওয়ামী অধ্যায়ের অবসানের পর তারা কার্যত ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে। উত্তরবঙ্গে এই উত্থানের আরেক কারণ জাতীয় পার্টি-র অবসন্নতা। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ-এর মৃত্যুর পর দলটি ক্রমশ ভাঙনের মুখে পড়ে। দীর্ঘদিন ক্ষমতার সান্নিধ্যে থেকেও সংগঠনগত শক্তি গড়ে তুলতে ব্যর্থ জাতীয় পার্টি এবার সংসদে একটি আসনও পায়নি। তাদের ভোটভিত্তি সরে গেছে জামায়াতের দিকে। এই স্থানান্তর কেবল ভোটের নয়, মতাদর্শেরও। সবচেয়ে বিস্ময়কর ফল ঢাকা বিভাগে। যেখানে জামায়াত অতীতে প্রায় অদৃশ্য ছিল, সেখানে ১৫টির মধ্যে ৬টি আসনে জয় দেখিয়ে তারা জানিয়ে দিয়েছে-তাদের প্রভাব আর কেবল প্রান্তিক নয়, কেন্দ্রেও প্রবেশ করেছে। অপরদিকে বিএনপি প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট পেয়েছে, যা তাদের ইতিহাসে নজিরবিহীন। অতীতে ৩০ থেকে ৩৪ শতাংশের গণ্ডিতে থাকা দলটির এই উল্লম্ফন নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। তারেক রহমান নির্বাচনী প্রচারে অতীতের ভুল স্বীকার করে নতুন বাংলাদেশের অঙ্গীকার করেছিলেন। সংযত ভাষা, শালীন আচরণ এবং কৌশলী অবস্থান তাঁকে নতুন রূপে হাজির করেছে। কিন্তু পরিসংখ্যানের অন্য পিঠও আছে। জামায়াত প্রায় ৩২ শতাংশ ভোট পেয়েছে-১৯৯১ সালের ১২ শতাংশ থেকে যা প্রায় আড়াই গুণ। এককভাবে ১৮টি আসন জয়ের সাফল্য থেকে আজ ৭৭ আসনে জোটগত সাফল্য-এই পথচলা তাদের সংগঠনগত দৃঢ়তা ও মতাদর্শিক প্রভাবের প্রমাণ। ভারতের উদ্বেগ এখানেই। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির শক্তি বৃদ্ধি কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নয় তা আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ, জঙ্গি নেটওয়ার্ক ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারেক রহমানের সামনে তাই বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। প্রথমত, অর্থনীতি। বেহাল আর্থিক অবস্থা সামাল দেওয়া ছাড়া কোনও সরকারই দীর্ঘস্থায়ী আস্থা পায় না। দ্বিতীয়ত, কূটনৈতিক ভারসাম্য। ভারত, চিন, পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ কাজ নয়। হাসিনা-পরবর্তী দেড় বছরে যে ভারত-বিরোধী সুর তীব্র হয়েছিল, তা থেকে সরে আসা জরুরি, কিন্তু সে-সরে আসা হতে হবে ধীরে, কৌশলে। তারেক ইতিমধ্যেই সংযত বয়ানে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তৃতীয়ত, প্রশাসনিক পুনর্গঠন। 'মবের মুলুক' বলে যে বদনাম রটেছে, তা ঘোচাতে হলে পুলিশ ও প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করতে হবে। নচে সরকারের কর্তৃত্ব প্রশ্নের মুখে পড়বে। চারদিনের মাথায় জামায়াতের ১১ দলের জোট ৩২ আসনে কারচুপির অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নেমেছে-এটি স্পষ্ট বার্তা যে বিরোধী শিবির সরকারকে এক মুহূর্তও নিস্তার দেবে না। প্রত্যাশা যত উঁচু, হতাশাও তত দ্রুত ছড়ায়। সেই হতাশাকে পুঁজি করে জামায়াত আরও প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে, সন্দেহ নেই। তারেকের ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। দীর্ঘ লন্ডনবাস তাঁকে পরিণত করেছে। পশ্চিমি গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা হয়তো তাঁকে সংযম শিখিয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কটূক্তি না করা, বঙ্গবন্ধু বা শেখ হাসিনাকে আক্রমণ না করা-এ সবই ইঙ্গিত দেয়, তিনি সংঘাতের বদলে স্থিতিশীলতার পথ বেছে নিতে চান। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন শালীনতা বিরল। তবু প্রশ্ন রয়ে যায়-দলীয় শৃঙ্খলা তিনি কতটা বজায় রাখতে পারবেন? ৭৮টি আসনে বিএনপির বিদ্রোহীরা প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন জিতেছেন, কিন্তু ভোটকাটাকাটিতে জামায়াতের লাভ হয়েছে ২১ আসনে। সহানুভূতির ঢেউয়ে নেতা নির্বাচিত হলেও সংগঠনের ভিত মজবুত করা সহজ নয়। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে তাঁর নেতৃত্বের আসল পরীক্ষা এখনই। বাংলাদেশের রাজনীতি বরাবরই দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েনে আবদ্ধ-বাঙালি পরিচয় বনাম ধর্মীয় পরিচয়। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জন্ম নেওয়া রাষ্ট্রটি কখনও পুরোপুরি একমুখী হয়নি। ধর্মীয় সত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অংশ দক্ষিণপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে, আবার বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী অংশ বারবার মাথা তুলেছে। এবারের ফলাফল সেই দ্বন্দ্বেরই নতুন অধ্যায়। বিএনপির জয় প্রমাণ করে, বাঙালি সত্তা এখনও শক্তিশালী। কিন্তু জামায়াতের ৭৭ আসনও জানিয়ে দেয়, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রান্তিক নয়। ভারতের জন্য এটি তাই দ্বিমুখী বার্তা। একদিকে সম্ভাব্য স্থিতিশীল ও সহযোগিতামূলক সরকার, অন্যদিকে সীমান্তে শক্তিশালী ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তি। ইতিহাস বলে, ভারতীয় সংসদে একদিন বিজেপি দুই আসন থেকে ৮৯-এ পৌঁছেছিল, তারপর ক্ষমতায় এসেছে। রাজনীতির গতিপথ কখনও সরলরেখা নয় তা বক্র, বিস্ময়কর এবং সময়নির্ভর। বাংলাদেশের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে আশার আলো ও শঙ্কার ছায়া নিয়ে। তারেক রহমান কি পারবেন অর্থনীতি সামলাতে, কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে এবং প্রশাসনিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনতে?

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন দাবি করেছিলেন, মনোযোগ প্রশিক্ষণই ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য, বিশেষ কোনও বিষয় শেখা বা কোনও নির্দিষ্ট অনুষদের বিকাশ নয়। আমাদের অবশ্যই কারিগরি শিক্ষা থাকা উচিত এবং আমাদের উচ্চতর গবেষণাও থাকা উচিত, কারণ উচ্চতর গবেষণা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা গাছ ছাড়া একটি শাখা, কোনও শিকড় ছাড়াই একটি ফুল। আমরা যদি অনুভূতি এবং পছন্দকে প্রশিক্ষিত না করি, তাহলে আমাদের মানুষ শিক্ষিত হবে না। সে কেবল কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলে নিমজ্জিত থাকে যা সে করতে শিখেছে। এই কৌশলগুলি দ্বারা সে তার রুটি উপার্জন করতে পারে। সে হৃদয়কে আকর্ষণ করতে পারে না, বা জীবন দিতে পারে না। সে মোটেও মানুষ নয় সে একজন চালাক বানর।

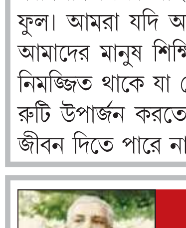

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আমাদের চিন্তার ধর্মপ্রচারক, জ্ঞানের ধর্মপ্রচারক, শিক্ষার প্রেরক হতে হবে, একে অপরের কাছে প্রেরিত হতে হবে। আমরা যারা নির্দিষ্ট শিক্ষা লাভ করি, তারা হয়তো তার অর্জিত কিছু তার বাড়ির অন্য দুজনের সাথে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি যারা এখনও তা পায়নি। ধীরে ধীরে, ইটের পর ইট, শহরের সেরা মানুষটি বড় হয়। সর্বোচ্চ শিল্প সর্বদা আধ্যাত্মিক তীব্রতা, বৌদ্ধিক এবং আবেগগত প্রকাশের সাথে পরিপূর্ণ। এর অর্থ হল এর জন্য গভীরতম এবং সর্বোত্তম ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন।শিল্পীকে হৃদয়ের মাধ্যমেই তার সমস্ত দর্শন করতে হবে। শিল্পের জন্য, বিজ্ঞানের মতো, শিক্ষার মতো, শিল্পের মতো, বাণিজ্যের মতো, এখন মাতৃভূমির পুনর্নির্মাণের জন্য অনুসরণ করতে হবে, অন্য কোনও লক্ষ্য ছাড়াই।

পালিশ ষষ্ঠীর উল্লাসে মাতৃভাষার নির্বাসন
বাংলা শিক্ষা ও প্রকাশনার সংকট

বিশেষ প্রতিনিধি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের আসর'-এ আমরা দেখি 'পালিশ ষষ্ঠীর' আত্মগর্বী চরিত্র, যে মনে করে বাংলা ফাঙ্গলা ছোটলোকের ভাষা। 'মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন'- এই নির্লজ্জ উক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে আত্মবিস্মৃতির চরম রূপ। বঙ্কিম ইংরেজি উপন্যাস লিখে হাত পুড়িয়ে বুঝেছিলেন, মাতৃভাষার শক্তি ছাড়া সাহিত্য ও সমাজের মুক্তি অসম্ভব। তিনি শিক্ষা বলতে কেবল ডিগ্রি বোঝেননি বোঝাতে চেয়েছেন জনকল্যাণ, চেতনার বিস্তার। আজকের শিক্ষিত বাঙালি কি সেই পালিশ ষষ্ঠীর গর্বিত উত্তরসূরি হয়ে উঠছে না? বাংলা প্রকাশনার বর্তমান চিত্রও উদ্বেগজনক। উপন্যাস ও কবিতার সৃজনশীল ধারার জায়গা ক্রমশ সংকুচিত। অধিকাংশ প্রকাশক অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতকের রচনার পুনর্মুদ্রণে ব্যস্ত। অতীতের গৌরবের উপর দাঁড়িয়ে বর্তমানের শূন্যতা ঢাকার চেষ্টা।

'এমন মানুষ আজও দেশে আছে- যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলা ভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে।' এই আক্ষেপ নতুন নয়। বহু দশক আগে উচ্চারিত এই সতর্কবাণী আজও অমোঘ সত্যের মতো ফিরে ফিরে আসে। আধুনিক শিক্ষার বাহন যদি ইংরেজি হয়, তবে জ্ঞানের প্রবেশপথেই তার অনেকখানি প্রাণ হারায়- এই উপলব্ধি আমরা যতই অস্বীকার করি, বাস্তব ততই নির্মম হয়ে ওঠে। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার হইচই, বিশ্ববিখ্যাত লেখকের উপস্থিতি, লক্ষ লক্ষ দর্শকের ভিড়- সবকিছু মিলিয়ে এক সাংস্কৃতিক উল্লাসের আবহ তৈরি হয় বটে কিন্তু সেই উল্লাসের অন্তরালে মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অস্বস্তি ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। ইংরেজি ভাষায় রচিত উপন্যাসের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক যখন সুন্দরবনের কথা বলেন, আমরা মুগ্ধ হই। মুগ্ধতার কোনও দোষ নেই। কিন্তু সেই মুগ্ধতার আড়ালে যদি বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রশ্ন চাপা পড়ে যায়, তবে বিপদ সেখানেই। বইমেলায় বাংলা প্রকাশকের স্টলে দাঁড়িয়ে কেউ যখন ইংরেজি বইয়ের স্টল খোঁজেন, বা ব্যঙ্গ করে বলেন- 'ওই যে মিলিটারি তাঁবুগুলো দেখবেন, সে দিকে এখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'- তখন হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক গভীর মানসিক পরাধীনতা। হিন্দি বইয়ের খোঁজও বাড়ছে, কারণ ইংরেজি মাধ্যমের অভিভাবকেরা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি বেছে নিচ্ছেন। যুক্তি একটাই- বাংলায় ভবিষ্যৎ নেই, চাকরি মিলবে না। ভাষা তখন আর সংস্কৃতির ধারক নয়, কেবল বাজারের মুদ্রা। ভাষাতাত্ত্বিক ইয়েসপারসেন বলেছিলেন, কোনও ভাষা তখনই সংগঠিত ও উন্নততর রূপ পায়, যখন তা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চর্চার ভাষা হয়ে ওঠে। কলকাতা ও মফঃস্সলের চিত্র ভিন্ন হলেও একটি প্রবণতা স্পষ্ট- ব্যাঙের ছাতার মতো ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গজাচ্ছে। বাংলা মাধ্যম স্কুলে ছাত্রসংখ্যা কমছে। কোথাও কোথাও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছাত্রের চেয়ে বেশি। শিক্ষা-দুর্নীতি ও মানহানির অভিযোগ অভিভাবকদের আরও বেশি করে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর সরল অর্থ, বাংলা ভাষায় লেখালিখি ও চর্চার ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে। নতুন লেখক আসবেন কোথা থেকে? পাঠকই যদি না তৈরি হয়, প্রকাশনার ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্ন নতুন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের আসর'-এ আমরা দেখি 'পালিশ ষষ্ঠীর' আত্মগর্বী চরিত্র, যে মনে করে বাংলা ফাঙ্গলা ছোটলোকের ভাষা। 'মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন'- এই নির্লজ্জ উক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে আত্মবিস্মৃতির চরম রূপ। বঙ্কিম ইংরেজি উপন্যাস লিখে হাত পুড়িয়ে বুঝেছিলেন, মাতৃভাষার শক্তি ছাড়া সাহিত্য ও সমাজের মুক্তি অসম্ভব। তিনি শিক্ষা বলতে কেবল ডিগ্রি বোঝেননি বোঝাতে চেয়েছেন জনকল্যাণ, চেতনার বিস্তার। আজকের শিক্ষিত বাঙালি কি সেই পালিশ ষষ্ঠীর গর্বিত উত্তরসূরি হয়ে উঠছে না? বাংলা প্রকাশনার বর্তমান চিত্রও উদ্বেগজনক। উপন্যাস ও কবিতার সৃজনশীল ধারার জায়গা ক্রমশ সংকুচিত। অধিকাংশ প্রকাশক অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতকের রচনার পুনর্মুদ্রণে ব্যস্ত। অতীতের গৌরবের উপর দাঁড়িয়ে বর্তমানের শূন্যতা ঢাকার চেষ্টা। 'যদ্‌প্রাপ্তং তদ্‌ছাপিতং' যেন মন্ত্র হয়ে উঠেছে। প্রিন্ট-অন-ডিম্যান্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করে অসংখ্য মধ্যবিত্ত লেখক-হতে-চাওয়া মানুষ নিজেরাই বই ছাপছেন, আর সেই বইয়ের স্তূপে জমছে অপাঠ্য কাগজের পাহাড়। সম্পাদনার অভাব, তথ্যগত ভুল, সূচিপত্রহীনতা- সব মিলিয়ে বই যেন আর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নয়, স্রেফ বাজারের পণ্য। এই বাজারতন্ত্রে ভূতের গল্প, তন্ত্রের কাহিনি, অপরিশীলিত কবিতা ও টোকা প্রবন্ধের ছড়াছড়ি। গুণমানের প্রশ্ন গৌণ। বই যেন আর চিন্তার আহ্বান নয়, দ্রুত বিক্রির উপকরণ। যে-কেউ, যখন-তখন অন্য আয়ের পথ না পেলে প্রকাশনায় নামছেন। ফলে গুণগত মানের অবক্ষয় ক্রমেই প্রকট। শিক্ষিত পাঠক ক্রমশ বিমুখ হচ্ছেন। বইয়ের জগত যদি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র না হয়ে ওঠে, তবে নবজাগরণের উত্তরাধিকার কোথায় টিকে থাকবে? রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা ও সংস্কৃতির ভবিষ্য নিয়ে যে দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন, তা আজ নতুন করে প্রাসঙ্গিক। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয় তা আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। মাতৃভাষায় শিক্ষা মানে কেবল আবেগ নয়, জ্ঞানের গভীরতর আত্মীকরণ। বিদেশি ভাষায় জ্ঞান অর্জন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু নিজের ভাষাকে অবহেলা করে নয়। যে সমাজ নিজের ভাষায় চিন্তা করতে ভুলে যায়, সে সমাজ সৃজনশীলতার মেরুদণ্ড হারায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির ত্রিভাষা সূত্র, হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, রাজ্যের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ- সব মিলিয়ে ভাষা-রাজনীতি জটিল। দক্ষিণের রাজ্যগুলি ভাষা সংরক্ষণে সোচ্চার, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 'বাঙালি অস্মিতা' প্রায়শই নির্বাচনী স্লোগানে সীমাবদ্ধ। বাস্তব পদক্ষেপের অভাব স্পষ্ট। বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তিগত পরিভাষা নির্মাণ- এসবের ধারাবাহিক উদ্যোগ কোথায়? কেবল বইমেলার ভিড় দিয়ে ভাষার শক্তি মাপা যায় না। আজ প্রয়োজন আত্মসমালোচনা। ইংরেজি জানব, শিখব, বিশ্বসাহিত্য পড়ব- তাতে বাধা নেই। কিন্তু মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে নয়। বাংলা মাধ্যমের মানোন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তকের আধুনিকীকরণ, গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি, গুণগত সম্পাদনা ও প্রকাশনার সংস্কার- এসব ছাড়া ভাষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রকাশকদের দায়িত্ব কেবল বিক্রি নয় মান বজায় রাখা। লেখকদের দায়িত্ব কেবল লেখা নয় অধ্যবসায় ও গভীরতা। পাঠকদের দায়িত্ব কেবল কেনা নয় বেছে নেওয়া।

'কলকাতার কিডনি' অজ্ঞানতার আগুড়ে পুড়ছে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রায় পঁচিশ বছর ধরে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি নিয়ে যুক্তি, তক্ক, গপ্পো আর রাজনীতির অন্তহীন চর্চা চলছে। বক্তৃতার ভাষা বদলায়, মুখ বদলায়, শাসক বদলায়, কিন্তু বক্তব্য বদলায় না। সংখ্যাতত্ত্বও প্রায় একই জায়গায় ঘুরপাক খায়। অথচ বাস্তবের পূর্ব কলকাতা জলাভূমি থেমে নেই। সে দ্রুত বদলাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে, সংকুচিত হচ্ছে-নিঃশব্দে। সাম্প্রতিক আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ড যেন আবারও সেই পুরনো প্রশ্নটিকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে-এই জলাভূমিকে হত্যা করছে কে? রাজনীতি, না আমরা নিজেরাই? বিশেষজ্ঞদের একদল সম্প্রতি মাঠে নেমে খতিয়ে দেখেছেন পরিস্থিতি। সেই অনুসন্ধান বলছে, পূর্ব কলকাতা জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র এখন প্রায় ভাঙনের শেষ প্রান্তে। আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে কলকাতার এই 'কিডনি' যদি অস্তিত্ব হারায়, তবে তা আকস্মিক বিপর্যয় হবে না বরং দীর্ঘদিনের মন্থর অবহেলার পরিণতি হবে। ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু হওয়া ধারাবাহিক রাজনৈতিক উদাসীনতা, ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণ কৌশল এবং লাগামহীন নগরায়ণ-এই তিনের যুগলবন্দিতেই আজকের সংকট। ২০১৮ সালের সমীক্ষা জানাচ্ছিল, জলাভূমির প্রায় ৫৩ শতাংশ জমির চরিত্র বদলে গিয়েছে। সেই পরিবর্তনের বার্ষিক হার ছিল ৩.৭ শতাংশ। সাম্প্রতিক মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে, গত দশকে জবরদখল আরও ৮.২ শতাংশ বেড়েছে এবং খণ্ডিতকরণের হার পৌঁছেছে ৫.৩৩ শতাংশে। অর্থাৎ, ক্ষয়ের গতি এখন আগের চেয়েও দ্রুত। এটিকে কেবল আইন-শৃঙ্খলার ব্যর্থতা বললে ভুল হবে এটি মূলত প্রশাসনিক ব্যর্থতা। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আজও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিবেশগত সীমানা নির্ধারণ করতে পারেনি। ফলে সংরক্ষণের বিধি লঙ্ঘন প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। সংরক্ষণের নামে কংক্রিটের উঁচু পাঁচিল তোলা হয়েছে, কিন্তু পাঁচিল কি বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করে? গোলতলা ভেড়ি থেকে চকের ভেড়ি পর্যন্ত যে প্রচেষ্টা হয়েছে, তা কাগজে শক্ত, বাস্তবে দুর্বল। কারণ জলাভূমি কেবল জমি নয় এটি এক জটিল জীবন্ত ব্যবস্থা। নগরায়ণের যুক্তি, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের স্বপ্ন এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির আবেশ-সব মিলিয়ে জলাভূমি জবরদখলের গল্প আজ বৃহত্তর উন্নয়ন-রাজনীতির সঙ্গে মিশে গেছে। ভৌত অবক্ষয়ের চিত্র আরও ভয়াবহ। মার্বেলের ধুলো, প্লাস্টিক বর্জ্য এবং নির্মাণের আবর্জনায় নিষ্কাশন খালগুলির জলের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত। বর্ষায় পরিবেশগত জলপ্রবাহ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যাচ্ছে, অন্য সময়ে তা ৪৬ শতাংশে পৌঁছচ্ছে। নগরপ্রান্ত থেকে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত জলাভূমির গভীরতা পলি জমে অর্ধেকে নেমে এসেছে। হাইড্রোলজি মুখ থুবড়ে পড়লে জীবন-জীবিকাও বিপন্ন খাল ও আদিগঙ্গা হয়ে আসা বর্জ্য জল পুষ্টি জোগাত প্ল্যাঙ্কটনকে, সেখান থেকে মাছ। কিন্তু এখন গবাদি পশুর আবাসস্থল বিলুপ্ত হওয়ায় পুষ্টির পরিমাণ কমেছে। প্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন কমেছে ৬৩ থেকে ৬৫ শতাংশ। মাছ

হয়। মাছ চাষে আমূল পরিবর্তন এসেছে। স্থানীয় প্রজাতি যেমন ন্যাদোস, খয়রা, বাটা, মৌরলা, গুলে-বেল-ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। জায়গা নিচ্ছে নাইলটিকা, গ্রাস কার্প, হাইব্রিড মাগুরের মতো বহিরাগত প্রজাতি। এই পরিবর্তন কেবল খাদ্যাভ্যাস নয়, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নষ্ট করছে। জলাভূমির ঐতিহ্য ছিল বর্জ্য জলকে সম্পদে রূপান্তর করার অনন্য মডেল। কেষ্টপুর, চিংড়ঘাটা, বেলেঘাটা চাষের খরচ দ্বিগুণ হয়েছে। তার উপর বানতলা ট্যানারি, ডিটারজেন্ট এবং ছোট শিল্পের রাসায়নিক নির্গমনে জলের রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা বেড়েছে। মাছের রোগ বাড়ছে, ক্ষতির হার প্রতি চক্রে ৩০-৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে। ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রায় ৭০ শতাংশ মৎস্য সমবায় মিশ্র কৃষি বা বিকল্প কাজে ঝুঁকেছে। জমি লিজ দেওয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক অভিযোজনের এই পথ বাস্তবে পরিবেশগত ক্ষয়ের সিঁড়ি। জীববৈচিত্র্যের চিত্রও উদ্বেগজনক। একদা পরিযায়ী পাখিদের স্বর্গ ছিল যে জলাভূমি, সেখানে এখন লেসার করমোরেন্ট বা পানকৌড়ির আধিপত্য। পাখির বৈচিত্র্য কমছে, খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ছে। ভারসাম্যহীন বাস্তুতন্ত্রে এক প্রজাতির আধিক্য অন্যদের বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেয়। অর্থনৈতিক মূল্য হিসেব করলে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা, বর্জ্য জল পুনর্ব্যবহার ও প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার বার্ষিক মূল্য প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকা। অথচ এই বিপুল মূল্য কখনও সংরক্ষণ বা সুস্থায়ী উন্নয়নের অর্থনৈতিক অঙ্কে রূপান্তরিত হয়নি। বাস্তুতন্ত্র পরিষেবার জন্য অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা নেই। জলাভূমি সমবায়গুলি ক্ষতিপূরণ ছাড়াই সংরক্ষণের দায় বহন করছে। উল্টোদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিদেশি সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে-সমাধানের নামে প্রদর্শনী। ভারতে এখনও কোনও পূর্ণাঙ্গ জাতীয় জলাভূমি নীতি নেই। ২০১৭ সালের জলাভূমি সংরক্ষণ বিধিমালাই রাজ্যগুলির কাঠামো। 'জলজ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের জাতীয় পরিকল্পনা' আর্থিক সহায়তা দেয় বটে, কিন্তু অগ্রাধিকার পায় মৎস্য-ভিত্তিক জলাশয় বা পর্যটনযোগ্য হ্রদ। বহু রামসার সাইটের স্বীকৃতি মিললেও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। একদিকে আন্তর্জাতিক পর্যটনের ঝলক, অন্যদিকে স্থানীয় জলাভূমির অবহেলা-এই বৈপরীত্য প্রকট। সংবিধানিক কাঠামোয় 'পরিবেশ স্পষ্টভাবে কেন্দ্র বা রাজ্যের একক তালিকায় নেই। ফলে কেন্দ্রীয় নীতি অনেক সময় রাজ্যের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক দৃঢ়তার অভাব অবৈধ ভূমি রূপান্তর ঠেকাতে ব্যর্থ। স্থানীয় সমুদায়-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রক কাঠামোর সঙ্গে একীভূত না করলে সংরক্ষণ কেবল কাগুজে থাকবে। এই অবহেলার মাশুল কেবল পরিবেশগত নয়, সামাজিকও। সংগঠিত মস্যচাষ, কার্বন অর্থায়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ঋণভাণ্ডার-সব ক্ষেত্রেই বিপুল রাজস্বের সম্ভাবনা অপচয় হচ্ছে। অথচ আমরা বিতর্কে ব্যস্ত। যুক্তি তক্ক গপ্পোর আড়ালে বাস্তবের ক্ষয় লুকিয়ে যায় না। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি যদি হারিয়ে যায়, তবে কলকাতার বর্জ্য জলের ঢেউ কোথায় যাবে? আমাদেরই উঠোনে এসে আছড়ে পড়বে না তো? যে জলাভূমি এতদিন শহরের বিষ শুষে নিয়েছে, তাকে যদি আমরা অজ্ঞতা ও সুবিধাবাদের আগুনে পুড়িয়ে ফেলি, তবে সেই বিষ একদিন আমাদেরই শ্বাসরোধ করবে। তখন আর কোনও পাঁচিল, কোনও পরিসংখ্যান, কোনও রাজনীতি আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরির অভিযোগ, হুমায়ুন পত্নীকে নোটিশ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ জলা জমির উপর 'বেআইনিভাবে' বসত বাড়ি তৈরি করার অভিযোগে এবার তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের স্ত্রী মিরা সুলতানাকে নোটিশ পাঠালো ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। মঙ্গলবার এই চিঠি ইস্যু করা হলেও হুমায়ুন পত্নী বুধবার পর্যন্ত হাতে এই চিঠি পাননি বলেই জানা গিয়েছে। হুমায়ুন পত্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 'নালা' প্রকৃতির জমির চরিত্র বদল না করে সেখানে বসতবাড়ি তৈরি করেছেন। হুমায়ুন কবীর বর্তমানে স্ত্রী মিরা সুলতানা, পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন সহ পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের মানিক্যহার গ্রামে স্ত্রীর নামে নথিভুক্ত ওই বাড়িতে থাকেন। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, 'নালা' প্রকৃতির জমি বলতে সাধারণত জল নিস্কাশনের ছোট খাল বা ডোবাকে বোঝায় যা জলাশয় বা কৃষি জমির অংশ হিসেবে গণ্য হয়। আইনত নালা ভরাট করা বা তার চরিত্র পরিবর্তন বেআইনি। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অনুমতি ছাড়া এর ব্যবহার পরিবর্তন করা যায় না। হুমায়ুন কবীরের স্ত্রী মিরা সুলতানার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রয়োজনীয় অনুমতি না থাকলেও তিনি মানিক্যহার গ্রামে জমির চরিত্র পরিবর্তন করে সেখানে বসতবাড়ি নির্মাণ করে পরিবার নিয়ে থাকছেন। সূত্রের খবর হুমায়ুন পত্নীকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফ থেকে সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছে গোটা বিষয়টি নিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য। স্ত্রীকে পাঠানো নোটিশের প্রতিক্রিয়ার জন্য উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ''আমি শুনেছি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফ থেকে আমার স্ত্রীর নামে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। কিন্তু সেই চিঠিতে কী লেখা রয়েছে তা আমি জানিনা। বুধবার দুপুর পর্যন্ত আমরা সেই চিঠি হাতে পাইনি।'' হুমায়ুন কবীর বলেন, ''শক্তিপুর থানার মানিক্যহার গ্রামে যে বাড়িটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সেখানে আমি প্রায় ১৭-১৮ বছর ধরে থাকি। ২০০৩ সালে স্থানীয় ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আমি ওই জায়গাটি কিনেছিলাম। ২০০৫ সালে আমার বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয় এবং ২০০৭ সাল থেকে আমি পরিবার নিয়ে ওই বাড়িতে থাকছি। বাড়িটি আমার স্ত্রীর নামে নথিভুক্ত রয়েছে।'' হুমায়ুন কবীর বলেন, ''বাড়িটির জমির চরিত্র ভূমি সংস্কার দপ্তরের খাতায় 'নালা' হিসেবে চিহ্নিত করা রয়েছে। বাম আমলে ওই জমির চরিত্র পরিবর্তন করে 'ভিটি' করার জন্য আমি বহুবার বিএলআরও এবং এসডিএলআরও অফিসে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় 'ফি' জমা দিয়েছিলাম। একাধিক বার ওই অফিসে ঘোরার পরও আমার আবেদন মঞ্জুর হয়নি। আমি যখন বাড়ি তৈরি করেছিলাম সেই সময় প্রশাসনের তরফ থেকে কেউ বাধাও দিতে আসেনি। জমির চরিত্র পরিবর্তন করতে চেয়ে প্রায় দেড় বছর ধরে প্রশাসনের দরজায় ঘুরে ঘুরে কাজ না হওয়ায় আমি আর ওই জমির চরিত্র পরিবর্তন করার জন্য আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। এখন শুনছি আমার স্ত্রীর নামে অবৈধভাবে বাড়ি তৈরির অভিযোগ আনা হয়েছে।'' প্রসঙ্গত সম্প্রতি লালগোলা থানার নলহরি এলাকায় হুমায়ুন কবীরের কন্যা নাজমা সুলতানা, তাঁর শ্বশুরমশাই শরিফুল ইসলাম এবং হুমায়ুনের জামাইয়ের বিরুদ্ধে মাদক বিক্রির টাকায় প্রচুর বেআইনি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি করার অভিযোগ আনা হয়েছে পুলিশের তরফে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইতিমধ্যে পুলিশ হুমায়ুনের মেয়ের শ্বশুরবাড়ির প্রায় ১৫ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি 'ফ্রিজ' করেছে। হুমায়ুন পত্নীকে দেওয়া লিখিত নোটিশে জানানো হয়েছে মানিক্যহার মৌজায় ১৮ নম্বর দাগের ৯২, প্লট নম্বর ৪৪০৪-এ প্রায় ০.২ একর জমির চরিত্র তাঁরা বেআইনিভাবে পরিবর্তন করেছেন এবং এই মর্মে একটি গণ স্বাক্ষর করা অভিযোগ পত্র জমা পড়েছে। বেআইনিভাবে জমির চরিত্র পরিবর্তন করার জন্য আগামী সাত দিনের মধ্যে হুমায়ুন পত্নীকে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। যথাযথ উত্তর না পেলে কেন তাঁর বিরুদ্ধে ডব্লিউবিএলআর আইন ১৯৫৫ অনুযায়ী কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। এই চিঠি প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবীর বলেন, ''শুধু আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে হবে না। বাকি যারা বেআইনিভাবে জমির চরিত্র পরিবর্তন করে বাড়ি তৈরি করেছেন বা অন্য স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।'' তিনি অভিযোগ করেন, ''তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন দল করার জন্য আমার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা হচ্ছে।''

বিডিও-র নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিডিও-র নাম করে বাংলা আবাস যোজনার প্রাপকদের কাছ থেকে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে। সমাজমাধ্যমে টাকা চাওয়ার কথোপকথন ভাইরাল হতেই গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত সদ্যার ওয়ামি আশরাফ আলি। যদিও স্ত্রীর দাবি, অভিযোগ ভিত্তিহীন। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারই ১ নম্বর ব্লকের ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়া গ্রামে। ওই গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে বাড়ি পেয়েছেন। তাদের ফোন করেন আশরাফ আলি। ফোনে তিনি বলেন, ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা না দিলে বাংলা আবাস যোজনা থেকে নাম বাদ চলে যাবে। বিডিও নিজে টাকা নেবেন। মোবাইলে ওই কথোপকথন ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছা।ই এলাকায়। তিনজন উপভোক্তা আশরাফ আলির বিরুদ্ধে বিডিও এবং জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারী আলমগীর শেখ বলেন, আমি পরিযায়ী শ্রমিক। মাটির বা।তে খুব কষ্টে ববাস করি। আমার পক্ষে ১০ হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি আবেদন করেছেন সব দিক বিচার করে তাঁকে যেন প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। একই দাবি ফরিদা খাতুনের। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত সদস্যা মনিজা বেগমের স্বামী আশরাফ আলিকে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিয়েছি। কিন্তু টাকা না দেওয়ায় তিনি কাগজপত্র ফেরত দিয়ে গিয়েছেন। আমরা গরিব মানুষ। ১০ হাজার টাকা দিলে আমরা বাড়ি বানাব কিভাবে? মনিজা বেগম বলেন, আমার স্বামীকে ফাঁসানো হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে ওরা সাজিয়ে গুছিয়ে রেকর্ডিং করেছে। ঘটনার পর থেকেই মোবাইল বন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছেন আশরাফ আলি। তৃণমূলের মুরারই ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি বিনয় ঘোষ বলেন, ওই পঞ্চায়েত সদস্যা সিপিএম থেকে নির্বাচিত হয়েছিল। পরে তৃণমূলে যোগদান করেন। এখন নিজেকে বাঁচাতে তৃণমূলের আশ্রয় নিচ্ছেন। উনার জেলে যাওয়া উচিত। মুরারই ১ নম্বর ব্লকের বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী জানিয়েছেন, বিষয়টি পুলিশকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।

মদ্যপ চালকের হাত থেকে খুদেদের উদ্ধার ঃ মানবিক ভূমিকায় ট্রাফিক ওসি চিন্ময়

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমানে এক বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে রক্ষা পেল একদল খুদে স্কুল পড়ুয়া। ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো এক চালকের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়

খুদে শিক্ষার্থীদের। মানবিক ও সাহসী পদক্ষেপে নজির গড়লেন ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিশা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় উল্লাস কিডজি স্কুলে ছুটি হওয়ার পর একটি স্কুল গাড়ি পড়ুয়াদের নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় ডিউটিরত ট্রাফিক পুলিশ গাড়িটিকে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় থামায়। নিত্যানন্দ মোহন্ত নামের ওই গাড়িচালকের ব্রেথ অ্যানালাইজার পরীক্ষায় ধরা পরে, তিনি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাত চালককে আটক করা হয়। কিন্তু তখনই সামনে আসে আরও বড় প্রশ্ন-গাড়িতে থাকা ছোট ছোট শিশুদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। ঠিক সেই মুহূর্তে মানবিক উদ্যোগ নেন ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জী। তার তত্ত্বাবধানে পুলিশ নিজ দায়িত্বে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রতিটি পড়ুয়াকে নিরাপদে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এই তৎপরতায় সম্ভাব্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। একই সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরদারি ও চালকদের দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। চিন্ময় ব্যানার্জী ও তার টিমের এই মানবিক ও দ্রুত সিদ্ধান্ত শহরজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে। পুলিশের এমন দায়িত্বশীল ভূমিকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অভিভাবকরাও। এই প্রথম নয়, বর্ধমান শহরে 'দাবাং চিন্ময়' নামে পরিচিত ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বর্ধমানের ট্রাফিকিং সিস্টেমকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রন করার পাশাপাশি তার বিভিন্ন মানবিক বিষয় বারংবার নজরে এসেছে। কখনও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে তপরতার সাথে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, কখনও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাড়ি থেকে দ্রুততার সাথে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে আসা -এই ধরনের বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগ দেখা গেছে তার। নিয়মভঙ্গকারীদের কাছে তিনি ত্রাস হলেও অসহায়দের কাছে তার 'দেবদূত' রুপটি ধরা পরে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে এসআইআর আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে আত্মঘাতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এখনও রাজ্য জুড়ে এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একাধিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এসআইআর আতঙ্কে। এবার সেই তালিকা আবারও যুক্ত হল মুর্শিদাবাদের নাম। বুধবার সকালে এসআইআর আতঙ্কে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধা। মৃত বৃদ্ধার নাম ইমরাতুন নেছা(৬৩)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থানার অন্তর্গত উত্তর ফরিদপুর গ্রামে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কে ভুগছিলেন। বারবার নাগরিকত্ব হারাবার ভয় পাচ্ছিলেন এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম থাকবে কিনা সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। মৃতার পরিবারে এক সদস্য জানিয়েছেন, বুধবার সকালেও ইমরাতুন ভালোভাবে কথা বলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই বাড়ির বাইরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। স্থানীয়দের তৎপরতায় ইমরাতুনকে তৎক্ষণাৎ ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ডোমকল থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। উত্তর-পরিদপুর গ্রামের বাসিন্দা বাপি মন্ডল নামে এক ব্যক্তি বলেন, ''উত্তর ফরিদপুর জুনিয়র গার্লস স্কুলের কাছে একটি কুঁড়ে ঘরে একাই থাকতেন ইমরাতুন নামে ওই মহিলা। বহু বছর আগে ওই মহিলার বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী মারা যায়। ইমরাতুনের কোনও সন্তান নেই। দুই ভাই তাঁকে দেখাশোনা করত।'' ওই ব্যক্তি আরও বলেন, ''স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রান্নার কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালাতেন ইমরাতুন। ভোটার তালিকায় নামের কিছু ভুল থাকায় সম্প্রতি ইমরাতুনকে এসআইআর-এর নোটিশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন এবং তিনি শুনানিতে হাজিরাও দিয়েছিলেন।'' ইমরাতুনের ভাই হাকিমুদ্দিন শেখ বলেন, ''এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পর থেকে আমার বোন আতঙ্কে থাকতেন। তাঁর মনে সন্দেহ ছিল এসআইআর-এর নথিতে কিছু ভুল থাকলে পরে ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ যাবে এবং সেক্ষেত্রে তাঁকে দেশ ছাড়া করা হতে পারে।'' তিনি বলেন, ''আমাদের অনুমান এই আতঙ্কে বুধবার সকালে আমার বোন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।'' স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রত্যেকদিন সকালে উঠে নিজের বাড়ির সামনে অংশ পরিষ্কার করতেন ইমরাতুন। কিন্তু বুধবার সকালে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ দেখতে না পেয়ে হাকিমুদ্দিন এবং আরও কয়েকজন ইমরাতুনের ঘরে খুঁজতে যান। সেই সময় ইমরাতুনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জলঙ্গীর তৃণমূল আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ''এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পাওয়ার থেকে ওই মহিলা আতঙ্কে ছিলেন। মহিলার স্বামী-সন্তান কেউ নেই। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে কী হবে এই নিয়ে তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। অনেকের কাছে শুনেছিলেন ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়লে 'ডিটেনশন ক্যাম্পে' যেতে হতে পারে বা বাংলাদেশে পাঠানো হবে। এই আতঙ্কেই ওই মহিলা আত্মঘাতী হয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি।''

যুবক- যুবতীদের যুবসাথী ফর্ম তোলার ভিড় বহড়ুতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে যুবসাথী ফর্ম পূরণের কাজ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যের ২১ থেকে ৪০ বছরের বেকার যুবক- যুবতীদের জন্য প্রতিমাসে দেড়হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়েছে। রবিবার থেকেই সারা রাজ্যে পুরসভা,ব্লক ও পঞ্চায়েত অফিসে এই কাজ চলছে। চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। রবিবার থেকে জয়নগর এক নং বিডিও অফিস বহড়ুতে জয়নগর এক নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের ফর্ম পূরণের কাজ চলছে। বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর নিজে এই শিবিরে পুরো সময় উপস্থিত থেকে আগত যুবক যুবতীদের সহায়তা করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার জন্য ভাবেন। তাই তো তিনি এবার বেকার যুবক যুবতীদের জন্য যুবসাথী আনলো। আর এলাকার মানুষের পাশে থেকে আমি তাদের সহায়তা করছি। আর এই যুব সাথী ফর্ম তুলতে ও জমা দিতে বেকার যুবক-যুবতীদের ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মতন।

ক্যানিংয়ে রাস্তার পাশে ড্রামে বিস্ফোরণে ঝলসে গেল চার শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাস্তার পাশে থাকা রাসায়নিক ভর্তি ড্রামে বিস্ফোরণে ঝলসে গেল ৪ শিশু ক্যানিং এলাকায়। রাস্তার ধারে খেলছিল চার স্কুল পড়ুয়া। আচমকা পাশে রাখা রাসায়নিক ভরা ড্রামে ঘটে বিস্ফোরণ। আর এই আচমকা বিস্ফোরণের জেরে আগুনে দগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হলো চার নাবালক পড়ুয়া। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেয় এক নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। আহত নাবালকদের মধ্যে ৩ জনকে কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাদের। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার ঘটকপুকুর থেকে মধ্য খড়গাছি পর্যন্ত ৭ কিলো মিটার পিচের রাস্তার মেরামতির কাজ চলছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েক দিন আগে শুরু হয়েছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। মঙ্গলবার ওই রাস্তায় প্রায় ২০০ লিটার লাইট ডিজেলঅয়েল (এলডিও) বোঝাই একটি ড্রাম পড়ে ছিল। ড্রামের পাশেই খেলছিল ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী চার পড়ুয়া। আচমকা বিকট শব্দে ফেটে যায় ড্রামটি। আর এই বিস্ফোরণের তীব্রতায় একজন শিশু সাংঘাতিকভাবে ঝলসে যায়। বাকি তিনজনও কমবেশি দগ্ধ ও আহত হয়। দহনযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক নাবালক পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেয়। আহত শিশুদের নাম সাদিকুল মোল্লা, সামিউল মোল্লা, রায়হান মোল্লা এবং রিয়াজ হাসান মোল্লা। দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সাদিকুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ভাঙড় ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ এবং ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুলিশের বম্বস্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডের টিম ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। রাস্তা মেরামতির কাজে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কি না, দাহ্য পদার্থ খোলা রাস্তায় কেন ফেলে রাখা হয়েছিল-তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। তবে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায়। এলাকার মানুষ এই ঘটনায় আতঙ্কিত।

Notice Inviting Tender No. WBPHE/EE/33/HUG/ 2025-26/ ISAL-E-SWAB-2026

E-Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Holy programme of ISAL-E-SWAB 2026. Bid submission Closing Date **26.02.2026 up to 03.00 p.m.** For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Notice Inviting e-Tender No. BBGP/013/2025-26

The Prodhan, Bhabanipur Bidhichandrapur Gram Panchayat invites tender for 6(Six)Nos. different works. Source of Fund: 15th FC Tied. Bid Submission upload end date (Online) **25.02.2026, 1.00 PM**. Technical Bid Opening Date (Online) **27.02.2026, 1.00 PM.** For Details visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bhabanipur Bidhichandrapur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

পার্ব্বতী ভৌমিক মহাশয়া ইংরাজীর ২৬।১২।২০১২ তারিখে গোপাল বোধক মহাশয়কে ১২১০ / ২০১২ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে পূর্ণিমা মন্ডল মহাশয়কে ১৭৭৩ / ২০১৩ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা-জয়পুরবিল, জে এল- ০১৩, হাল দাগ নং-১৮৭৩।

E-TENDER NOTICE
Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum

NIeT No: 18/EO/2025-26
E-Tenders is invited for 1 no Civil work Bid Submission start-**18/02/2026** Ends- **25/02/2026**. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 35/ NAB-II/2026, Dated-17/02/2026

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the work of Construction of CSC at 2(Two) different places. Last date of submission of Bid on **24/02/2026 up to 01.00 pm.** Date of opening of tender (online): **26/02/2026 at 02.00 Pm.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender No. BBGP/014/2025-26

The Prodhan, Bhabanipur Bidhichandrapur Gram Panchayat invites tender for 4 (Four) Nos. different works. Source of Fund: 30% 15th FC Tied & 70% SBM-G. Bid Submission upload end date (Online) **26.02.2026, 1.00 PM.** Technical Bid Opening Date (Online) **28.02.2026, 1.00 PM**. For Details visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bhabanipur Bidhichandrapur Gram Panchayat

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice

Memo No.: 767/WS/SD **Dated-18/02/2026**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT9/2e/26(2nd Call) and Tender Id No-2026_MAD_1009618_1** for Supply Automatic, Starter & etc. for pump renovation work under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **28/02/2026 at 11:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill. Pancharul, P.O.: Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER NO- (1) PGP/214/2026, (2) PGP/215/2026, (3) PGP/216/2026, (4) PGP/217/2026 Dt.-18-02-2026

For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of CC Road with Pilling at 4(Four) different places. Last date of downloading documents up to 26/02/2026 at 11.00 AM. Bid Opening date 28/02/2026 at 11.00 AM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 34/NAB-II/2026, Dated-17/02/2026

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the work of Construction of Boundary Wall. Last date of submission of Bid on **24/02/2026 up to 02.00 pm.** Date of opening of tender (online): **26/02/2026 at 02.15 Pm.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA::MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA

Please visit at www.wbtenders.gov.in for participating in **eTender Notice No. 11/JAM/2025-26 dated 18/02/2026**, last date of submission **27/02/2026 upto 11.00 AM.**

Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

BARIJAHATTY GRAM PANCHAYAT
(under Chanditala-II Panchayat Samity)
Vill-Barijahatty, PO & PS – Chanditala
NIT No. 105/BGP/TENDER/2025-2026, Dated: 17.02.2026

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 02(Two) different works. Date of application for Tender Form on any working day from 18.02.2026 to 25.02.2026. Last date of dropping of Sealed Tender Form on or before 25.02.2026 12.00 A.M. Date of Opening of Tender 27.02.2026 12.00 AM. For details please visit office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Barijahatty Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২ /১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
No. WB-HMC/TN/ED/WS/16/25-26 **Dated: 31/01/2026**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌর নিগমের নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি এলাকার অধীনে নতুন পাইপলাইন স্থাপন, পুরাতন বিদ্যমান পাইপলাইন প্রতিস্থাপন (বার্ষিক) এর মাধ্যমে জল সরবরাহের উন্নয়নের জন্য একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত ফর্মে) আহ্বান করছেন। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সহকারী প্রকৌশলী, ডব্লিউএস, অফিস ওয়েবসাইট এবং www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইন) ০৫.০৩.২০২৬, দুপুর ১.০০ টা। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩০৫(২) / ২৫-২৬
১৮।২ ।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভা
মহেন্দ্র মিত্র রোড, পিপুলপাতি, পোঃ ও জিলা- হুগলী
ফোন নং- ২৬৮০ ২৮৯৯ / ২৩১৯, ফ্যাক্স নং-২৬৮০ ৬০৯১

বিজ্ঞপ্তি

পৌরসভার অভ্যন্তরে জলকল বিভাগের যে সকল অব্যবহৃত পুরাতন লোহার পাইপ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রহিয়াছে (যেখানে যে অবস্থায়) তাহা, দরপত্র সংগ্রহ করে বিক্রয় করা হইবে।
সমস্ত তথ্য ও দ্রব্যাদি যে কোন কাজের দিন বেলা ১০ টা ৩০ মিঃ হইতে দুপুর ০২ টা পর্যন্ত দরদাতাগন পরিদর্শন বা তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।
সীল করা খামে দরপত্র জমা দেবার শেষ দিন আগামী ২৬।০২।২০২৬ (বেলা ০২ টা পর্যন্ত)।
স্মারক সংখ্যা - ৭৬৮/ জল.বি- এস.দাস তাং- ১৮।০২।২০২৬
(স্থানঃ হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার প্রধান করনিকের কক্ষ)

পৌরপ্রধান / কার্যনির্বাহী আধিকারিক

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** "মেট্রো রেলওয়ের নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর হয়ে বারাসাত পর্যন্ত সম্প্রসারণ - টেন্ডার নং ইপিসি-২৪৮৯-২০২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিএইচঃ ৬.২৫০ কিমি থেকে সিএইচ ঃ ৯.৮৪০ কিমি পর্যন্ত সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ স্থাপত্যগত সম্পূর্ণতা, অগ্নি প্রতিরোধ, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য সুরক্ষাগত পরিকাঠামো, পয়ঃপ্রণালী ও বিএলটি-র কাজ, ই অ্যান্ড এম পরিষেবা, ইসিএস পরিষেবা, টিভিএস পরিষেবা, কম্পোজিট অ্যালুমিনিয়াম তয় রেল সহ ৭৫০ ভোল্ট ডিসি ট্র্যাকশন ব্যবস্থা সমেত বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে (ডায়াফ্রাম ওয়াল সহ টপ ডাউন/সাপোর্ট-এর ব্যবস্থা সহ বটম আপ পদ্ধতিতে) দুটি ভূনিম্নস্থ মেট্রো স্টেশনের (বিরাটি এবং মাইকেলনগর) জন্য বিরাটি ইউজি স্টেশন বিল্ডিং এবং সাবওয়েগুলির (প্রবেশ-প্রস্থানের নির্মাণ সহ) আরসিসি বক্স মেট্রো টানেলের ডিজাইন, সামগ্রী সংগ্রহ ও নির্মাণ"-এর উদ্দেশ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরিষেবা প্রদান করতে অথরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ২৬,৮১,৬৩,২৪৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৪,৯০,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮২০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জনা/সংশোধনী, কিছু থাকে তবে সেটি কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ সিভিল-২৫৪৮-২০২৬ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Tube-well), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: TW/EE/2025-26/NS-3/138/XV/02 (1st Call) Name of work : **Sinking of 03 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 138 under Borough-XV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,15,079.21**. Earnest Money : **Rs. 4,302.00**. Period of Completion : **60 Days**.

2. NIT No.: TW/EE/2025-26/NS-3/139/XV/02 (1st Call) Name of work : **Sinking of 03 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 139 under Borough-XV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,15,079.21**. Earnest Money : **Rs. 4,302.00**. Period of Completion : **60 Days**.

3. NIT No.: TW/EE/2025-26/NS-3/140/XV/02 (1st Call) Name of work : **Sinking of 03 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 140 under Borough-XV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,15,079.21**. Earnest Money : **Rs. 4,302.00**. Period of Completion : **60 Days**.

4. NIT No.: TW/EE/2025-26/NS-3/141/XV/02 (1st Call) Name of work : **Sinking of 03 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 141 under Borough-XV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,15,079.21**. Earnest Money : **Rs. 4,302.00**. Period of Completion : **60 Days**.

5. NIT No.: TW/EE/2025-26/NS-2/133/XV/02 (1st Call) Name of work : **Sinking of 02 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 133 under Borough-XV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 1,43,386.13**. Earnest Money : **Rs. 2,900.00**. Period of Completion : **60 Days**.

6. NIT No.: TW/EE/2025-26/NS-2/134/XV/02 (1st Call) Name of work : **Sinking of 02 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 134 under Borough-XV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 1,43,386.13**. Earnest Money : **Rs. 2,900.00**. Period of Completion : **60 Days**.

7. NIT No.: TW/EE/2025-26/NS-2/135/XV/02 (1st Call) Name of work : **Sinking of 02 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 135 under Borough-XV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 1,43,386.13**. Earnest Money : **Rs. 2,900.00**. Period of Completion : **60 Days**.

8. NIT No.: TW/EE/2025-26/NS-2/136/XV/02 (1st Call) Name of work : **Sinking of 02 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 136 under Borough-XV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 1,43,386.13**. Earnest Money : **Rs. 2,900.00**. Period of Completion : **60 Days**.

9. NIT No.: TW/EE/2025-26/NS-3/137/XV/02 (1st Call) Name of work : **Sinking of 02 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 137 under Borough-XV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,15,079.21**. Earnest Money : **Rs. 4,302.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **02.03.2026** up to **5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 9). Bid opening date and time for technical proposals : **04.03.2026** at **5.15 p.m.** (for Sl. No. 1 to 9). The bid forms and other details are available on and from **21.02.2026 - 9 a.m.** (for Sl. No. 1 to 9).

10. NIT No.: KMC/EE/TW/NS-4/127, 128, 129/BR-XIV/02/25-26 (2nd Call) Name of work : **Sinking of 04 nos. small dia tubewells at different location in Ward No. 127 & 128 & 129 under Borough-XIV**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,88,777.76**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **02.03.2026** at **5 p.m.** Bid opening date and time for technical proposals : **05.03.2026** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.02.2026 (at 6 p.m.)**. The website **http://wbtenders.gov.in** and **https://www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 to 10).

The **Dy. C.E (M)/SCD, KMC** invites e-tender for the following work :
NIT No.: KMC/SCD(N)/2025-26/29
Name of work : **Overhauling & servicing with replacement of worn out component of various damaged spare parts of Blow vac emptier Machine No. WB-03C-9713 under SCD (North)**. Estimated Cost : **NA**. Earnest Money : **Rs. 5,670.00**. Period of Completion : **14 Days**. Last date and time of submission of bid : **28.02.2026** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **21.02.2026** at **9 a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed.

The **Dy. C.E (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/DCE_PS/X/97/B88/25-26/R1 (2nd Call)
Name of work : **Construction of road side garden at 32/39, 32/36, 32/22 Chandi Ghosh Road, Br.-X, Ward No. 97 in KMC**. Estimated Amount : **Rs. 4,40,162.98**. Earnest Money : **Rs. 8,900.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **24.02.2026** at **1 p.m.** Tender open date : **26.02.2026** at **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.02.2026** at **10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **O.S.D. & Ex-Officio Dy. Ch. Engr./(SWM-II), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/SWM-II/E/25-26/64
Name of work : **Supply of 35 Nos. BOHD Chargers for Br-XV, area under SWM Deptt./KMC**. Estimated Amount : **Open Quotation**. Earnest Money : **Rs. 2% of the quoted value**. Period of Completion : **25 Days**. Last date and time of submission of bid : **28.02.2026** at **5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.02.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer/(Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/EE/PS/VIII/90/2/2025-26 (1st Call) Name of work : **Regular maintenance of Road side Gardens along with minor repairing works at Kavy Bharati Sarani, Dr. Sarat Chatterjee Road, Lake Terrace and Raja Basanta Roy Road in Ward No. 090, Br.-VIII (For 365 days)**. Estimated Cost : **Rs. 2,10,615.00**. Earnest Money : **Rs. 4,300.00**. Period of Completion : **365 Days**.
2. NIT No.: KMC/EE/PS/VIII/70/2/2025-26 (1st Call) Name of work : **Regular maintenance to road side gardens at Elgin Road in Ward No. 070, BOR-VIII (For 365 days)**. Estimated Cost : **Rs. 2,95,120.50**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **365 Days**. Last date and time of submission of bid : **27.02.2026** at **1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date of opening Tender : **02.03.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **19.02.2026** at **10 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1& 2).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/879 (1st Call) Name of work : **Repairing of road at Brabourne Road (in patches), Rabindra Sarani (in patches) and surrounding area under Br-V**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,97,853.99**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **120 Days**.
2. NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/878 (1st Call) Name of work : **Raising and supplying manhole/gully PIT Cover in various places under Br-V**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,95,030.09**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **120 Days**.
3. NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/880 (1st Call) Name of work : **Repairing of road at M.G. Road (in patches), A.J.C. Bose Road (in patches) and surrounding area under Br-V**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,95,806.04**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **120 Days**. Last date and time of submission of bid : **10.03.2026** at **12 noon** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **26.02.2026** at **12 noon** (for Sl. No. 1 to 3).
4. NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/811 Name of work : **Repairing of damaged road near G.D. Birla School on Layalka Road, E.E.D.F Hospital on P.A. Shah Road, etc. under Br-X**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,97,164.50**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
5. NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/877 Name of work : **Repairing of damaged road near premises no. 222, Kasba Road, 97, Chandi Ghosh Road, 41, K.P. Roy Lane, etc. under Br- X**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,97,030.72**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **07.03.2026** at **12 noon** (for Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from : **21.02.2026** at **12 noon** (for Sl. No. 4 & 5). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 5).

2267/25-26

দোলে দিঘায় ঢল নামাতে বিশেষ ট্রেন, ১৬ মে পর্যন্ত বাড়ল পরিষেবা, পর্যটনে নতুন জোয়ার

দোল উৎসব মানেই রঙ, আনন্দ আর ছোট্ট ছুটিতে কাছেপিঠে বেড়িয়ে আসার পরিকল্পনা। আর সমুদ্রপ্রেমীদের কাছে সেই তালিকার শীর্ষে থাকে দিঘা। এ বছর দোলকে সামনে রেখে বড় সিদ্ধান্ত নিল দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে। পর্যটকদের সুবিধার কথা ভেবে দিঘাগামী বিশেষ ট্রেন চালানো ও তার সময়সীমা বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে দোলের ছুটিতে সৈকতশহর দিঘায় ভ্রমণ আরও সহজ ও স্বস্তিদায়ক হতে চলেছে।

১৬ মে পর্যন্ত চলবে দিঘা-পাঁশকুড়া স্পেশাল- রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, দিঘা-পাঁশকুড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা টানা ৯০ দিনের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। চলতি বছরের ১৬ মে পর্যন্ত এই বিশেষ ট্রেন চলবে। মূলত দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের সময় যাত্রীদের বাড়তি চাহিদা সামাল দিতেই ট্রেনটি চালু করা হয়েছিল। পরবর্তীতে যাত্রী সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকায় পরিষেবার মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সামনেই দোল বা হোলির মরশুম। তার পরেই শেষ হবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার চাপ কাটিয়ে বহু পরিবার ও ছাত্রছাত্রী সমুদ্রের টানে দিঘার উদ্দেশে রওনা দেন। এই সম্ভাব্য ভিড়ের কথা মাথায় রেখেই ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ মে পর্যন্ত ট্রেনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। রেলের এই পদক্ষেপে পর্যটক ও নিত্যযাত্রী-উভয়েই উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রেনের সময়সূচি ও সুবিধা- ০৮১১৭ আপ স্পেশাল ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল ৭টায় পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে। নির্ধারিত সময়ে সকাল ৯টা ২০ মিনিটে দিঘায় পৌঁছয়। ফলে সকাল সকাল রওনা দিয়ে বেলা না গড়াতেই সমুদ্রসৈকতে পৌঁছে যাওয়া যায়। অন্যদিকে ০৮১১৮ ডাউন স্পেশাল ট্রেনটি সকাল সাড়ে ৯টায় দিঘা থেকে ছাড়ে এবং সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে পাঁশকুড়া পৌঁছয়। এতে করে সকালে সমুদ্র দর্শন বা হালকা ঘোরাঘুরি সেরে সহজেই ফেরা সম্ভব। একদিনের ছোট্ট ভ্রমণ বা উইকএন্ড ট্রিপের জন্য এই সময়সূচি অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই ট্রেন অফিসযাত্রীদের কাছেও সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সকালবেলার আপ ট্রেন ধরলে অনেকে কাজের সূত্রে দিঘা বা আশপাশের এলাকায় পৌঁছে যেতে পারছেন। আবার পর্যটকরাও একই ট্রেনে যাতায়াত করছেন। ছুটির দিনে স্বাভাবিকভাবেই ভিড় বাড়ছে, যা প্রমাণ করে এই পরিষেবার চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে স্টপেজ-শুধু দিঘা নয়, এই বিশেষ ট্রেনটি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে থামে। তমলুক, নন্দকুমার, নাচিন্দা, কাঁথি ও রামনগর স্টেশনে ট্রেনটির নির্ধারিত স্টপেজ রয়েছে। ফলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ আরও মজবুত হয়েছে। এর বড় সুবিধা পাচ্ছেন মন্দারমণি ও তাজপুরগামী পর্যটকেরাও। দিঘায় নেমে আশপাশে অল্প সময়েই পৌঁছে যাওয়া যায় এই জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকতগুলিতে। ফলে দিঘাকে কেন্দ্র করে গোটা উপকূল অঞ্চলের পর্যটন শিল্পে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী, গাড়িচালক, দোকানদার-সকলের মুখেই এখন হাসি।

দোল উৎসবে বাড়তি আকর্ষণ-গত বছর থেকে দিঘার সৈকতে দোল উৎসবের বিশেষ আয়োজন করে আসছে পূর্ব মেদিনীপুর প্রেস ক্লাব। এবছর ওল্ড দিঘায় এই উসবের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমকালো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে। রঙের খেলায় মেতে ওঠার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীত পরিবেশন ও বিভিন্ন আকর্ষণ পর্যটকদের জন্য বাড়তি প্রাপ্তি। পর্যটকেরা অনায়াসে এই দোল উৎসবে অংশ নিতে পারবেন। সমুদ্রের হাওয়া আর রঙের আবিরে মিশে যাবে উসবের আবহ। ফলে

শুধু সৈকত ভ্রমণ নয়, দোলের বিশেষ আনন্দও উপভোগ করা যাবে একই সঙ্গে। যাত্রীদের স্বস্তি ও রেলের পদক্ষেপ- পাঁশকুড়া-হলদিয়া-দিঘা সাউথ ইস্টার্ন প্যাসেঞ্জার্স ওয়েলফেয়ার রেল অ্যাসোসিয়েশনের দিঘা ইউনিটের সহ-সভাপতি সাগর পন্ডা জানিয়েছেন, রেলের এই সিদ্ধান্ত দিঘাগামী যাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। দিঘায় সারা বছরই পর্যটকের আনাগোনা থাকে। বিশেষ করে পরীক্ষা শেষের পর ভিড় চোখে পড়ার মতো বেড়ে যায়। সেই সময় অতিরিক্ত ট্রেন বা পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের দাবি বিবেচনা করে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছে বলেই মত সাধারণ মানুষের। এতে যেমন পর্যটকদের যাতায়াত সহজ হয়েছে, তেমনই জেলার অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। পর্যটনে নতুন সম্ভাবনা-দিঘা দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকত। সহজ যোগাযোগ, স্বল্প খরচ এবং পারিবারিক পরিবেশ-সব মিলিয়ে এটি মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রিয় গন্তব্য। বিশেষ ট্রেন চালু ও সময়সীমা বৃদ্ধির ফলে এবার দোল থেকে গ্রীষ্মের শুরু পর্যন্ত দিঘায় পর্যটকের ঢল নামবে বলেই আশা করা হচ্ছে। সমুদ্রস্নান, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য, নতুন জগন্নাথ মঃিদর দর্শন এবং দোল উসব-সব মিলিয়ে এবারের দিঘা সফর হতে চলেছে বাড়তি আকর্ষণে ভরপুর। রেলের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে পর্যটনকে আরও চাঙ্গা করবে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে শহরের সংযোগকে আরও মজবুত করে তুলবে। দোলের রঙে রাঙাতে চাইলে আর দেরি কেন? বিশেষ ট্রেনেই এবার পাড়ি দিন দিঘার পথে।দোল দোলে সৈকতশহর দিঘায় বেড়াতে আসার ক্ষেত্রে আর সমস্যা হবে না পর্যটকদের। এদিকে, গত বছর থেকে দিঘার সৈকতে দোল উসবের আয়োজন করে আসছে পূর্ব মেদিনীপুর প্রেস ক্লাব। এবার ওল্ড দিঘায় দোল উসবের আয়োজন হয়েছে। এই দোল উৎসবে পর্যটকরাও অনায়াসে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দোল উৎসবের আয়োজন থাকে জমকালো। ফলে প্রেস ক্লাবের দোল উৎসব দিঘায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে বাড়তি পাওনা। এদিকে, টানা ৯০ দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছে দিঘা-পাঁশকুড়া স্পেশাল ট্রেনের সময়সীমা। রেলের এই সিদ্ধান্তে খুশি যাত্রীরা। চলতি বছরের ১৬ মে পর্যন্ত চলবে বিশেষ ট্রেনটি। দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের সময় যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে এটি চালু হয়েছিল। ট্রেন চালু হওয়ায় পর্যটকদের যাতায়াত অনেক সহজ হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রী সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। সেই কারণেই সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সামনেই হোলির মরশুম। তার পরে মাধ্যমিক শেষ ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হবে। পরীক্ষার পর পর্যটকের ঢল নামবে দিঘায়। সবদিক বিবেচনা করেই ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে সময় বাড়িয়ে ১৬ মে পর্যন্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে পর্যটকরা উপকৃত হবেন। ০৮১১৭ আপ স্পেশাল ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল ৭টায় পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে। নির্ধারিত সময়ে সকাল ৯টা ২০ মিনিটে দিঘায় পৌঁছয়। ০৮১১৮ ডাউন স্পেশাল ট্রেনটি সকাল সাড়ে ৯টায় দিঘা থেকে ছাড়ে। এটি সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে পাঁশকুড়া পৌঁছয়। ফলে সকালে সমুদ্র দর্শন করে সহজেই ফেরা যায়। জেলার নিত্যযাত্রীরাও এতে স্বস্তি পেয়েছেন। ০৮১১৭ আপ স্পেশাল ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল ৭টায় পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে। নির্ধারিত সময়ে সকাল ৯টা ২০ মিনিটে দিঘায় পৌঁছয়। তা যাত্রীদের জন্য বেশ সুবিধাজনক। অফিস যাত্রী ও পর্যটক দু'পক্ষই এই ট্রেন ব্যবহার করছেন। ফলে ছুটির দিনে ভিড় আরও বাড়ছে। তাই এই ট্রেনের চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, ০৮১১৮ ডাউন স্পেশাল ট্রেনটি সকাল সাড়ে ৯টায় দিঘা থেকে ছাড়ে। এটি সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে পাঁশকুড়া পৌঁছয়। ফলে সকালে সমুদ্র দর্শন করে সহজেই ফেরা যায়। শুধু তাই নয়, এই স্পেশাল ট্রেনটি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে দাঁড়ায়। তমলুক, নন্দকুমার, নাচিন্দা, কাঁথি ও রামনগরে থামে ট্রেনটি। ফলে শুধু দিঘা নয়, আশপাশের সমুদ্র উপকূলেও যাতায়াত সহজ হয়েছে। মন্দারমণি ও তাজপুরগামী পর্যটকরাও সুবিধা পাচ্ছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিঃদারাও উপকৃত হচ্ছেন। উপকূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ আরও ভালো হয়েছে। পাঁশকুড়া-হলদিয়া-দিঘা সাউথ ইস্টার্ন প্যাসেঞ্জার্স ওয়েলফেয়ার রেল অ্যাসোসি য়েশনের দিঘা ইউনিটের সহ-সভাপতি সাগর পন্ডা জানান, রেলের এই সিদ্ধান্তে দিঘাগামী যাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। দিঘায় পর্যটকের সংখ্যা সারা বছরই বেশি থাকে। বিশেষ করে পরীক্ষার মরশুম শেষ হলেই ভিড় বাড়বে। তাই সময়সীমা বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল।

রুশ তেল বিতর্কে ট্রাম্পের দাবির প্রেক্ষিতে জয়শংকরের কৌশলী বার্তা

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আমেরিকার সঙ্গে সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণার পর থেকেই একটি প্রশ্ন আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে-ভারত কি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করতে চলেছে? এই জল্পনার মাঝেই রুশ তেল ইস্যুতে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিদেশমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার ইঙ্গিত-ভারত তার জাতীয় স্বার্থে স্বাধীন সিদ্ধান্তই নেবে, তা কারও পছন্দ হোক বা না হোক। এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে আলোচনায় এসেছে ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের নীতি এবং বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যের রাজনীতি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির অংশ হিসেবে ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের পর মার্কিন প্রশাসনের একাধিক মহল থেকেও অনুরূপ ইঙ্গিত আসে।

বিশেষ করে মার্কিন বিদেশ সচিব বলেন, ভারত নাকি রুশ তেলের উপর নির্ভরতা কমানোর পথে হাঁটছে। এই মন্তব্যে আন্তর্জাতিক বাজারে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, কারণ ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকেই রাশিয়ার জ্বালানি রফতানি ঘিরে পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞা ও চাপ অব্যাহত। তবে রাশিয়ার তরফে বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন সুর শোনা যায়। রুশ বিদেশমন্ত্রী মন্তব্য করেন, বিশ্বজুড়ে একমাত্র ট্রাম্পই বলছেন যে ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল, মস্কো দিল্লির অবস্থান নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। এই বিতর্কের মধ্যেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শংকর বলেন, ভারত বরাবরই কৌশলগত ক্ষেত্রে স্বাধীন থেকেছে। রাজনৈতিক পালাবদল হলেও এই নীতি বদলায়নি। তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়-আমেরিকার সঙ্গে চুক্তির কারণে কি ভারত রুশ তেল কেনা বন্ধ করবে? জবাবে তিনি বলেন, যদি জানতে চান আমরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেব কিনা, বা এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেব যা হয়তো কারোর পছন্দ হবে না-তাহলে বলব, এমনটা ঘটতেই পারে। এই বক্তব্যে সরাসরি 'হ্যাঁ বা ' না বললেও বার্তাটি স্পষ্ট-ভারত তার জ্বালানি নীতিতে বাইরের চাপ মেনে চলবে না। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি মূল স্তম্ভ হলো ' অটোনমি' বা কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান বহুমেরু বিশ্বে, দিল্লি চেষ্টা করেছে কোনও একক শক্তিশালী ব্লকের সঙ্গে পুরোপুরি নিজেকে বেঁধে না ফেলতে। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা সহযোগিতাও ক্রমবর্ধমান। এই দুই সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখাই এখন দিল্লির বড় চ্যালেঞ্জ। ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমা দেশগুলি রাশিয়ার তেলের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও ভারত ছাড়মূল্যে রুশ তেল আমদানি বাড়ায়। এর ফলে দেশের জ্বালানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে বলে সরকারি মহল দাবি করে। জয়শংকর তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, বৈশ্বিক তেলের বাজার অত্যন্ত জটিল। দাম, সরবরাহের স্থিতিশীলতা, ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি-সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে দেশগুলি সিদ্ধান্ত নেয়। শুধু ভারত নয়, ইউরোপের দেশগুলিও বিকল্প উস খুঁজছে, আবার কোথাও কোথাও রুশ জ্বালানির উপর নির্ভরতা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ভারতের

ধানমণ্ডি ৩২-এ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত ঢাবির অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন, পুলিশি হেফাজতে তিন

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)ঃ রাজধানীর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে

অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.ক.ম জামাল উদ্দিন। আজ রবিবার বিকাল পৌনে পাঁচটার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে।এদিনে বিকালে অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হলে সেখানে অবস্থানরত একদল মানুষ তাঁকে লক্ষ্য করে স্লোগান দিয়ে ধাওয়া করে। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মুখে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত গাড়িতে তুলে এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। একই সময় শ্রদ্ধা জানাতে আগত আরও তিনজনকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে ওই তিনজনের পরিচয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে ধানমণ্ডি জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান জানান, ' এখানে ফুল দিতে এসেছিলেন। তবে কাউকে প্রথাগতভাবে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি, পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।' উল্লেখ্য, আজ সকাল ১০টা ১৮ মিনিটে অধ্যাপক আ.ক.ম জামাল উদ্দিন তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইলে একটি পোস্ট দিয়ে বিকাল চারটায় ধানমণ্ডি ৩২-এ শ্রদ্ধা নিবেদনের ঘোষণা করেছিলেন। পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, ' ৩২-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভগ্ন বাসভবনে গমন করে অশ্রুপাত ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব আজ বিকেল ৪-টায়। আপনাদের দলে দলে যোগদান করার অনুরোধ করছি।'এর আগে গত বছরের ১৪ আগস্ট রাতেও ধানমণ্ড ৩২ নম্বর এলাকায় মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে অধ্যাপক জামাল ও তাঁর সঙ্গীরা হামলার শিকার হয়েছিলেন। ওই সময় রাসেল স্কয়ারের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের হামলায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। আজকের ঘটনায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন।

উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলের নতুন জেনারেল ম্যানেজার শ্রী আশীষ বনসাল

মালিগাঁও, ১৮ফেব্রুয়ারিঃ ইউপিএসসির ১৯৮৯ ব্যাচের ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স আধিকারিক শ্রীআশীষ বনসাল উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ের (নির্মাণ) জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) জেনারেল ম্যান্যেজার হিসেবে যোগদানের আগে, তিনি ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ভারত সরকারের রেলমন্ত্রণালয়ে প্রিন্সিপাল এগজিকিউটিভ ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে তিনি উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন সমস্তরেলওয়ে নির্মাণ সম্পর্কিত কাম-কাজের সামগ্রিক দায়িত্বে থাকবেন, অর্থাসিকিম সহ সমস্ত উত্তর-পূর্ব রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ। ১৯৯১ সালের জানুয়ারীতে ভারতীয়রেল পরিষেবায় যোগদানের পর শ্রী বনসালের রেলওয়ে পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার রয়েছে, যার মধ্যে বিভিন্ন রেলওয়ে জোনে বিস্তৃত ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ, নীতিপ্রণয়ন, ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং, মেট্রোনির্মাণ এবং আরডিএসও এবং ডিএমআরসি সহ রেল বোর্ড রয়েছে। তিনি পূর্ব মধ্যরেলওয়ের অধীনে ধানবাদ ডিভিশনের ডিভিশনে লরেলওয়ে ম্যানেজার হিসেবে ও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ভারতীয় রেলওয়ের সমস্ত ডিভিশনের মধ্যে সর্বোচ্চ মালবাহী লোডিং এবং মালবাহী আয়ের দায়িত্বেছিলেন। এছাড়াও, তিনি ইরকনইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নবনির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যারাকে ফিরে যাবে সেনাবাহিনী ঃ সেনাপ্রধান

রাজীব দে ঃ ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)ঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী নবনির্বাচিত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাবাহিনীকে মাঠ পর্যায় থেকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আজ রবিবার রাজধানীর সিএএস দরবারে সেনাবাহিনীর সকল পদমর্যাদার সদস্য এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত সদস্যদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক বিশেষ ভাষণে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ধারাবাহিক সহায়তা সম্পর্কে সেনাপ্রধান জানান, ব্যারাকে ফেরার প্রক্রিয়া শুরু হলেও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুলিশ বাহিনী বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত সহায়তার জন্য সেনাবাহিনীর একটি অংশ মাঠ পর্যায়ে মোতায়েন থাকবে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হবে এই আংশিক মোতায়েনের মূল লক্ষ্য। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে প্রশংসাসূচক বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সদ্যসমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনা সদস্যদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, ' সময় অত্যন্ত প্রতিকূল ও সংবেদনশীল পরিবেশে সেনাবাহিনীর সদস্যরা যে চমকার দায়িত্বশীলতা, ধৈর্য ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনাদের দক্ষতা দেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।' গত দেড় বছরের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে দেশকে স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সেনাবাহিনীর ত্যাগ ও অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, দেশ ও জাতি এই ত্যাগ দীর্ঘকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। এ প্রসঙ্গে তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে ধৈর্য ও সহনশীলতার গুরুত্বারোপ করে বলেন, ' আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পুরস্কৃত করবেন।'

NAME CHANGE
I, Debashish Bardhan (old name) son of Dipak Bardhan, residing at A/17,Poddar nagar No-2, Jadavpur University, Kolkata , Pin - 700032, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Debasish Bardhan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 18/02/2026. Debasish Bardhan (New Name) and Debashish Bardhan (old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE
I, Abusaddin Molla (Old Name) S/O–Amin Molla residing at Vill-Alfa , PO-Baniakhari , PS-Chapra , Nadia , West Bengal 741124 do hereby declared that I have changed my name from Abusaddin Molla to Abuchhaddin Molla and henceforth I shall be known as Abuchhaddin Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/02/2026. My name Abuchhaddin Molla & Abusaddin Molla both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Chateman Bewa (Old Name) W/O–Aram Sk residing at Vill-Hatpara , PO-Hazarpur Nabagram , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Chateman Bewa to Chatemun Bewa and henceforth I shall be known as Chatemun Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/02/2026. My name Chatemun Bewa & Chateman Bewa both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Milan Karmakar , my father's (Old Name) Manoj Kr Karmakar resident of Anandapally , Karimpur, Nadia, West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my father's name from Manoj Kr Karmakar to Manoj Karmakar and henceforth my father's name shall be known as Manoj Karmakar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/02/2026. My father's name Manoj Karmakar & Manoj Kr Karmakar both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sunil Roy (Old Name) S/o Late Nimai Roy Residing at Vill - Changdahara, P.o - Habibpur, P.s - Ranaghat, District - Nadia, Pin - 741402, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sushil Ray (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Sunil Roy (Old Name) and Sushil Ray (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Kartick Paul (Old Name) S/o Late Krishnapada Paul Residing at Vill - Sripur, P.o - Habra, P.s - Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743263, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Kartick Chandra Paul (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-02-2026. Kartick Paul (Old Name) and Kartick Chandra Paul (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Hamasha Begam (Old Name) W/o Lalchand Hossain Residing at Joypur, District - Murshidabad, Pin - 742157, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Hamesa Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 22/2026 Dated 18-02-2026. Hamasha Begam (Old Name) and Hamesa Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Hamijuddin Mohammed (Old Name) S/o Lalchand Hossain Residing at Block-A/6, Baranagar S.G Hospital Qtr, 104, A.K Mukherjee Road, Baranagar, Vtc+P.o - Noapara, District - Kolkata, Pin - 700090, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Hamijuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 21/2026 Dated 18-02-2026. Hamijuddin Mohammed (Old Name) and Md Hamijuddin (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, JABED MOLLA, S/o AHEDALI MOLLA, residing at Vill.- Panapukur, P.O.- Joypur, P.S.- Uttar Kashipur, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743502, declare that, my name and my father's name has been erroneously entered in my Aadhaar Update History as YEAR ALI MONDAL, C/o PAKHU MONDAL instead of our actual names JABED MOLLA, S/o AHEDALI MOLLA. As per affidavit vide no. 4628 in the Court of 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore, 24 Pgs. (S) on 17.02.2026, JABED MOLLA, S/o AHEDALI MOLLA and YEAR ALI MONDAL, C/o PAKHU MONDAL both are same one and identical person.

NAME CHANGE
I, DILWAR HOSSAIN MOHAMMAD, S/O SIRAJDOULA MONDAL, R/o Flat No.-7E, 159 Garia Station Road, 4, Sight Prestige, P.O.- Garia, P.S.- Narendrapur, Dist.- South 24 Parganas, declare that, in some my PAN Card no. ABPPH4999F, my father's name has been recorded as SIRAJ MOHAMMAD, in my Voter Id Card no. FRN1765718, my father's name has been recorded as SIRAJ MONDAL, in my Passport no. Z7254783, my father's name has been wrongly mentioned as MOHAMMAD SIRAJ and in my Driving Licence no. WB0520 250002920, my name has been wrongly recorded as MOHAMMADDILWAR HOSSAIN instead of my correct name DILWAR HOSSAIN MOHAMMAD and my father's name has been wrongly recorded as MOHAMMAD SIRAJ MONDAL instead of his correct name SIRAJDOULA MONDAL. As per affidavit vide no. 6104 before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate, Kolkata on 13.02.2026, I, DILWAR HOSSAIN MOHAMMAD and MOHAMMADDILWAR HOSSAIN is the same and one identical person and my father, SIRAJDOULA MONDAL, SIRAJ MOHAMMAD, SIRAJ MONDAL, MOHAMMAD SIRAJ and MOHAMMAD SIRAJ MONDAL is the same and one identical person.

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE
I, Khondekar Mahammad Yousuf (Old Name) S/O– Khondekar Samsur Rahaman resident of Vill & Po-Bharatpur , Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742301 do hereby declared that I have changed my name from Khondekar Mahammad Yousuf to Kh Md Yousuf and henceforth I shall be known as Kh Md Yousuf (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/02/2026. My name Kh Md Yousuf & Khondekar Mahammad Yousuf both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, IMRAN KADIR CHOWDHURY (old name) S/O - SAMSER KADIR CHOWDHURY residing at VILL & PO - SALAR (SARKAR PARA) PS - SALAR DIST - MURSHIDABAD PIN -742401. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from IMRAN KADIR CHOWDHURY (old name) to CH IMRAN KADIR (new name) and henceforth, I shall be Known as CH IMRAN KADIR (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 18/02/2026. CH IMRN KADIR (new name) & IMRAN KADIR CHOWDHURY (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SAMSER KADIR CHOWDHURY (old name) S/O - CHOWDHURY SAMSE KADIR residing at VILL & PO - SALAR (SARKAR PARA) PS - SALAR DIST - MURSHIDABAD PIN -742401. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAMSER KADIR CHOWDHURY (old name) to CHOWDHURY SAMSE KADIR (new name) and henceforth, I shall be Known as CHOWDHURY SAMSE KADIR (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 18/02/2026. CHOWDHURY SAMSE KADIR (new name) & SAMSER KADIR CHOWDHURY (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, BAITULLAH SEKH (old name) S/O - FULMAHMMAD SEKH residing at VILL - BISHIA PO - GHOSHGRAM PS - MOLLARPUR DIST - BIRBHUM PIN - 731245. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from BAITULLAH SEKH (old name) to BAITOLLAH SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as BAITOLLAH SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 18/02/2026. BAITOLLAH SEKH (new name) & BAITULLAH SEKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, HEDAITULLAHA SK (old name) S/O - BAITULLAH SEKH residing at VILL- BISHIA PO - GHOSHGRAM PS - MOLLARPUR DIST - BIRBHUM PIN -731245. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from HEDAITULLAHA SEKH (old name) to HEDAITULLAHO SK (new name) and henceforth, I shall be Known as HEDAITULLAHO SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 18/02/2026. HEDAITULLAHO SK (new name) & HEDAITULLAHA SK (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I MOHAMMAD MIJANUR ALAM S/O Late MD HABIBAR RAHAMAN residing at Vill-Paltadanga, P.O.-Sondalia, P.S.-Shasan, North 24 Parganas-743423, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD MIJANUR ALAM as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 18/02/2026. MOHAMMAD MIJANUR ALAM and MD MIJANUR ALAM DAS both are same and identical person.

NAME CHANGE
I, Nazneen Parveen (old name) Daughter of Md Jalaluddin, residing at 13/8, Jaygir Ghat Road, Joka, Ps-Thakurpukur, Kolkata-700104, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nazneen Parvin (new name), as declared before the Ld Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore, vide an affidavit no-72079, dated 28/11/2025. Nazneen Parveen (old name) and Nazneen Parvin (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mohammad Jalaluddin (old name) Son of Late Samsuddin Sekh, residing at 13/8, Jaygir Ghat Road, Joka, Ps-Thakurpukur, Kolkata-700104, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Jalaluddin (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 18/02/2026. Mohammad Jalaluddin (old name) and Md Jalaluddin (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Mousumi Roy (Ghosh) (পুরাতন নাম) So-Radha Raman Roy, Wo:-Prasenjit Ghosh ঠিকানা- অজয়পুর, পোঃ- বায়ড়া-কানপুর, থানা- আরামবাগ, হুগলী-পিন ৭১২৪১৩ স্থায়ী বাসিন্দা। এলডি, ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Mousumi Roy (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। গত ১৬.০২.২০২৬ তারিখে (SI-NO-5538) এফিডেভিট বলে Mousumi Roy(Ghosh), (পুরাতন নাম) এবং Mousumi Roy(নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

NAME CHANGE
I, Ratan Chanda Ghosh (Old Name) son of Late Kanai Lal Ghosh Resident of Vill & P.O-Kuldanga,P.S-Panchla,Dist-Howrah,Pin-711302. W.B have changed my name and shall henceforth be known as Ratan Ghosh (New Name) as declared by the affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 18.02.2026.That Ratan Chanda Ghosh (Old Name) and Ratan Ghosh (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Farhana Khatun (old name) W/o-Rakhibul Biswas residing at Shikra, Padmamala, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FARHANA KHATUN to FARHANA BISWAS and henceforth I shall be known as FARHANA BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 18/02/2026. FARHANA KHATUN (old name) and FARHANA BISWAS (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mukhtarul Shah (old name) S/o-Saiful Shah residing at Chhatai, Chatai, Ranitala, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MUKHTARUL SHAH to MUKTARUL SHAH and henceforth I shall be known as MUKTARUL SHAH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 18/02/2026. MUKHTARUL SHAH (old name) and MUKTARUL SHAH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Fajlul Seikh (old name) S/o-Maslemuddin Sk residing at Madanpur, Madanpur, Doulatabad, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FAJLUL SEIKH to FAJLUL SK and henceforth I shall be known as FAJLUL SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 18/02/2026. FAJLUL SEIKH (old name) and FAJLUL SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MITALI CHAKRABORTY (Old Name) W/o Ayan Chakraborty Residing at Temple Street, Ward No.7, P.S. Kotwali, P.O. & Dist-Jalpaiguri West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as MITALI DAS(New Name) as declared before the Notary Public at Jalpaiguri vide Affidavit no-248 Dated 17-02-2026. MITALI CHAKRABORTY and MITALI DAS both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, (Old Name) SAUPTIK DAS ALIAS ARIGHNA DAS S/o- SAMAR KUMAR DAS Residing at, Vill - North Singhatala, Post - Malda, Ps-Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732101, West Bengal. Shall henceforth be Known as ARIGHNA DAS (New name) as declared before the Notary Public at Berhampore Murshidabad Vide Affidavit No 57 Date 13 Feb 2026, SAUPTIK DAS ALIAS ARIGHNA DAS and ARIGHNA DAS both are Same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sayeda Rawshanara Begum (Old Name) W/O– Khondekar Samsur Rahaman resident of Vill & Po-Bharatpur , Ps- Bharatpur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742301 do hereby declared that I have changed my name from Sayeda Rawshanara Begum to Rawshanara Begam and henceforth I shall be known as Rawshanara Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/02/2026. My name Rawshanara Begam & Sayeda Rawshanara Begum both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Kh Samsur Rahaman (Old Name) S/O– Khondekar Asadur Rahaman resident of Vill & Po-Bharatpur , Ps- Bharatpur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742301 do hereby declared that I have changed my name from Kh Samsur Rahaman to Khondekar Samsur Rahaman and henceforth I shall be known as Khondekar Samsur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/02/2026. My name Khondekar Samsur Rahaman & Kh Samsur Rahaman both are same and one identical person.

তৃণমূল ছেড়ে প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ফের 'হাত' ধরলেন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর পর কংগ্রেস দলে 'ঘর ওয়াপসি' হল মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক আবু সুফিয়ান সরকারের। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত তিনি ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রতীকে বিধায়ক ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে আবু সুফিয়ান, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং জেলা আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি পদে দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন। কয়েক'শ কর্মী সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার বহরমপুরে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর হাত ধরে ফের একবার কংগ্রেসে যোগ দিলেন বর্ষীয়ান এই নেতা। কংগ্রেসের দাবি আবু সুফিয়ানের 'ঘর ওয়াপসি' হওয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভগবানগোলা বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেস দল আরও শক্তিশালী হল। যদিও আবু সুফিয়ান তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ায় তৃণমূল দল হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে বলে জানিয়েছেন ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক রিয়াত হোসেন সরকার। তৃণমূল বিধায়ক বলেন, ২০২১ -এর বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে আবু সুফিয়ান দলের হয়ে ভোট করেননি এমনকী ২০২৪- এর ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনেও তিনি দল বিরোধী কাজ করেছিলেন। তৃণমূল বিধায়ক বলেন, গত ৫ বছর আবু সুফিয়ান তৃণমূল দলে কোনও পদে নেই। একসময় উনি আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি ছিলেন। কিন্তু দুর্নীতির কারণে দল তাঁকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দেয়। দল বিরোধী কাজের জন্য তিনি 'শোকজের' মুখেও পড়েছিলেন। কিন্তু তার উত্তর দেননি। রিয়াত হোসেন দাবি করেন, হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টির সদস্য এবং ভগবানগোলা কেন্দ্রে ওই দলের প্রার্থী হতে চেয়ে ওই দলের নেতৃত্ব সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন আবু সুফিয়ান। কিন্তু জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান, হুমায়ুন কবীর নাকি অপর এক ব্যক্তিকে ভগবানগোলা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়ায় আবু সুফিয়ানের মোহভঙ্গ হয় এবং তিনি জনতা উন্নয়ন পার্টির ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আবু সুফিয়ান বলেন, গত ১৫ বছর আমি মন দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস করেছি। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে দলে আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করেনি। ব্লক সভাপতিরা আমাকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতেন না। দলের মধ্যে বিভিন্ন দুর্নীতি এবং টাকা নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী ঠিক করা নিয়ে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। এই কারণেই দল আমাকে বসিয়ে দেয়। তাই আমি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আবু সুফিয়ান আরও বলেন, ভগবানগোলা কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার জন্য আমি দল বদল করিনি। কংগ্রেস যাকেই প্রার্থী করবে আমি তার হয়েই ভগবানগোলায় প্রচার করব। আবু সুফিয়ান আরও দাবি করেন, আজ আমার সঙ্গে প্রায় ৩০০ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। আরও অনেকে ভয় সামনে আসছেন না। তাঁরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার বিধানসভা নির্বাচনে ভগবানগোলা কেন্দ্রে তাঁরা কংগ্রেসের হয়ে ভোট করবেন। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ককে ফের কংগ্রেসে যোগদান করিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, এখন যাদেরকে তৃণমূল নেতা হিসেবে দেখেন তারা কিছু পাওয়ার আশায় একসময় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল দলে দুর্নীতির কারণে তাঁদের এখন মোহভঙ্গ হয়েছে। অধীর আরও দাবি করেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের নব উত্থান হয়েছে। মানুষ নতুন করে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তৃণমূল দল করতে পুলিশ লাগে, বিরিয়ানির প্যাকেট দিতে হয়। আমাদের দলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করছেন। আমরা আবু সুফিয়ানকে আমাদের দলের স্বাগত জানাচ্ছি।

দমকল কেন্দ্র

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার দেশের অন্যতম সতীপীঠ বীরভূমের তারাপীঠে একটি স্থায়ী দমকল কেন্দ্র তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানকার আটলা গ্রামের দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন নিগমের নির্মীয়মান ডিপোর কাছাকাছি জমিতে এই দমকল কেন্দ্র তৈরি করার জন্য ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে দমকল দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল STAR ELECTRIC AND ENGINEERING Pro- Bikash Kumar Sharma গত 12.07.2022 তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- 8314 (বুক নং-1) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমোক্তানামা দলিল বলে শ্রী হেমন্ত নস্কর পিতা- ধীরেন্দ্র নস্কর নিকট হইতে জয়পুরবিল মৌজায় LR 694 নম্বর দাগ হাল 4985 নম্বর খতিয়ানে 0.0495 Acr. পরিমিত বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L & L.R.O অফিসে 1 মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

OFFICE OF THE HIJALNA GRAM PANCHYAT
BANDGACHA,BOLPUR,PURBA BARDHAMAN

ABRIDGED COPY OF NIT NO-HGP/ 440/15TH CFC TIED/2025-26, Dt-18/02/2026, ABOVE MENTIONED E-TENDER FOR Sinking And Resinking of Tube well under Hijalna gram Panchyat WORKS ARE INVITED BY THE PRODHAN, HIJALNA GRAM PANCHYAT. DETAILS MAY BE SEEN IN AT http://wbtenders.gov.in & all other details will available from notice board of the U/S.

Sd/-
Prodhan
Hijalna GP

e-Tender
Pilla Gram Panchayat
Patuli Station Bazar, Purba Bardhaman

e-NIT No :- 09/e-NIT/PGP/CFC/ 2025-26(1 Nos Boundary Wall, 2 Nos CC Road and 1 Nos CHILDREN PARK). e-NIT No:-10/ e-NIT/PGP/CFC/2025-26(2 Nos Cover Drain, and 1 Nos PURCHASE OF WATER TANK) Published On e-NIT Site As On :- 18.01.2026. For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Pilla Gram Panchayat.

Office of The Prodhan
BAHUTALI GRAM PANCHAYAT
P.O-Bahutali, Block-Suti-I, Dist- Murshidabad, West Bengal

E-N.I.T.NO: 14/BGP/2025-2026. Memo No: 197/BGP, DATE- 12.02.2026, 1. Start date of downloading of documents (Online) - **21.02.2026 up to 9.00 am**. 2. Last date of dropping of tender paper:- **21.02.2026 up to 9:00 am.** 3. Date of Technical opening online tender paper:- **23.02.2026 upto 9.00 am.**

Sd/- Prodhan
Bahutali Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি০৩_২০২৬/কে/১৬৪৫; তারিখ: ১২-০২-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ** আরটি০৩_২০২৬। **কাজের নাম ঃ** "সুকনা-দার্জিলিং -এ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ :- এডিইএন/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের আওতাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সেকশন) কোয়ার্টার মেরামত এবং রঙ করার মাধ্যমে (মোট = ১০০ ইউনিট)"। **টেন্ডার মূল্য:** ৫২,৪০,০৭২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,০৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিএন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
SADIPUR, JAMALPUR, PURBA BARDHAMAN
Email: gp.berugram.jam@gmail.com
TENDER NOTICE No. BERUGRAM/e-Tender/25-26/37, Date: 18-02-2026

Sl. No. 1, Schmeme Name: Construction of GP Office Building Phase 4 (127333671). Sourse Of Fund: XVFC (TIED) 25-26. Tender Amount: 589425. For more Details Please visit : Berugram Gram Panchayat Or **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

OFFICE OF THE BAGHMUNDI GRAM PANCHAYAT
At-GOBINDAPUR::PO-RADHAGOBINDAPUR::PS-BAGHMUNDI ::Dist- PURULIA
Email-pradhan.baghmundi@gmail.com

Notice Inviting Tender no.-08/2025-26
Date of Sale of Tender Form On any working day from 17/02/2026 to 24/02/2026 (from 11.00 am to 04.00 PM). Last date of dropping of Sealed Tender Form On or before 25/02/2026 (up to 12 noon). Date of Opening of Tender 25/02/2026 (at 1 PM). For details visit the office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Baghmundi Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুস্মিতা ঘোষ, স্বামী -নির্মল কান্তি ঘোষ সাং ও পোঃ- ঝোড়হাট, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১১।০২।২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০০৭৪৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা অশোক ঘোষ, পিতা- কার্তিক ঘোষ দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন ঝোড়হাট মৌজায় জে. এল. ৩০ নং ভুক্ত, এল. আর. ১৬০৬ নং খতিয়ানে এল. আর.-৮৮৭ নং দাগে বাগান ০১ কাঠা ৩৬ বর্গফুট বা ০১.৭৩২৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ২৯।০৭।২০০৫ তারিখে হাওড়া ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৪৩১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে নির্মল কান্তি ঘোষ পিতা- বলাই চরণ ঘোষ, সাং ও পোঃ- ঝোড়হাট, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল, আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

OFFICE OF THE BAGHMUNDI GRAM PANCHAYAT
At-GOBINDAPUR::PO-RADHAGOBINDAPUR::PS-BAGHMUNDI ::Dist- PURULIA
Email-pradhan.baghmundi@gmail.com

Notice Inviting e-Tender No.– 07(e)/BGP/2025-26
Time of online Submission of Bid starts(online): From 16/02/2026 at 12-00 Hours. Bid submission closing (online): 23/02/2026 at 09:00 hours. Time and Date for opening Technical Bid/Bid (online): 25/02/2026 at 09-00 Hours. For details visit the office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Baghmundi Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: MANKIARY, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK

e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: MGP/NIT-03/2025-26 dt. 19/02/2026
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Mankiary Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https://wbtenders.gov.in/.
1. Date and Time of Download/Sale:from 19/02/2026 10am to 25/02/2026 5:30pm.
2. Date and Time of Bid Submission: from 19/02/2026 10am to 25/02/2026 5:30pm.
3. Date and time of Bid Opening: 28/02/2026 at 12 Noon.
The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.

Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি এইচএমসির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ২ (দুই) নম্বর বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ১৩.০২.২০২৬ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২৪.০২.২০২৬ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত।
দয়া করে এখানে যানঃ **https://wbtenders.gov.in**
NIT NO. WB-HMIC/NIT/ED-051/1/2025-26 তারিখ-১৩.০২.২০২৬
৩০২(২) / ২৫-২৬
১৮।২ ।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৬/১১, তারিখ ১৬.০২.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
● **(ক) ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **(১) ১০২৫১০৩৭;** ইএলজিআই নির্মিত ডিস্ক টাইপ কাপলিং ইত্যাদি ; ₹ ১,৩৪,৩৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২) ১০২৬১৭৬৬;** প্লাগ সহ হাই ভোল্টেজ কেবেল ইত্যাদি ; ₹ ৩,৯২,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৩) ১১২৫১৮০৯এ;** (খ) আরডিএসও ড্রয়িং নং সিজি-কে ৪০৫৯, অল্ট. নং. ৪ এবং আরডিএসও-র স্পেসিফিকেশন নং সি-কে৪০৯ (রেভ.৩) অফ এপ্রিল ২০২৩ অনুসারে প্রাইমারী সাসপেনশন-এর হাইট্রেল লোয়ার ওয়াশার এবং (খ) আরডিএসও ড্রয়িং নং সিজি-কে ৪০৫৮, অল্ট. নং. ৩ (তিন) এবং আরডিএসও-র স্পেসিফিকেশন নং সি-কে৪০৯ (রেভ.৩) অফ এপ্রিল ২০২৩ অনুসারে প্রাইমারী সাসপেনশন-এর হাইট্রেল আপার ওয়াশার সংগ্রহের কাজ। বি.দ্র.ঃ- (১ সেট = ১ টি লোয়ার +১টি আপার); ₹ ৪,৮২,৩৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৪) ১০২৬২৪৫০;** সিঙ্গল ডাক্ট লেদার বেলোর সেট ইত্যাদি ; ₹ ১০,২১,৪৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৫) ১০২৫২৫১৬;** "ই-৭০ ব্রেক-এর আইওএইচ শিডিউল"-এর কিট; ₹ ৩,১২,৫৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৬) ১০২৬১৮৭৩;** ভার্টিকাল ইত্যাদির জন্য রেজিস্টর গ্রিড এলিমেন্ট ; ₹ ৫,২৮,৫৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৭) ১০২৬১৭৬৫;** ট্রান্সফরমারের জন্য মোটর সহ অয়েল পাম্প ইত্যাদি; ₹ ২,১০,৭৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৮) ১০২৫১১৬৭;** হিতাচি ট্র্যাকশন মোটরের ম্যাগনেট ফ্রেম কম্পোনেন্টসহমূ (পিই)-র সেট; ₹ ৩,৬৮,২৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৯) স্পেশালপিএসসিস্লিপারস২৬২৮;** বিশেধ ধরনের পিএসসি স্লিপার সংগ্রহের কাজ ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ₹ ০।
● **(খ) ক্রমিক নম্বর, টেন্ডার নম্বর, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অনুমিত টেন্ডার মূল্য** যথাক্রমে ঃ **(১) ৫২২৫৭৭৮০;** কেবিআইপিএল-এর জন্য উন্নততর জংশন বক্স এবং কানেক্টর সমেত পুনর্বিন্যস্ত ওয়্যারিং -এর রেট্রোফিটমেট; ₹ ৬৪,০১,৫০০। **(২) ৫২২৬৫৩৭৯;** ব্যাটারি এবং ব্যাটারি বক্স ; ₹ ৬১,০১,৭৮০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য **১৪.০৩.২০২৬।**
● **(গ) ক্রমিক নম্বর ঃ ১, টেন্ডার নম্বর ঃ ৫২২৬৫৫০৮, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এয়ার স্প্রিং -এর জন্য কিট সামগ্রীর সেট **ও অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৪,০৩,৫৫,৭৬৪.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ১৮.০৩.২০২৬।**
দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https:// www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
STORES-68/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAPs:

Date	Time	Address
February 22, 2026	11:30 A.M.	Swapnapuri Lodge, East Medinipur, Pratapdighi, Patashpur, Purba Medinipur, Kolkata - 721 440.
February 22, 2026	11:00 A.M.	Original Lodge, Link Road, Near Bazar Hat, Arambagh, Hooghly, Kolkata - 712 601.
February 22, 2026	4:00 P.M.	Maa Laxmi Bhavan, Gram Panchyat Road, Champadanga, Hooghly, Kolkata - 712 401.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ছাগল নিয়ে বচসা, দাদাকে ছুরি মারার অভিযোগ ভাইয়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাগলকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বচসা। বুধবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার গোয়ালপুকুর থানার পোখড়িয়া এলাকায়। অভিযোগ, ভাইয়ের ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হয় দাদা জাহিদুল নামের এক ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি ছাগল প্রতিবেশীর জমিতে ঢুকে ভুট্টা খেয়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। ধীরে ধীরে সেই বচসা উত্তেজনার রূপ নেয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ, এই সময় ছোট ভাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে দাদাকে আঘাত করে। ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় জাহিদুলকে প্রথমে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে ফেদি নামে এক ব্যক্তি, তার ছেলে রাজমি এবং তার মেয়ের বিরুদ্ধেও হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মোহাম্মদ নাফিজ আলম হাসপাতালে পৌঁছান এবং পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। ইতিমধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

শিলিগুড়ি 'চিকেন নেক' করিডোরে বিএসএফ-এর ব্যাপক নিরাপত্তা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ির 'চিকেন নেক' করিডোরে নজরদারি বাড়াল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা। উত্তর-পূর্ব ভারতকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্তকারী এই সংবেদনশীল এলাকায় বুধবার সকালে এক ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। শহরের অন্যতম প্রধান সংযোগস্থল মহানন্দা ব্রিজ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর (বিএসএফ) জওয়ানরা এদিন তল্লাশি চালান। এই বিশেষ অভিযান চলাকালীন প্রতিটি যানবাহনকে থামিয়ে নথি পরীক্ষা করা হয় এবং সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা হয়। এমনকি ব্রিজের নিচে এবং সংলগ্ন জনবসতি এলাকাগুলোতেও চিরুনি তল্লাশি চালায় বাহিনী। নিরাপত্তা সূত্রের খবর, কৌশলগত দিক থেকে শিলিগুড়ি করিডোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডটিই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই প্রেক্ষাপটে কোনও প্রকার অনুপ্রবেশ, পাচার বা জঙ্গি কার্যকলাপের আশঙ্কা রুখতে আগাম সতর্কতা হিসেবে এই নজরদারি ও তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তার পরিস্থিতির নিরিখে সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে এই ধরনের অভিযান সময়ে সময়ে চালানো হয়ে থাকে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই সম্পূর্ণ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়েছে।

পোলিও আক্রান্ত মহিলাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম এক মধ্যবয়সী মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগে মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তাল হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত স্বরূপপুর পঞ্চায়েতের দিয়ারপাড়া গ্রাম। মৃত ওই মহিলার বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে একটি কলাবাগানে মঙ্গলবার মধ্যরাতে ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের লোকেদের অনুমান বাড়ি থেকে ওই মহিলাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কেউ বা কারা ধর্ষণ করে তাঁকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। বুধবার দেহটি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে বুধবার হরিহরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খুব ছোটবেলায় পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে. ওই মহিলার বাম হাতে স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। অবিবাহিত ওই মহিলা সাহাজিপাড়া -দিয়ারপাড়া গ্রামে বাবা -মায়ের সঙ্গে একাই থাকতেন। ওই মহিলার বাকি সাত ভাই বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং তাঁরা ওই গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় থাকেন। মৃত ওই মহিলার এক দাদা জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টার পর থেকে আমার বোনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা বিভিন্ন এলাকায় বোনের খোঁজ করলেও তাঁকে খুঁজে পাইনি। বোনের মোবাইল ফোনটি বাড়িতেই রাখা ছিল। মাঝরাত নাগাদ বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে একটি কলাবাগানে বোনের বিবস্ত্র দেহ আমরা দেখতে পাই। ওই ব্যক্তি জানান, বোনের দেহ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে সন্ধ্যার পর আর কেউ যায় না। তাই রাতের বেলায় বোন সেখানে কেন গিয়েছিল সেই বিষয় নিয়ে আমরা কিছুই জানি না। পোলিওর কারণে বোনের বাম হাতের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে বাড়ি থেকে খুব একটা বার হতো না। তাই রাতের অন্ধকারে কেন সে কলাবাগানে গিয়েছিল তাও আমরা বুঝতে পারছি না। ওই ব্যক্তি আরও জানান, দেহ উদ্ধারের সময় বোনের শরীরের নিম্নাংশে কোনও পোশাক ছিল না। আমাদের অনুমান বোনকে কেউ বা কারা ধর্ষণ করে তারপর খুন করেছে। বোনের গলায় একটি সরু, নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। তার অপর প্রান্ত কলাগাছের সঙ্গে আটকানো ছিল। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি দড়িটি আমাদের বাড়ির নয়। তাই আমরা নিশ্চিত আমার বোনকে খুন করা হয়েছে। যেখানে দেহটি পড়েছিল তার আশেপাশে ধস্তাধস্তি হয়েছে চিহ্নও রয়েছে। মৃত্যুর আগে বোন তাঁর ঘাতকদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম হওয়ার কারণে সে এই লড়াইতে পেরে ওঠেনি। তিনি জানান, আমাদের অনুমান বোনকে কেউ বা কারা ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করার পর খুন করেছে। বোনের বাম হাতে স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা না থাকায় সে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করত না। তার ফলে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোনও 'চ্যাট হিস্ট্রি' পাওয়া যায়নি। বোন যে ফোনটি ব্যবহার করত সেটি ইতিমধ্যেই আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। হরিহরপাড়া থানার এক আধিকারিক জানান,ওই মহিলার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ইতিমধ্যে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

মৃত্যু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। মৃত্যু হয়েছে তার বাবারও। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার হাসিমপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, এ দিন বাইকে করে বাবা ও ছেলে কাজের উদ্দেশ্যে ওড়িশার সোনাকোনিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একই দিকে যাওয়া একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে মোটরবাইকটিতে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাবা ও ছেলের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দাঁতন থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম গুরুপদ সাউ ও তার বাবা হরিপদ সাউ। বাড়ি দাঁতন থানার শরশঙ্কার বকুলতলা এলাকায়। মৃত গুরুপদ দাঁতন ভাগবতচরণ হাই স্কুলের ছাত্র ছিল। এদিকে, বাইক দুর্ঘটনায় আহত আরেক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হল। নাম ইসমাইল শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে বাইকে মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণের নিত্যগোপাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছিল ওই পরীক্ষার্থী। সেই সময় পিছন থেকে একটি বাইক বাইকের পিছনে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত হয় ইসমাইল। বুধবার সকালে তার মৃত্যু হয়েছে।

চাঁচলে রেঞ্জ অফিসারকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদার চাঁচলে বনদপ্তরের অফিসে ঢুকে রেঞ্জ অফিসারের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ মিল মালিক সহ গাছ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। মাথায় আঘাত নিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বনকর্তা দুলাল সরকার। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য। অভিযোগ, পিডব্লিউডি-র গাছ চুরির ঘটনায় বনদপ্তর কড়া ব্যবস্থা নেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয় মিল মালিক মনিরুল ও তার ছেলে। এরপরই চাঁচল বনদপ্তরের কার্যালয়ে চড়াও হয় তারা।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার অন্তর্গত সিংহজুলি এলাকায় বুধবার সকালে ঘটে গেল এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। জানা গেছে, একটি চারচাকা ইকো গাড়ি করে মোট ১০ জন যাত্রী মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত উরস অনুষ্ঠান থেকে নিজেদের বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি। সকালবেলার ফাঁকা রাস্তায় দ্রুত গতিতে গাড়িটি এগোচ্ছিল। ঠিক সেই সময় সিংহজুলির কাছে একটি ফাঁকা মোটরভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষ এতটাই প্রবল ছিল, গাড়ির সামনের অংশ প্রায় দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়িতে থাকা যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুরাও ছিলেন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে পুলিশও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বর্তমানে ৭ জন গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-27/2025-26 & WB/HOW/SHY-II/NIT-27/2025-26 Vide Memo No-587/Shy-II Dated-18.02.2026 & 588/Shy-II Dated-18.02.2026 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders .gov.in**. The last date of tender submission - **10.03.2026 and 02.03.2026 at 10.00 AM**

SD/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH,711312

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি এইচএমসির অধীনে ১ (এক) নং কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স এবং হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) তারিখঃ ১৬.০২.২০২৬ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২৪.০২.২০২৬ বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত
দয়া করে এখানে যানঃ **https://wbtenders.gov.in.**
৩০৪(২) / ২৫-২৬
১৮।২ ।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-9/BDO/25-26, Dt.-17/02/2026 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2026_ZPHD_1009081_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা-সুরাট
৫ম তলা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ভবন, কানপীঠ, লালগেট, সুরাট, গুজরাট-৩৯৫০০৩
মোবাইলঃ ৯৯২৪৮ ৬৯৭৬৮

ই- নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য সরফেসি আইন, ২০০২ এর অধীনে)

২০০২ সালের সরফেসি আইনের অধীনে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য স্টার মেগা ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৯ (১) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়ঃ ১০.০৩.২০২৬ | এর মধ্যেঃ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা (বন্ধের আগে শেষ ১০ মিনিটে দরপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অটো এক্সটেনশন ক্লজ সহ)

সম্পত্তির ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / মালিক / অংশীদার / বন্ধকদারের নাম	বিক্রি করা সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ	সরফেসি নোটিশ অনুসারে ব্যাংকের পাওনার বিবরণ	দখল	সর্বনিম্ন সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ইএমডি (টাকা পূর্ণসংখ্যায়)
আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং আইডিয়াল রিসোর্সেস প্রাইভেট লিমিটেডের একীভূত সত্তা) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) শ্রী নকুল শ্রাবণ হিমসিংকা (পরিচালক গ্যারান্টার) মিঃ তীর্থরাজ হিমসিংকা (পরিচালক / গ্যারান্টার) মিঃ রাঘব হিমসিংকা (পরিচালক / গ্যারান্টার) আইডিয়াল ফাইন্যান্সিং কর্পোরেশন লিমিটেড (গ্যারান্টার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) ডেনজং ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) আইডিয়াল জিমনেসিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) প্রয়াত শ্রী শ্রাবণ হিমসিংকার (পরিচালক / গ্যারান্টার) সকল আইনি উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে মিসেস কনক হিমসিংকা মিসেস একতা সন্ধানী মিঃ নকুল হিমসিংকা	ভবনের ৫ম তলায়, হোল্ডিং নং (প্রাঙ্গণ) ৫৭, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতায় লিজহোল্ড বাণিজ্যিক স্থান, যার মালিকানাধীন ৭৮২৬ বর্গফুট এলাকা, গ্রুপ কোম্পানি আইডিয়াল জিমনেসিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড, সম্পত্তির সাব-লিজধারী (সাব লিজর হল নর্টেক্স মিলস লিমিটেড) এবং সমস্ত পার্কিং স্পেস। টেনারঃ লিজহোল্ড	১৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ১৩(২) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১,২৩,৩৯, ৩৮,৭২৮.৫০ /- টাকা (একশত তেইশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশত আটাশ পয়সা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এবং আরও সুদ এবং খরচ আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি।	প্রতীকী দখল	১০,৫২,০০,০০০ /- টাকা (দশ কোটি বাহান্ন লক্ষ টাকা মাত্র)	১,০৫,২০,০০০ /- টাকা (এক কোটি পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার মাত্র)
	স্থাবর সম্পত্তি ১৯-বি, 'রাজীব অ্যাপার্টমেন্ট', ১১ নং ফ্ল্যাট, ৫ম তলা, ম্যান্ডেভিল গার্ডেন, কলকাতা -৭০০০১৯, ২০৯৩ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) আয়তনের, মেসার্স ডেনজং ট্রেডিং কোং প্রাইভেট লিমিটেডের নামে অবস্থিত। টেনারঃ ফ্রিহোল্ড		প্রতীকী দখল	২,৫২,০০,০০০ /- টাকা (দুই কোটি বাহান্ন লক্ষ টাকা মাত্র)	২৫,২০,০০০ /- টাকা (পঁচিশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)

তবে নিলামে অংশগ্রহণের আগে উপরোক্ত সম্পত্তির পরিমাপ সাইটে দরদাতাদের দ্বারা এবং রাজস্ব রেকর্ড থেকে যাচাই করতে হবে।

ই-নিলামের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ ১. ই-নিলাম 'যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে', 'যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে' অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং অনলাইন পরিচালিত হবে। ২. আরও বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুনঃ- a. https://www.bankofindia.bank.in, b. আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট ঠিকানা- https://baanknet.com দরদাতারা https://baanknet.com পরিদর্শন করতে পারেন যেখানে দরদাতাদের জন্য 'নির্দেশিকা' শিক্ষামূলক ভিডিও সহ উপলব্ধ।
দরদাতাদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবেঃ **ধাপ ১ঃ দরদাতা / ক্রেতা নিবন্ধনঃ** দরদাতাকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিঙ্ক) নিবন্ধন করতে হবে, **ধাপ ২ঃ কেওয়াইসি যাচাইকরণঃ** দরদাতাকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে)। **ধাপ ৩ঃ দরদাতার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ স্থানান্তরঃ** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি / স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/ অফ-লাইন তহবিল স্থানান্তর, তারিখঃ ১০।০৩।২০২৬ তারিখে বা তার আগে। **ধাপ ৪ঃ দরপত্র প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফলঃ** আগ্রহী নিবন্ধিত দরদাতারা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে দরপত্র জমা দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন ধাপ ১ থেকে ধাপ ২ দরপত্রদাতাকে ই-নিলামের তারিখের অনেক আগেই সম্পন্ন করতে হবে। ৩. অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তি / সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, নিলামে তোলা সম্পত্তি/ সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, মালিকানা এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলছে এমন দাবি/ অধিকার/ পাওনা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি কোনও প্রতিশ্রুতি বা ব্যাংকের কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি হিসাবে বিবেচিত হবে না।
সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা সকল বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা / সুরক্ষিত পাওনাদার কোনভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/ অধিকার/ পাওনার জন্য দায়ী থাকবেন না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি/ অংশ সম্পর্কিত অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পরে যেকোনো ধরণের দাবি গ্রহণ করা হবে না। ৪. পরিদর্শনের তারিখ ০৩.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, উপরে উল্লিখিত অনুমোদিত কর্মকর্তার যোগাযোগ নম্বরে পূর্বে নিয়োগের মাধ্যমে। দরপত্র শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ৬. দরদাতারা বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন। ৭. জমা দেওয়া দরপত্রের মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হবে এবং দরদাতারা তাদের পরবর্তী প্রস্তাবগুলি ১,০০,০০০।- (মাত্র এক লক্ষ টাকা) এর গুণিতকে উন্নত করতে পারবেন। ৮. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। ৯. সফল দরদাতার আমানত জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ১০. দরপত্র জমার উপর কোনও সুদ থাকবে না। অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের সাথে সাথেই সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধিত ইএমডি এবং বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট অংশ (৭৫ শতাংশ) বিক্রয়ের ১৫ তম দিনে বা তার আগে জমা দিতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে। সফল দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া অর্থে ব্যর্থতার ফলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পত্তি পুনঃনিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি / পরিমাণের উপর কোনও দাবি/ অধিকার থাকবে না। ১১. ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যা/ বিদ্যুৎ বিকলতা/ অন্য কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি/ ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা/ ব্যাংক বা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি এড়াতে আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ব্যাক-আপ ইত্যাদি প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত। ১২. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/ নিবন্ধন ফি/ অন্যান্য চার্জ, ইত্যাদি এবং যেকোনো সংস্থার কাছে সমস্ত বিধিবদ্ধ/ অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি বহন করবে। ১৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা/ ব্যাংক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নয় এবং যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা স্থগিত/ স্থগিত/ বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার এবং বিচক্ষণতা রাখে। কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে নিলাম প্রক্রিয়া থেকে কোনও সম্পত্তি বা তার অংশ ই-নিলামে তোলা বা প্রত্যাহার করা।, ১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি কেবল ক্রেতা/ আবেদনকারীর নামে জারি করা হবে এবং অন্য কোনও নামে জারি করা হবে না। ১৫. বিক্রয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/ শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত/ জিজ্ঞাসা থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে পাওয়া যাবে। ১৬. SARFAESI আইনের বিধান অনুসারে, উপরোক্ত অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের উপরোক্ত তারিখে বিক্রয়/ নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করার জন্য ১৫ দিনের একটি বাধ্যতামূলক নোটিশও ক্রেতা বহন করবে। ১৭. অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া, নিবন্ধন চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক ইত্যাদি সহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিডিএস ক্রেতা বহন করবে।

স্থানঃ সুরাট , তারিখঃ ১৩।০২।২০২৬

অথোরাইজড অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা-সুরাট

খুনের চেষ্টা হচ্ছে ইমরানকে!

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ জেলে অসুস্থ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ক্রিকেট কিংবদন্তি ইমরান খানকে ঘিরে উদ্বেগ আরও ঘনীভূত। এবার সরাসরি অভিযোগ তুললেন তাঁর দুই বোন-উজমা খান ও আলিমা খান। দাবি, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি তাঁদের 'হুমকি' দিচ্ছেন। এমনকি ইমরানের প্রাণনাশের চক্রান্তের কথাও প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে একদল প্রাক্তন আন্তর্জাতিক অধিনায়ক-সুনীল গাভাসকর, কপিল দেব, গ্রেগ চ্যাপেল, স্যার ক্লাইভ লয়েড-সহ পাক সরকারকে 'মানবিক ও ন্যায্য আচরণে'র আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষাপটে নতুন করে বিতর্কের আগুন। গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে ডা. উজমা খান দাবি করেন, জেলে দেখা করার সময় ইমরান খান নিজেই তাঁকে বলেছেন-'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেছে।' উজমার অভিযোগ, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির-সহ উচ্চপর্যায়ের অনেকেই চক্রান্তে লিপ্ত। আরেক বোন আলিমা খান একধাপ এগিয়ে বলেন, 'নকভি আমাদের হুমকি দিচ্ছেন। ওরা রক্তের স্বাদ পেয়েছে। ইমরান বা আমাদের কিছু হলে আমরা কাউকে ছেড়ে কথা বলব না!' এই বক্তব্য ঘিরে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য। এতকিছুর মধ্যে ইমরান খানের চোখের অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে দাবি।

বিগ ব্যাশ লিগ এবার ভারতে?

চেন্নাইয়ে আয়োজনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় টি-২০ লিগ এবার কি ভারতীয় মাটিতে? বিগ ব্যাশ লিগের একটি ম্যাচ আগামী মরসুমে ভারতে আয়োজনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সম্ভাব্য

ভেন্যু হিসেবে উঠে এসেছে চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম। তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক শীর্ষকর্তা নিশ্চিত করেছেন, আপাতত প্রাথমিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে বিসিসিআইয়ের অনুমতির উপর। রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার 'হেড অব বিজনেস অপারেশনস' ফিল রিগবি এবং 'হেড অব কম্পিটিশন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি' মার্গট হার্লি সম্প্রতি ভারতে এসে সম্ভাব্য আয়োজনের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণের পাশাপাশি চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামও ঘুরে দেখেন তাঁরা। টিএনসিএ সূত্রের মন্তব্য, ''হ্যাঁ, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রতিনিধি এসেছিলেন। প্রতি মরসুমে একটি বিগ ব্যাশ ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে আমরা বিসিসিআইয়ের নির্দেশ ছাড়া কিছুই চূড়ান্ত করতে পারি না।'' অর্থাৎ, চেন্নাই ভেন্যু হিসেবে আলোচনায় থাকলেও একমাত্র বিকল্প নয়। একাধিক স্টেডিয়াম বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এই পদক্ষেপকে কেবল ক্রীড়া উদ্যোগ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাদের বাণিজ্যিক কৌশল আরও শক্ত করতে চাইছে। জানা গিয়েছে, বিগ ব্যাশের আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে অন্তত দু'টির অংশীদারি বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ভারতের মতো বড় ক্রিকেট বাজারে ম্যাচ আয়োজন করলে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়বে-এমনটাই ভাবনা। রিপোর্টে পার্থ স্কর্চার্সকে সম্ভাব্য দল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। টাইম জোনের সুবিধা এবং ওয়াকা কর্তৃপক্ষের ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহ-এই দুই কারণেই তাদের নাম আলোচনার টেবিলে। এমনিতে বিগ ব্যাশ লিগকে বিশ্বের অন্যতম সেরা টি-২০ প্রতিযোগিতা ধরা হয়। পার্থ স্কর্চার্স সম্প্রতি ২০২৫-২৬ মরসুমে তাদের ষষ্ঠ শিরোপা জিতেছে। সিডনি সিক্সার্সকে হারিয়ে আরও একবার নিজেদের সাফল্যের মুকুটে পালক জুড়েছে তারা। তবে প্রতিযোগিতাকে ভারতে আনার গোটা প্রস্তাব বাস্তবায়নের আগে একাধিক পক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। বিসিসিআই, সম্প্রচার সংস্থা, স্পনসর-সবাইকে রাজি করাতে হবে। এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। বিষয়টি পুরোপুরি প্রাথমিক পর্যায়ে।

ব্যাটিং ধসে স্বপ্নভঙ্গ!

শেষ চার থেকে বিদায় বাংলার, প্রথমবার ফাইনালে জম্মু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ ইতিহাস লিখল জম্মু-কাশ্মীর। কল্যাণীর ময়দানে ছয় উইকেটে হারাল বাংলাকে। আর এই জয়ের সুবাদে প্রথমবার রঞ্জি ট্রফি ফাইনালে উঠল তারা। বঙ্গ ব্রিগেডের স্বপ্ন থামল সেমিফাইনালেই। শেষ মুহূর্তে বংশজ শর্মা মুকেশ কুমারের মাথার উপর দিয়ে বিরাট ছক্কা হাঁকাতেই জম্মু ডাগআউট মাঠে নেমে আসে। এরপর কোচকে কাঁধে তুলে উল্লাসে মেতে ওঠে গোটা টিম। এই সাফল্যের নেপথ্যে একটাই নাম-আবদুল সামাদ। দুই ইনিংসেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়েছেন তিনি। প্রায় একা হাতে! প্রথম ইনিংসে ৮৫ বলে ৮২। দ্বিতীয় ইনিংসেও দল যখন কোণঠাসা, তখন ব্যাট হাতে নামতেই এক নিমেষে চাপ উধাও। টার্গেট তখন নাগালের মধ্যে। কিন্তু বাংলার বোলাররা লড়াই চালাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় গিয়ার বদলান সামাদ। শাহবাজ আহমেদকে পরপর দু'টি বিশাল ছক্কা-একটি লং-অন, একটি ডিপ এক্সট্রা কভারের উপর দিয়ে। মুহূর্তে ম্যাচের রাশ জম্মুর হাতে। অন্য প্রান্তে বংশজ শর্মা সুরজ সিং জয়সওয়ালকে এক ওভারে তিনটি চার মেরে টার্গেট এক অঙ্কে নামিয়ে আনেন। এরপর মুকেশ কুমারের বল মাথার উপর দিয়ে ওভার বাউন্ডারি। সেখানেই শেষ বাংলার প্রতিরোধ। আজ সকালের প্রথম সেশন থেকেই আকাশ দীপ প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। পরশ দোগরাকে আউট করে খেলায় একটু হলেও উত্তেজনা ফেরান। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বাংলা প্রথম ইনিংসে ৩২৮ রান

তুলেও শেষমেশ কিছুই কাজে এল না। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং ধসই সর্বনাশ ডেকে আনল। মাঠে মারা গেল সামির আট উইকেটের স্পেল, সুদীপ ঘরামির ম্যারাথন সেঞ্চুরি! দ্বিতীয় ইনিংসে নেমে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট হারানোয় চাপ বাড়ে। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকায় সেই চাপ আর সামাল দেওয়া যায়নি। জম্মু-কাশ্মীর আগে কখনও রঞ্জি ফাইনালে ওঠেনি। এবার তারা শুধু জায়গাই পাকা করল না, শক্তিশালী বাংলাকে হারিয়ে স্পষ্ট বার্তাও ছড়িয়ে দিল। দলগত লড়াই, নির্ভীক ব্যাটিং আর সঠিক সময়ে আক্রমণ-এই তিনের সমন্বয়েই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। বাংলার জন্য এই হার নিঃসন্দেহে হতাশার। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের জন্য বড় কিছুর সূচনা। চলতি মরশুমে রঞ্জিতে জম্মু-কাশ্মীরের এই সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে আনক্যাপড পেসার আকিব নবির। কোয়ার্টার ফাইনালে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১২ উইকেট নিয়েছিলেন। সেমিতেও বাংলার বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠেন। প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেটের পরে দ্বিতীয় ইনিংসে নেন চার উইকেট। এই মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম পেসার হিসেবে ৫০ উইকেট পূর্ণ করলেন নবি। নয় ম্যাচ খেলে নিয়েছেন মোট ৫৫ উইকেট। এর মধ্যে শেষ আটের ম্যাচে নিয়েছেন ১২ উইকেট। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪০ ম্যাচ খেলে ১৫০ উইকেট পেলেন। রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন দল পাবে পাঁচ কোটি টাকা। রানার্স আপ হবে যে টিম, তারা পাবে তিন কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই ফাইনালে পৌঁছে যাওয়ায় অন্তত তিন কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার নিশ্চিত করেছে জম্মু ও কাশ্মীর। তবে ট্রফি জিতে স্বপ্নপূরণের দিকেই এখন নজর আকিব নবি, আব্দুল সামাদদের।

দুয়ের নৈপুণ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে রইল পিএসজি

মোনাকো, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফের প্রথম লেগে মঙ্গলবার প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-২ গোলে জিতেছে পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় পুরোটা সময় অবশ্য একজন কম নিয়ে খেলেছে

আয়োজকরা। ফোলারিনের জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়ার পর ব্যবধান কমান দুয়ে। প্রথমার্ধেই সমতা টানেন আশরাফ হাকিমি। বিরতির পর নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান গড়ে দেন দুয়ে। এই জয়ে শেষ ষোলোয় ওঠার পথে একটু এগিয়ে রইল শিরোপাধারীরা। আগামী সপ্তাহে ঘরের মাঠে ফিরতি লেগ খেলবে তারা। ম্যাচ শুরু হতে না-হতেই গোল খেয়ে বসে পিএসজি। তাদেরই ভুলে মাঝমাঠে বল পেয়ে আক্রমণে ওঠে মোনাকো। বাঁ দিক থেকে আলেকসান্ডার গোলোভিনের ক্রসে কাছ থেকে হেডে বল জালে পাঠান অরক্ষিত ফোলারিন। বল দখলে অনেক এগিয়ে থাকলেও শুরুতে আক্রমণে সুবিধা করতে পারছিল না পিএসজি। উল্টো অষ্টাদশ মিনিটে আরও পিছিয়ে পড়ে তারা। এক সতীর্থের পাস ধরে বক্সে ঢুকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ফোলারিন। চার মিনিট পর পিএসজির হতাশা আরও বাড়ে। ভিতিনিয়ার স্পট কিক ঠেকিয়ে দেন মোনাকোর গোলরক্ষক। খাভিচা কাভারাস্খেলিয়া বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল সফরকারীরা। ২৭তম মিনিটে আরেক বড় ধাক্কা খায় পিএসজি। চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন দেম্বেলে। তার বদলি নামার দুই মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান কমান দুয়ে। বার্কোলার পাস বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁ পায়ের নিচু শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। ৪১তম মিনিটে দলের সমতায় ফেরা গোলেও অবদান আছে দুয়ের। বক্সের বাইরে থেকে তার জোরাল শট গোলরক্ষক ফেরানোর পর, বক্সের ভেতর থেকে শটে জালে পাঠান হাকিমি। ৪৮তম মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় মোনাকো। ভিতিনিয়াকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন দলটির মিডফিল্ডার গোলোভিন। ৬৭তম মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে পিএসজিকে এগিয়ে নেন ভিতিনিয়া। বক্সে ওয়ারেন জাইরে এমেরির পাস পেয়ে নিচু শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। বাকি সময়ে আরও কিছু সুযোগ পায় পিএসজি। তবে তাদের কয়েকটি প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি মোনাকোর গোলরক্ষক।

আমিরশাহিকে উড়িয়ে এবার সামনে ভারত

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রুপ পর্বে টানা চার জয়। সুপার এইটে ওঠা আগেই নিশ্চিত। আজ নিয়মরক্ষার ম্যাচেও উড়ে গেল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এবার নজর ভারতের দিকে। টি-২০ বিশ্বকাপে ছয় উইকেটে সহজ জয় হাতে আসার পর আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ১২৩ রান তুলতে সময় লাগল মাত্র ১৩.২ ওভার। লক্ষ্য ছিল মোটে ১২২ রান। ভারতের বিরুদ্ধে আমদাবাদে বড় ম্যাচের আগে এই জয় প্রোটিয়াদের পালে আরও হাওয়া জোগাবে। টসে জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। আমিরশাহির শুরুটা মন্দ ছিল না। মহম্মদ ওয়াসিম ও আর্যংশ শর্মা প্রথম তিন ওভারে ৩০ রান তুলে চাপ তৈরি করেন। কিন্তু তারপর হঠাৎ ছন্দপতন। নেপথ্যে করবিন বশ। চার ওভারে ৩/১২ নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি। শোয়েব খান ও আর্যংশ দ্রুত ফিরতেই একা লড়াই চালান আলিশান শরাফু। তিনি নিজে ৪৫ করলেও বড় পার্টনারশিপ না হওয়ায় ইনিংস গতি পায়নি। ২০ ওভারে ১২২ রানে থমকে যায় আমিরশাহি। আজ আর সবকিছু প্রায় নিখুঁত হলেও ফিল্ডিং নিয়ে অসন্তুষ্ট অধিনায়ক এডেন মার্করাম। চারখানা ক্যাচ ফস্কেছে। যে কারণে ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ''ফিল্ডিংয়ে আমরা নিজেদেরই হতাশ করেছি। মনোযোগের ঘাটতি ছিল। সুপার এইটে এমন ভুল চলবে না।'' রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক দক্ষিণ আফ্রিকা। মার্করাম নিজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। জুনায়েদ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে বাউন্ডারি, হায়দার আলির এক ওভারে তিন চার ও এক ছক্কা-ম্যাচ তখন কার্যত একপেশে। মার্করাম আউট হলেও ভিত গড়ে দেন। কুইন্টন ডি কক ধীরগতিতে ১৪ করে আউট হন। কিন্তু ৩০ বলে ৪৯ রানের জুটি গড়ে কাজ সহজ করে দেন রিকেলটন ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। শেষে ট্রিস্টান স্টাবস ও জেসন স্মিথের পার্টনারশিপে ১৩.২ ওভারেই ম্যাচ খতম!

প্লে-অফের শুরুতেই ছিটকে পড়ার দুয়ারে ছন্নছাড়া জুভেন্তাস

সংবাদ সংস্থা, বেওগলু, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ জুভেন্তাসের জয়হীন পথচলা দীর্ঘ হলো আরও। এবার তারা হতাশার গল্প লিখল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। যেখানে তাদেরকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে নকআউট শেষ ষোলোয় ওঠার পথে এগিয়ে গেল গালাতাসারাই। প্রতিপক্ষের মাঠে বিরতির আগে পর্যন্ত বেশ ভালো অবস্থানেই ছিল জুভেন্তাস। কিন্তু বিরতির পর পথ হারিয়ে, ১০ জনের দল নিয়ে তারা উড়ে যায় ৫-২ গোলে। ম্যাচের পঞ্চদশ মিনিটে গাব্রিয়েল সারার গোলে পিছিয়ে পড়ার পরের মিনিটেই সমতা টানেন ডাচ মিডফিল্ডার টুন কুপমেইনার। ৩২তম মিনিটে তার দ্বিতীয় গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় জুভেন্তাস। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লড়াই নতুন মোড় নেয়। ডাচ ফরোয়ার্ড নো লাংয়ের গোলে সমতায় ফেরে গালাতাসারাই। ৬০তম মিনিটে দাভিনসন সানচেসের গোলে এগিয়েও যায় তুরস্কের দলটি। ৬৭তম মিনিটে গালাতাসারাই ফরোয়ার্ড ইলমাসকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন কলম্বিয়ান

ডিফেন্ডার হুয়ান কাবাল। একজন কম নিয়ে বাকি সময়ে লড়াইয়ে ফেরার সম্ভাবনাও জাগাতে পারেনি ইতালিয়ান ক্লাবটি। ৭৪তম মিনিটে লাং ও ৮৬তম মিনিটে সাচা বোয়ের লক্ষ্যভেদে পরের ধাপে এক পা দিয়ে মাঠ ছাড়ে গালাতাসারাই। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই নিয়ে চার ম্যাচ জয়হীন রইল জুভেন্তাস। ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে আগামী বুধবার ফিরতি লেগে মাঠে নামবে সেরি আ'র দলটি।

ভিনিসিউসের চমৎকার গোলে বেনফিকার মাঠে রিয়াল মাদ্রিদের জয়

অনেক প্রচেষ্টা ভেস্তে যাওয়ার পর, দুর্দান্ত এক গোলে দলকে পথ দেখালেন ভিনিসিউস জুনিয়র। এরপরই অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনায় থমকে গেল লড়াই। মাঠের পাশাপাশি সাইডলাইনেও ছড়াল উত্তাপ, তা চলল শেষ মিনিট পর্যন্ত। তবে মনোযোগ ধরে রেখে, বেনফিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় ওঠার পথে একটু এগিয়ে গেল মাদ্রিদের দলটি।

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার প্লে-অফের প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতেছে আলভারো আরবেলোয়ার দল। গত মাসের শেষদিকে এই মাঠেই ৪-২ গোলে হেরে সরাসরি নকআউট পর্বে খেলার আশা শেষ হয়ে গিয়েছিল রেয়াল মাদ্রিদের। সেই পরাজয়ের ক্ষতে এবার কিছুটা হলেও প্রলেপ দিতে পারল তারা। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ আর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের লড়াইয়ে মেজাজ হারিয়ে শেষ দিকে বহিষ্কার হন বেনফিকা কোচ জোসে মরিনিয়ো। পজেশন ও আক্রমণে আধিপত্য করা রিয়ালের প্রথম দুটি শট লক্ষ্যে থাকলেও, দুটিই ছিল গোলরক্ষক বরাবর। প্রতিপক্ষের ছোট ভুলে ১৯তম মিনিটে সেরা সুযোগটি পান ভিনিসিউস কিন্তু দারুণ পজিশন থেকে তার শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে খেলার গতি বাড়ে, দুই পাশেই চলতে থাকে আক্রমণ। ২৪তম মিনিটে থিবো কোর্তোয়ার নৈপুণ্যে বেঁচে যায় রিয়াল ফ্রেডরিকের শটে বল একজনের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়াতে যাচ্ছিল, ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন বেলজিয়ান গোলরক্ষক। বিরতির আগের ১০ মিনিটে আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয় রিয়াল মাদ্রিদ। ৪০তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পান কিলিয়ান এমবাপে। কিন্তু ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের ছয় গজ বক্সের বাইরে বাড়ানো বল স্পর্শ করতেই পারেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড। বিরতির আগে দুই মিনিটে আরও দুটি দারুণ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি আসরে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৩ গোল করা এই তারকা প্রথমবার

উড়িয়ে মারার পর, গোলরক্ষক সোজা দুর্বল শট নেন এমবাপে। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে জোরাল শট নেন আর্দা গিলের, ঝাঁপিয়ে সেটা রুখে দেন আনাতোলি ক্রবিন। বিরতির পর পঞ্চম মিনিটে অবশেষে ভিনিসিউসের দারুণ নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় রিয়াল। এমবাপের পাস ধরে বাঁদিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে জোরাল শট নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড, বল ক্রসবার ঘেঁষে দূরের পোস্ট দিয়ে জালে জড়ায়। ৩১ গোল নিয়ে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা ভিনিসিউস, তিনি ছাড়িয়ে গেলেন কাকাকে (৩০)। ৪৩ গোল করে তালিকার শীর্ষে বার্সেলোনা ও পিএসজির সাবেক ফরোয়ার্ড নেইমার। আপত্তিকরভাবে গোল উদযাপন করে হলুদ কার্ড দেখেন ভিনিসিউস, যা নিয়ে ক্ষোভ ঝারেন তিনি। তবে ঘটনার সেখানে মাত্র শুরু। পুনরায় খেলা শুরুর আগের মুহূর্তে, রেফারির কাছে ছুটে গিয়ে বেনফিকার জানলুকা প্রেসতিয়ান্নির বিরুদ্ধে কিছু একটা নিয়ে অভিযোগ করেন ভিনিসিউস এবং সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় 'টাইম আউট' দেন রেফারি। সাইডলাইনে ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকে পরিস্থিতি, বেনফিকা কোচ জোসে মরিনিয়োকে দেখা যায় রিয়ালের ডাগআউটে গিয়ে ভিনিসিউস-এমবাপেদের সঙ্গে কথা বলতে। প্রায় ১০ মিনিটের মতো বন্ধ থাকার পর, পুনরায় খেলা শুরু হয়। ৭৯তম মিনিটে ডি-বক্সে একজনকে কাটিয়ে শট নেন ভিনিসিউস, তবে ঝাঁপিয়ে সেটা আটকে দেন ক্রবিন। ছয় মিনিট পর রিয়ালের ডি-বক্সের বাইরে ভিনিসিউস প্রতিপক্ষের রিওসকে ফাউল করলে ফ্রি কিক পায় বেনফিকা। কিন্তু কার্ড দেওয়ার দাবিতে সাইডলাইনে ম্যাচ অফিসিয়ালকে উদ্দেশ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মরিনিয়ো, এতে মুহূর্তের ব্যবধানে জোড়া হলুদ কার্ড দেখেন তিনি। সমতা টানতে যতটা ধারাল হওয়ার প্রয়োজন ছিল, শেষ দিকে বেনফিকা তা হতে পারেনি। ১২ মিনিট যোগ করা সময় পেয়েও কোর্তোয়াকে তেমন কোনো পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি দলটি। ফিরতি লেগ মাঠে গড়াবে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে, আগামী বুধবার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com